সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 25 No.02 Thursday 27 March 2025 Weekly Janmobhumi New York Free in USA

২৫তম বর্ষ. ০২তম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ২৭ মার্চ ২০২৫ / ১৩ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)

www.jonmobhumi.com

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

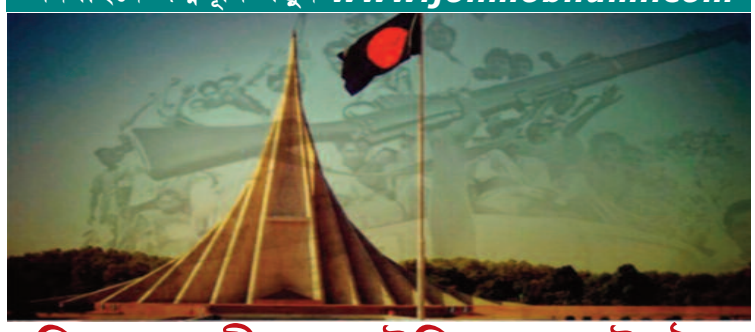

মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার ইতিহাসে চাই ঐক্য

প্রবীর বিকাশ সরকারঃ পৃথিবীতে যেসব দেশ সাম্রাজ্যবাদীর দখল থেকে লড়াই করে, রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেসব দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস কতখানি মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ, সেটা যদি সে দেশের নাগরিক বিশেষ করে শিশু ও তরুণ প্রজন্ম অনুধাবন করতে না পারে, তার চেয়ে হতাশাজনক আর কিছু হতে পারে না। দেশকে এগিয়ে -**বাকী ১৪ পাতায়**

এ সপ্তাহের শীর্ষ সংবাদ

জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা

ডিসেম্বর-জুনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন

ঢাকা ডেস্কঃ চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে আগামী বছর জুনের মধ্যে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে উল্লেখ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাঁর নেতৃত্বাধীন-**বাকী ১৫ পাতায়**

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ও সাইবার হুমকি চীন

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ও সাইবার হুমকি হিসেবে রয়ে গেছে। প্রকাশিত বার্ষিক হুমকি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেইজিং তাইওয়ান দখলের জন্য তার সামরিক সক্ষমতা বাড়াচ্ছে, যদিও অগ্রগতি 'স্থিতিশীল হলেও অসমান'। প্রতিবেদনে বলা হয়, চীন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর প্রচলিত অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানোর সক্ষমতা রাখে, সাইবার হামলার মাধ্যমে মার্কিন অবকাঠামোকে বিপর্যস্ত করতে পারে এবং মহাকাশে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদের ওপর হামলা চালাতে পারে-**বাকী ১৪ পাতায়**

চীন পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকা ডেস্কঃ চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে চীন পৌঁছেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার বাংলাদেশ সময় বিকাল সোয়া ৪টার দিকে তিনি হাইনান পৌঁছান। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে, চীনে নিয়োজিত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত মো. নজরুল ইসলাম ও হাইনান প্রদেশের ভাইস-গভর্নর বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২৮ মার্চ বেইজিংয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি -**বাকী ১৬ পাতায়**

জুলাই অভ্যুত্থান দেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনাঃ সেনাবাহিনী প্রধান

ঢাকা ডেস্কঃ ঢাকা সেনানিবাসের 'আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স'-এ -**বাকী ১৬ পাতায়**

ঈদ মোবারক

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সাপ্তাহিক জন্মভূমির পাঠক, লেখক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের জানাই ঈদ মোবারক ও শুভেচ্ছা-----সম্পাদক

কেন্দ্রীয় নেতাদের পরস্পরবিরোধী ফেসবুক পোস্টে অস্বস্তি এনসিপির

ঢাকা ডেস্কঃকেন্দ্রীয় নেতাদের পরস্পরবিরোধী ফেসবুক পোস্ট ও বক্তব্যে অস্বস্তিতে রয়েছে নব-গঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। দলীয় ফোরামে আলাপ-আলোচনা না করে ফেসবুকের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে বক্তব্য প্রচার করছেন নেতারা। এছাড়াও বিভিন্ন সভা-সমাবেশেও নেতাদের কেউ কেউ এমন বক্তব্য দিচ্ছেন- যাতে অস্বস্তিকর-**বাকী ১৭ পাতায়**

গাজার হামাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্যালেস্টাইনিদের

লন্ডন ডেস্কঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার রাস্তায় নামলেন শত শত প্যালেস্টাইনি! তাঁদের কণ্ঠে হামাস বিরোধী স্বর। চান চলমান যুদ্ধের অবসান। গত ১৮ মার্চ থেকে নতুন করে ইজরায়েলি হানায় উত্তপ্ত গাজা। বিশেষত, উত্তর গাজায় একের পর এক ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ইজরায়েল এবং হামাসের সংঘাতের মাঝে পড়ে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় গাজার-**বাকী ১৫ পাতায়**

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উর্পাজন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

For details information please contact:

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

MARKS HOME CARE

JAMAICA OFFICE # 1
148-37 Hillside Ave,
Jamaica, NY 11435
Phone: 718-674-6333
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

JAMAICA OFFICE # 2
87-53 167 St. 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-647-5555
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

OZONE PARK OFFICE
1226 Liberty Ave,
Brooklyn, NY 11208
Phone: 718-505-8500
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

নতুন দেশ গড়ার সুযোগ এসেছে, এটা হারাতে চাই না: ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা, দীর্ঘদিন মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে দুর্নীতি, গুম ও খুনের মাধ্যমে একটি ফ্যাসিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশে- এ কথা জানিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ এসেছে, আমরা এ সুযোগ হারাতে চাই না।

মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এ সব কথা বলেন তিনি।দীর্ঘদিন মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে দুর্নীতি, গুম ও খুনের মাধ্যমে একটি ফ্যাসিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশে- এ কথা উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ এসেছে, আমরা এ সুযোগ হারাতে চাই না।তিনি বলেন, বদরুদ্দীন উমর যেহেতু স্বাধীনতা পুরস্কার গ্রহণ করবেন না, তার পদকটি জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষণ করা হবে। আর মৃত ব্যক্তিদের মরণোত্তর পুরস্কারের পালা শেষ করে, আগামীতে যেন জীবিত অবস্থাতেই সেটি দেওয়া যায় বিষয়টি দেখা হবে।

তিনি আরও বলেন, ভয়াল ২৫ মার্চ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কিত দিন। এদিন নিরীহ বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।

এবার যারা স্বাধীনতা পুরুস্কার পেলেন তারা হলেন- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম (মরণোত্তর), সাহিত্যে মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ (মরণোত্তর), সংস্কৃতিতে নভেরা আহমেদ (মরণোত্তর), সমাজসেবায় স্যার ফজলে হাসান আবেদ (মরণোত্তর), মুক্তিযুদ্ধ ও সংস্কৃতিতে মোহাম্মদ মাহবুবুল হক খান ওরফে আজম খান (মরণোত্তর), শিক্ষা ও গবেষণায় বদরুদ্দীন মোহাম্মদ উমর এবং প্রতিবাদী তারুণ্যে আবরার ফাহাদ (মরণোত্তর)।

হান্নান মাসউদের ওপর হামলা

ঢাকা, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) সকালে নিজের ফেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে এক পোস্টে এ দাবি জানান তিনি।

এদিন সারজিস লিখেছেন, সোমবার আমার সহযোদ্ধা আবদুল হান্নান মাসউদের ওপরে বিএনপির কিছু নেতাকর্মীর দ্বারা যে হামলা হয়েছে এটার জন্য বিএনপির লজ্জিত হওয়া উচিত।

বিগত ১৬ বছরে স্বৈরাচারী আমলে দল হিসেবে বিএনপি সবচেয়ে বেশি অন্যায় এবং জুলুমের শিকার হয়েছে। অতঃপর হান্নান মাসুদের মতো কিছু অকুতোভয়, আপোষহীন, সাহসী তরুণদের হাত ধরে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বিএনপিসহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সেই স্বৈরাচারী দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই কৃতজ্ঞতাবোধটুকু বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সবসময় থাকা উচিত।

ড. ইউনূসকে দেওয়া বার্তায় কী বললেন মোদি

ঢাকা, শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্বকে এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বুধবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে পাঠানো এক বার্তায় মোদি একথা বলেন।

মোদি বলেন, শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের (দুদেশের) যে আকাঙ্ক্ষা, তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং একে অপরের স্বার্থ ও উদ্বেগের প্রতি পারস্পরিক সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে আমরা এই অংশীদারত্বকে এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে ড. ইউনূস ও জনগণকে অভিনন্দন জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, এই দিনটি আমাদের অভিন্ন ইতিহাস ও ত্যাগের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা আমাদের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

মোদি আরও বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দুই দেশের সম্পর্কের পথপ্রদর্শক হিসেবে অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি বিকশিত হয়েছে এবং দুদেশের জনগণের জন্য সত্যিকারের কল্যাণ বয়ে এনেছে।

মুক্তিযোদ্ধা সনদ ফেরত দিতে ১২ জনের আবেদন

ঢাকা,মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও মিথ্যা তথ্য দিয়ে সরকারের কাছ থেকে সনদ নিয়েছেন- এমন অন্তত ১২ ব্যক্তি তাদের সনদ ফেরত দিতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্রে জানা যায়- মুক্তিযোদ্ধা নন, কিন্তু সনদ নিয়ে সরকারি চাকরি করার পর অবসরে গেছেন- এমন একজন ব্যক্তিও রয়েছেন ওই ১২ আবেদনকারীদের মধ্যে।এক ব্যক্তি তার আবেদনে সনদ নেওয়া ভুল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।এ ছাড়া মিথ্যা তথ্য দিয়ে সনদ নেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছেন কেউ কেউ।

গত ১১ ডিসেম্বর নিজ দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও যারা সনদ নিয়েছেন, তাদের তা ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজম।তিনি আরও বলেন, 'আমরা একটি ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) দেব, যারা অমুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে এসেছেন, তারা যাতে স্বেচ্ছায় এখান থেকে চলে যান। যদি যান, তারা তখন সাধারণ ক্ষমা পেতে পারেন। আর যদি সেটি না হয়, আমরা যেটি বলেছি, প্রতারণার দায়ে আমরা তাদের অভিযুক্ত করব।

সুযোগ বহুদলীয় গণতন্ত্র পথচলা নিশ্চিতেরঃ তারেক রহমান

ঢাকা, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ফ্যাসিবাদের পতনের পর এখন সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের সব দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন, ব্যক্তি এবং জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথচলা নিশ্চিত করার। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বাণীতে গতকাল তিনি কথা বলেন। তারেক রহমান সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে নবীন সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। হাজার বছরের সংগ্রামমুখর এ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আজকের এই দিনে আমি দেশবাসী, প্রবাসী বাংলাদেশিসহ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তিনি বলেন, এই স্বাধীনতা দিবসে আনন্দের মুহূর্তের মধ্যে প্রথমেই যে কথা মনে পড়ে, তাহলো এ দেশের অগণিত দেশপ্রেমিক শহীদের আত্মদান। আমি এ মহান দিনে তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই। যাঁদের অবিস্মরণীয় আত্মদানে অর্জিত হয়েছে দেশমাতৃকার মুক্তি। মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তমসহ সব জাতীয় নেতার স্মৃতির প্রতি আমি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে জিয়াউর রহমানের নাম নেই, হতাশ বিএনপি

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার জাতির উদ্দেশে মঙ্গলবারের (২৫ মার্চ) ভাষণে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি, তিনি নির্বাচনের রোডম্যাপের কথা বলেননি। তিনি স্বাধীনতার ঘোষক বীর উত্তম জিয়াউর রহমানের নাম একবারও উচ্চারণ করেননি। বুধবার সকাল ৯টায় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জিয়া উদ্যানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা হতাশ হয়েছি যে, প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে তিনি স্বাধীনতার ঘোষক বীর উত্তম জিয়াউর রহমানের নাম একবারও উচ্চারণ করেননি। অথচ এটাই সত্য ইতিহাস।

মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা আবারও চাই না আওয়ামী লীগ যে ইতিহাস বিকৃত করেছে সে ইতিহাস আবারও বিকৃত হউক। প্রকৃত সত্যকে উদঘাটিত করে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা একটি গণতান্ত্রিক সরকার, সেই গণতান্ত্রিক সরকারে যত দ্রুত ফিরে যাওয়া যাবে আমাদের সমস্যাগুলো ততই সমাধান হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

কিছু দল বলছে মুক্তিযুদ্ধ কোনো ঘটনাই ছিল না

ঢাকা, যেসব দল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে হত্যাযজ্ঞে সহযোগিতা করেছিল তারা এখন গলা উঠিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে যেন ওই সময় ('৭১ সালে) কিছুই হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, কিছু কিছু দল বোঝানোর চেষ্টা করছেন, ১৯৭১ (মুক্তিযুদ্ধ) কোনো ঘটনাই ছিল না। রাজধানীর রমনায় ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (আইইবি) ভবনে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় একথা বলেন তিনি।মির্জা ফখরুল বলেন, '২৫ মার্চের এই কালোদিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হত্যা করেছে লাখো নিরীহ মানুষ। কিন্তু সেই গণহত্যার জন্য পাকিস্তান এখনো ক্ষমা চায়নি। এ কথাগুলো এখন কেন বলছি, কারণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে, কিছু কিছু মানুষ, একটি গোষ্ঠী ও কিছু কিছু দল বোঝানোর চেষ্টা করছেন, ১৯৭১ (মুক্তিযুদ্ধ) কোনো ঘটনাই ছিল না।'

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

শতাধিক গাড়ির 'শোডাউন': সারজিসের কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন তাসনিম জারা

ঢাকা, ২৬ মার্চ : জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম রাজনৈতিক দল গঠনের পর প্রথমবার ঢাকা থেকে সৈয়দপুর পর্যন্ত গিয়েছেন উড়োজাহাজে চড়ে। বাকি ১০০ কিলোমিটার পথের মধ্যে অর্ধেকটা পাড়ি দিয়েছেন শতাধিক গাড়ির বহর নিয়ে।

নিজ জেলা পঞ্চগড়ে শতাধিক গাড়ির (কার-মাইক্রোবাস) বহর নিয়ে পঞ্চগড়ের পাঁচটি উপজেলা সফর করেছেন তিনি। সারজিসের এই শতাধিক গাড়ি বহরের 'শোডাউন' নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা হচ্ছে। এ নিয়ে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট দিয়েছেন এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা। সেখানে সারজিসের উদ্দেশে পত্র লিখেছেন তিনি। এত বড় কর্মসূচি কীভাবে আয়োজন করেছেন, অর্থের উৎস কী- এসব বিষয়ে সাধারণ জনগণের কাছে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে সারজিসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডা. তাসনিম জারা।

সারজিসের উদ্দেশে লেখা তাসনিম জারার চিঠিটি হুবহু ইত্তেফাকের পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো-

"প্রিয় সারজিস, আমি এই চিঠিটি লিখছি আমাদের দলের একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে, দলের নীতিগত অবস্থান ও স্বচ্ছতার প্রশ্ন থেকে। সম্প্রতি তোমার নিজ জেলায় শতাধিক গাড়ির একটি বড় বহর নিয়ে প্রবেশ করায় জনগণের মনে যৌক্তিকভাবেই কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

তুমি কিছুদিন আগেই প্রকাশ্যে বলেছিলে, 'আমার আসলে এই মুহূর্তে কোনো টাকা নাই। ধার করে চলতেছি। এইটাই হচ্ছে রিয়্যালিটি। আমার পকেটে মানিব্যাগও নেই।' তোমার এই সাদাসিধে জীবনযাত্রার কথা আমাদেরকে অভিভূত করেছিল এবং জনগণের কাছে আমাদের সংগ্রামকে আরও গ্রহণযোগ্য করেছে।

কিন্তু সেই প্রেক্ষাপটে এত বড় একটি আয়োজন কীভাবে সম্ভব হলো– এর অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা কীভাবে হয়েছে, তা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক। আমাদের দল স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে জায়গা থেকে এসব প্রশ্নের স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য উত্তর দেওয়া আমাদের সবারই দায়িত্ব।

আমি আশা করি, বিষয়টি তুমি আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করবে এবং জনগণের সামনে একটি গ্রহণযোগ্য ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা তুলে ধরবে। এতে জনগণের কাছে দলের ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

আমার পরিবারের ৫০ বছর আগেও সামর্থ্য ছিল: তাসনিম জারাকে সারজিস

ঢাকা, ২৬ মার্চ : জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম রাজনৈতিক দল গঠনের পর প্রথমবারের মতো নিজ এলাকা সফরে শতাধিক গাড়ি নিয়ে শো-ডাউন দিয়েছেন। তার এই শো-ডাউন নিয়ে বিভিন্ন পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে এই শো-ডাউনের অর্থায়নের উৎস নিয়ে।

একই প্রশ্ন তুলেছেন খোদ এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে ডা. তাসনিম জারা সারজিসের উদ্দেশে পত্র লিখেছেন। এত বড় কর্মসূচি কীভাবে আয়োজন করেছেন, অর্থের উৎস কী- এসব বিষয়ে সাধারণ জনগণের কাছে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে সারজিসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডা. তাসনিম জারা।

এবার সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন সারজিস আলম। মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে এক পোস্টে জবাব দেন তিনি।

সারজিস লিখেন,

"প্রিয় তাসনিম জারা আপু,

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আপনার খোলা চিঠির উত্তরের পূর্বে দুটি বিষয় বলতে চাই।

প্রথমত, আমাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা থেকে সবার আগে যে বিষয়টি বাদ দিতে হবে সেটি হচ্ছে- একজন নতুন করে জাতীয় রাজনীতিতে এসেছে মানেই তার পরিবার সহায়-সম্বলহীন, অসহায়, নিঃস্ব না। বিগত বছরগুলোতে আওয়ামী লীগের নেতারা চাঁদাবাজি, লুটপাট করে এসব কাজ করেছে বলে, একই কাজ করে অন্যরাও সেটা করবে বিষয়টি তেমনও নয়। আমার এই মুহূর্তে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই মানে এই নয় যে আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের সেই সামর্থ্য নেই।

দ্বিতীয়ত, কতিপয় সোশ্যাল মিডিয়া বুদ্ধিজীবী তাদের জায়গা থেকে যেভাবে রাজনীতিকে কল্পনা করেন সেটা কোন আদর্শ পৃথিবীর চিত্র হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারা ধারণকারী জনগণ সম্বলিত একটি দেশের চিত্র নয়। এমনকি বাংলাদেশের একটি জেলার রাজনৈতিক কালচারের সাথে অন্য একটি জেলার রাজনৈতিক কালচারেরও পুরোপুরি মিল নেই। তাই আমার চোখের সামনে আমার আসনে যা দেখছি সেটা দিয়ে অন্য আসনও তুলনা করা যায় না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দলগত অবস্থান বিবেচনায় সেই ইকুয়েশনগুলো ভিন্ন হয়।

আমরা নতুন বন্দোবস্ত চাই। কিন্তু নতুন বন্দোবস্ত বলতে আমরা যেটা কল্পনা করি সেটা ছয় মাসের মধ্যে এপ্লাই করলে অলমোস্ট ৯৫+% ক্ষেত্রে জামানত হারানোর সম্ভাবনা থাকবে। তার মানে কি আমরা নতুন বন্দোবস্ত চাই না? অবশ্যই চাই।

কিন্তু সেটা কখনো ছয় মাসের ব্যবধানে ১৮০ ডিগ্রি উল্টে যাবে না বরং সময়ের সাথে সাথে ১০% ২০% ৩০% এভাবে পরিবর্তিত হবে। এক সময় হয়তো শতভাগ নতুন বন্দোবস্ত দেখতে পাবো।

ফেসবুকের রাজনীতি আর মাঠের রাজনীতি এক নয়। আপনার প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করার জনবল এবং সামর্থ্য আপনার যদি না থাকে কিংবা আপনি দেখাতে না পারেন তাহলে মাঠের রাজনীতিতে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। অন্য নেতা তো দূরের কথা সাধারণ জনগণও আপনাকে গোনায় ধরবে না। কারণ মানুষ স্বভাবতই ক্ষমতামুখী। আমাদের যেমন নতুন বন্দোবস্তের দিকে যেতে হবে তেমনি মাঠের রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য পূর্বের যেই বন্দোবস্তগুলো চাইলেই এখনই ছুঁড়ে ফেলা সম্ভব নয় সেগুলো কেউ পাশে রেখে আপাতত চলতে হবে। যেদিন সেগুলোও ছুঁড়ে ফেলার সুযোগ আসবে সেদিন সেগুলোর ছুড়ে ফেলতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক বুদ্ধিজীবী তাদের যে আইডিয়াগুলোকে বিভিন্ন ন্যারেটিভ দিয়ে স্টাবলিশ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দেখায়, তারা সেই প্রসেসে বাংলাদেশের এই মানসিকতার জনগণের কাছে- এই ইলেকশনে মাঠে নামলেও জামানত হারাবে, একই প্রসেসে ৫ বছর পরে ইলেকশন করলেও জামানত হারাবে।

তারা শুধু আপনার পিছেই লাগতে পারে কিন্তু কোন প্রসেসে আপনি মাঠে ইলেকশন করে জিতে আসতে পারবেন সেগুলো আপনাকে দেখাতে পারেনা কিংবা দেখালেও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোর মাঠের বাস্তবতা নেই। আমরা তো অনেকেই চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, মামলা বাণিজ্য, হয়রানি এসবের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেললাম। কিন্তু এই অভ্যুত্থানেরই একটি অংশ আবার ওই একই কাজগুলো করছে। আটকাতে পেরেছেন কি? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আপনারা অনেকে কথাও বলতে পারছি না। আর বললেও তারা সে কথাকে কানে নেয় না। কথা বলতে পারছি সেই অল্প কিছু নতুন করে চিন্তা করা মানুষের বিরুদ্ধে যারা এখনো সেই কথা বলার স্পেসটা দেয় এবং সেই কথাগুলোকে রিসিভ করে।

এবার কিছু তিক্ত কথা বলতে চাই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচার পরিবর্তন করতে হবে। এটা আবশ্যক। কিন্তু যতদিন না আমজনতা তাদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করছে ততদিন আপনি সরাসরি নতুন চিন্তাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে গেলে সময়ের সাথে সাথে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বেন।

আপনি আজকে একটি আসনে নির্বাচন করার ঘোষণা দিন। কাল থেকে সেই আসনের অসংখ্য মানুষ আপনার কাছে আসবে নানা তদবির নিয়ে আবদার নিয়ে। এর মধ্যে অনেক অনৈতিক চাওয়া থাকবে। আবার যাদের আবদার পূরণ করতে পারবেন না তারা আপনার বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করবে। অথচ তারা একটিবারও ভাববে না আপনার সেই সামর্থ্য আছে কিনা, বিষয়গুলো ন্যায় সঙ্গত কিনা। তারা শুধু নিজের স্বার্থটা ভাববে। আপনি দিলে আছে, না দিলে নাই।

তার উপর এখন আপনার কোন অথরিটিও নাই। এক্ষেত্রে সরাসরি নতুন বন্দোবস্ত এপ্লাই করে দীর্ঘ মেয়াদে অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার চেয়ে সাময়িকভাবে নতুন পুরনো মিশেলে এগিয়ে গিয়ে যদি আপনি একটি অথরিটি পান কিংবা নির্বাচিত হতে পারেন তখন বরং দীর্ঘমেয়াদে নতুন বন্দোবস্তের কালচার চালু করা এবং সেগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার সুযোগ বেশি থাকবে। আমি এটাকে মন্দের ভালো মনে করি।

আর আমার এলাকায় ফেরার সময় এত গাড়ি, এত মানুষ; তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং ভালোবাসা নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে এবং আমাকে সঙ্গ দিবে এটা আমিও কল্পনা করিনি।

আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং জেলার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অর্ধেকের বেশি গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। যেগুলোর ব্যয় আমাদের বহন করতে হয়নি। বাকি প্রায় ৫০ টার মতো গাড়ির ৬০০০ করে যে তিন লাখ টাকা ভাড়া দিতে হয়েছে তার টাকা দেওয়ার সামর্থ্য আমার পরিবারের আরো ৫০ বছর আগেও ছিল। এবং আমি বিশ্বাস করি অন্য কেউ না; শুধু আমার দাদা আমার জন্য যতটুকু রেখে গিয়েছেন, সেটা দিয়ে আমি আমার ইলেকশনও করে ফেলতে পারব ইনশাআল্লাহ।

পরিচয় জাল করে ২০ বছর বসবাস নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশি

ঢাকা, ডেস্ক : অভিবাসন ও পরিচয় জালিয়াতি করে প্রায় ২০ বছর ধরে নিউজিল্যান্ডে বসবাসের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এক বাংলাদেশি দম্পতি। তাদের বিরুদ্ধে ৪০টি অভিযোগ আনা হয়েছে।

গত ২৪ মার্চ নিউজিল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম নিউজিল্যান্ড হেরাল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরিবারের সদস্যের পরিচয় ব্যবহার করে, তথ্য জালিয়াতি করে ভিসা নিয়ে নিউজিল্যান্ডে কাজ করতে থাকেন ওই দম্পতি। এক সময় দেশটির নাগরিকত্বও পেয়ে যান।

নিউজিল্যান্ডের অভিবাসন বিভাগের ছয় বছরের তদন্তের পর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। অকল্যান্ড জেলা আদালতে ১৩ দিন ধরে চলা বিচার শেষে গত ২১ মার্চ বাংলাদেশি জাহাঙ্গীর আলম ও তাজ পারভিন শিল্পীকে দোষী সাব্যস্ত করে।

তদন্তকারীরা আদালতকে জানিয়েছেন, আলম তার ভাইয়ের পরিচয় ব্যবহার করে নিউজিল্যান্ডে ভিজিটর ভিসা পান এবং দেশটিতে প্রবেশ করেন। পরে তিনি একটি ওয়ার্ক পারমিট, রেসিডেন্স ভিসা এবং শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের নাগরিকত্ব ও দুটি নিউজিল্যান্ডের পাসপোর্ট পান।

এছাড়া আলম তার স্ত্রী শিল্পীর ১৪টি অভিবাসন পারমিট ও ভিসার আবেদন এবং তার মায়ের জন্য একটি আবেদনের সমর্থনে এই পরিচয় ব্যবহার করেন।

নিউজিল্যান্ড হেরাল্ড বলেছে, দম্পতি জানতেন যে, আলম নিউজিল্যান্ডের অভিবাসন বিভাগের কাছে ওই আবেদনগুলো করার সময় তার আসল পরিচয় লুকানোসহ অন্যান্য মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ব্যবহার করছেন।

এ নিয়ে নিউজিল্যান্ডের অভিবাসন তদন্ত বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্টিভ ওয়াটসন বলেন, 'এই দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠানো হলো যে, অভিবাসন নিউজিল্যান্ডকে প্রতারণামূলক তথ্য প্রদান সহ্য করা হবে না।'

তিনি আরো বলেন, 'যারা নিউজিল্যান্ডের অভিবাসন বিভাগকে মিথ্যা তথ্য দেয়, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে এবং তাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে।'

তামিমকে দেশের বাইরে নেওয়ার পরিকল্পনা

ঢাকা, ২৬ মার্চ : আপাতত শঙ্কামুক্ত তামিম ইকবাল। কথা বলছেন, হাঁটাচলা করছেন। টাইগারদের সাবেক অধিনায়ককে সাভারের কেপিজে হাসপাতাল থেকে তাকে আনা হয়েছে ঢাকায়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তামিম এখনও আছেন পর্যবেক্ষণে। এরমাঝেই জানা গেছে, উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নেওয়া হতে পারে তামিমকে।

রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছানোর পর সেখানে তাকে দেখতে ছুটে যান যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। তিনি জানান প্রয়োজনে আরও উন্নত সেবার জন্য তামিমকে নেয়া হতে পারে বিদেশেও। বিপিএলে ফরচুন বরিশালের কর্ণধার মিজানুর রহমান জানিয়েছেন, থাইল্যান্ড নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই দলের হয়েই বিপিএল মাতাতেন তামিম।

মঙ্গলবার মিজানুর বলেছেন, 'থাইল্যান্ডের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে ভিসার। আমি যাব সঙ্গে। এটার জন্য চিকিৎসক শিডিউল দিতে হবে। যখন চিকিৎসক অনুমতি দেবে তখন। এখন বলা যাচ্ছে না।'তামিমের হার্ট অ্যাটাকের বড় একটি কারণ পানি স্বল্পতা। চিকিৎসকেরাই নাকি এ তথ্য দিয়েছেন বলে জানান মিজানুর রহমান, 'চিকিৎসকদের কথা অনুযায়ী প্রচণ্ড ডিহাইড্রেশন (পানি স্বল্পতা) ছিল। পানি খায়নি, রাতে হয়তো ঘুমও হয়নি ঠিকমতো। এটা একটা কারণ। এ গরমের মধ্যে রোজায় ডিপিএল খেলাটা আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে কঠিন।'

সোমবার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের মুখে পড়েছিলেন তামিম। স্বাভাবিকভাবেই ছিটকে যাচ্ছেন মাঠের বাইরে। জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়ককে খেলায় ফিরতে অপেক্ষা করতে হবে কমপক্ষে তিন মাস।

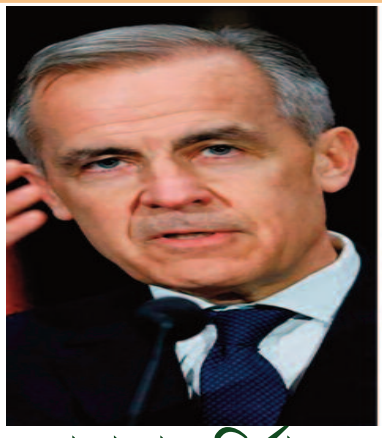

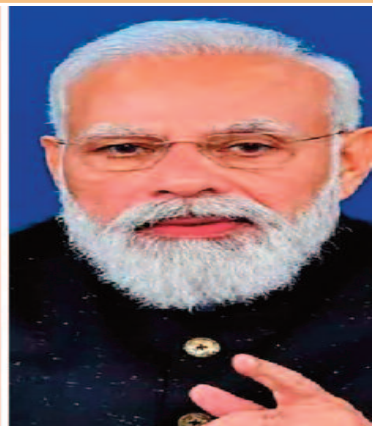

কানাডার নির্বাচনে নাক গলাতে পারে ভারত, দাবি গোয়েন্দা সংস্থার

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ কানাডার গোয়েন্দা সংস্থা কানাডিয়ান সিকিয়োরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (সিএসআইএস)-এর দাবি, এই নির্বাচনে ভারত এবং চীন নাক গলানোর চেষ্টা করতে পারে বলে সন্দেহ করছে তারা। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারত এবং চীনের পাশাপাশি রাশিয়ারও হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি সিএসআইএস-এর।

বস্তুত, বর্তমানে ভারত এবং চীন উভয় দেশের সঙ্গেই কানাডার কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপড়েন শুরু হয়েছে। আগামী ২৮ এপ্রিল কানাডায় নির্বাচন রয়েছে। তার আগে সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এমন দাবি দুই এশীয় দেশের সঙ্গে কানাডার কূটনৈতিক উত্তেজনাকে আরও বৃদ্ধি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও কানাডার এমন দাবি নতুন নয়। এর আগেও ভারত এবং চীনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলেছিল তারা।

ঘটনাচক্রে বর্তমানে কানাডায় ভারত বিরোধী এবং খলিস্তানপন্থীদের কার্যকলাপ নিয়ে একাধিক বার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। অন্যদিকে খলিস্তানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যায় ভারতের হাত থাকতে পারে বলে দাবি কানাডার। পরপর এই ঘটনাগুলো থেকে দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। এরই মাঝে কানাডার নির্বাচনের আগে ফের সে দেশের ভোটে ভারতের হস্তক্ষেপের সন্দেহ প্রকাশ করল দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা।

সিএসআইএস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর অব অপারেশন্স ভেনেসা লয়েডের বক্তব্য, 'বিরোধী রাষ্ট্রগুলো' সে দেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের জন্য কৃত্রিম মেধার ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি করছে। তার মতে, কৃত্রিম মেধা ব্যবহার করে কানাডার আসন্ন নির্বাচনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে চীনের। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, সিএসআইএস-এর ওই কর্মকর্তা বলেন, "কানাডার বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার মতো অভিপ্রায় এবং ক্ষমতা ভারতেরও রয়েছে বলে আমাদের নজরে এসেছে।"

জাস্টিন ট্রুডো কানাডার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনও সে দেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ তুলেছিল অটোয়া। সূত্রঃ রয়টার্স

সপ্তমবারের মতো বেলারুশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন লুকাশেঙ্কো

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ সপ্তমবারের মতো বেলারুশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) তিনি শপথ গ্রহণ করেন।

এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে প্রায় ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি। খবর আনাদোলু এজেন্সির।বার্তাসংস্থাটি বলছে, মঙ্গলবার বেলারুশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সপ্তমবারের মতো শপথ গ্রহণ করেছেন আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় সেরিমোনিয়াল হলে, এটি দেশটির রাজধানী মিনস্কের প্যালেস অব ইন্ডিপেন্ডেন্সের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্থান।অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ১১০০ জনেরও বেশি অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। লুকাশেঙ্কোর আগমনের ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগে বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা এবং প্রেসিডেন্টের পতাকা হলের ভেতরে আনা হয়।পরে সংবিধানের ওপর ডান হাত রেখে লুকাশেঙ্কো শপথ গ্রহণ করেন এবং এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। পরে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান লুকাশেঙ্কোকে আনুষ্ঠানিক সনদ প্রদান করেন।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন

নামাজের সময়সূচী

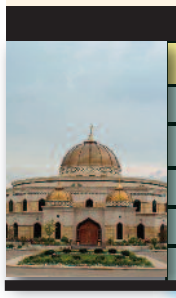

মার্চ	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	০১	০২
ফজর	০৩:৫৪	০৩:৫৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
আসর	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১২	০৬:১২
মাগরিব	০৮:৩০	০৮:২৯	০৮:২৯	০৮:২৯	০৮:২৮	০৮:২৮	০৮:২৮
এশা	১০:০৭	১০:০৭	১০:০৬	১০:০৫	১০:০৫	১০:০৪	১০:০৩

পূজার সময়সূচী

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়

(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

(এছাড়াও প্রতিদিনই পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

লাঙল নিয়ে জাপায় আবার কাড়াকাড়ি

ঢাকা, আবার ভাঙনের মুখে জাতীয় পার্টি (জাপা)। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে বেগম রওশন এরশাদ ও মহাসচিব কাজী মো. মামুনুর রশীদের নাম নথিভুক্ত করতে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনে ১২ নম্বর নিবন্ধত দল হিসেবে নথিবদ্ধ জাতীয় পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও মহাসচিব মুজিবুল হক।

গত বছর দলটির অন্তর্কোন্দলে সম্মেলন করে আলাদা কমিটি ঘোষণা করেছিল রওশনপন্থিরা। পরে স্বীকৃতি চেয়ে আবেদন করলেও তা নাকচ করে নির্বাচন কমিশন। ইসি বরাবর করা আবেদনে মামুনুর রশীদ বলেন, বিগত সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আমরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন আমরা দেশবাসীর আগামী দিনের গণতন্ত্র সুসংহত করার আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতীক বর্তমান নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছি। আবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের পাতানো নির্বাচনের ফাঁদে পা দেওয়া নিয়ে জাতীয় পার্টির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। তখন পার্টির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আনুকূল্য নিয়ে তৎকালীন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের গংরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তখন শেখ হাসিনা তাঁর স্বাক্ষরে জাতীয় পার্টির ২৬ জনকে মনোনয়ন প্রদান করেন। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় পার্টি যখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পার্টির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বেগম রওশন এরশাদ জাতীয় পার্টির বর্ধিত সভা আহ্বান করেন। ২০২৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পার্টির বর্ধিত সভায় সর্বসম্মতভাবে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদেরকে এবং মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুকে তাদের পদ থেকে সাংগঠনিক নিয়মে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ওই বর্ধিত সভায় ২০২৪ সালের ৯ মার্চ জাতীয় পার্টির দশম জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চিঠিতে বলা হয়, সংগঠনের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে যথাসময়েই রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে জাতীয় পার্টির ইতিহাসে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ গণতান্ত্রিক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক এবং বিদেশি কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে বেগম রওশন এরশাদ চেয়ারম্যান, কাজী ফিরোজ রশীদ কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান এবং কাজী মো. মামুনুর রশীদ মহাসচিব নির্বাচিত হন। এ আবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ বলেন, 'আইনগতভাবে এ আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে- গ্রহণযোগ্য নাকি গ্রহণযোগ্য নয়।

'আওয়ামী লিগ' নামে নিবন্ধন চান পার্বতীপুরের উজ্জল

ঢাকা, ২৬ মার্চ : জাতীয় নাগরিক পার্টির সংক্ষিপ্তরূপ এনসিপি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে বাংলাদেশ সিটিজেন পার্টি (বিসিপি)। 'আওয়ামী লিগ' নামে নতুন একটি দল গঠন করে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন পেতে আবেদন করেছেন উজ্জল রায় নামে এক ব্যক্তি। 'আওয়ামী লিগ'-এর আবেদন অনুযায়ী, সোমবার দলটি গঠন করে ওই দিনই উজ্জল রায় নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছেন নির্বাচন কমিশনে। আর প্রতীক হিসেবে চেয়েছেন নৌকা অথবা ইলিশ। দলের কার্যালয় দেখানো হয়েছে ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ। নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী উজ্জল রায় নিজেকে 'আওয়ামী লিগ'-এর সভাপতি পরিচয় দিয়েছেন। দিনাজপুরের পার্বতীপুরের ছেলে উজ্জলের বাবার নাম নরেশ চন্দ্র রায়, মায়ের নাম পারুল রায়। নিবন্ধন চাওয়া এ দলের নামের বানান হচ্ছে 'আওয়ামী লিগ'।

এ বিষয়ে উজ্জল রায় বলেন, 'ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর নিয়ে গঠিত দিনাজপুর-৫ আসনে আমি ভোট করতে চাই। সম্মেলনের আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি। তখন দেখা করতে পারিনি। আমি ওই আসনে নির্বাচন করতে চাই। ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ বলেন, 'একটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য যে আইন ও বিধি আছে, তা পর্যবেক্ষণ করে সমস্ত শর্ত যদি পূরণ করে তাহলে তাকে নিবন্ধন দিয়ে থাকি। শর্ত যদি পূরণ করতে না পারে তাহলে আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারব না।' নতুন দলের নিবন্ধন আবেদনের জন্য ২০ এপ্রিল পর্যন্ত সময় রয়েছে বলে জানান তিনি।

এনসিপি নাম নিয়ে আপত্তি বিসিপির : জাতীয় নাগরিক পার্টির সংক্ষিপ্তরূপ এনসিপি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে বাংলাদেশ সিটিজেন পার্টি (বিসিপি)। বিসিপি মহাসচিব শাহরিয়ার খান আবির তাঁর আবেদনে বলেছেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে। সম্প্রতি পত্রপত্রিকা, সোশ্যাল মিডিয়ায় লক্ষ করা যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টির সংক্ষিপ্ত নাম নিয়ে বহু আলোচনা চলছে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির সংক্ষিপ্ত নাম হওয়া উচিত 'জেএনপি', কিন্তু দেওয়া হয়েছে 'এনসিপি', যেটা সঠিক নয়। কারণ নাম যে ভাষায় লেখা হোক না কেন এর কোনো পরিবর্তন হয় না। এ বিষয়ে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ বলেন, 'আমরা আইন এবং বিধি মোতাবেক পরীক্ষানিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারব।'

সিগারেটের ধোঁয়া ঘিরে ওসমানীতে তুলকালাম

সিলেট, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমারজেন্সি ও ক্যাজুয়ালটি বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগী ও নার্সদের ওপর বহিরাগতদের হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার রাতে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সংঘটিত হামলায় নার্স ও পুলিশসহ চারজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। হাসপাতালের বাইরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়াকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সিলেট নগরীর চৌহাট্টা এলাকায় ইফতারের পর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়াকে কেন্দ্র করে ওসমানী হাসপাতালের কয়েকজন নার্সের সঙ্গে কতিপয় যুবকের মারামারির ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে আহত নার্সরা ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। এর কিছুক্ষণ পর ওসমানী হাসপাতালে আসেন অপরপক্ষের লোকজন। তারা হাসপাতালের ইমারজেন্সি ও ক্যাজুয়ালটি বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগী ও নার্সদের ওপর চড়াও হন। কয়েকজন ব্রাদারকে মারধর করে মহিলা নার্সদের একটি কক্ষে আটকে রাখেন। হাসপাতাল ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা এগিয়ে এলে তারাও হামলার শিকার হন। হামলায় অন্তত চারজন আহত হয়েছেন।

আহত পুলিশ সদস্য সুভাস দাশ বলেন, 'হাসপাতালে মারামারি দেখে আমি এগিয়ে গেলে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে পাবলিক ভেবে আমাকে মারধর করা হয়। আমি এখন আহত অবস্থায় ওসমানীতে ভর্তি আছি।'

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় চৌহাট্টা এলাকায় সংঘর্ষের পর আহতরা এসে ভর্তি হন ওসমানীতে। আগের সংঘর্ষের জেরে বহিরাগতরা ক্যাজুয়ালটি বিভাগে হামলা করে। এ সময় নার্স ও ব্রাদাররা প্রতিহত করতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়।

কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি জিয়াউল হক বলেন, ঘটনার সংবাদ পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ তাৎক্ষণিক ওসমানী মেডিকেলের জরুরি বিভাগে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি।

অফিসার্স অ্যাড্রেস
দেশে কোনো জরুরি অবস্থা জারি করা হয়নি: সেনাপ্রধান

ঢাকা, সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি পেশাদার বাহিনী। সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে সরকার জানে, জনগণও জানে। নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছে; কিন্তু দেশে কোনো জরুরি অবস্থা জারি করা হয়নি।

সোমবার ঢাকা সেনানিবাসের সেনাপ্রাঙ্গণে সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে (অফিসার্স অ্যাড্রেস) তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, সেনাপ্রধান দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নানা ধরনের অপপ্রচার, গুজব, উসকানিমূলক বক্তব্যসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়েও কথা বলেন। ঢাকার বাইরের সেনা কর্মকর্তারা অনলাইন মাধ্যমে এ আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হন।

সূত্র জানায়, কর্মকর্তা ও সৈনিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যে দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেনাবাহিনী কাজ করছে, সেটি দেশ ও জাতি চিরকাল স্মরণ রাখবে। তিনি সবাইকে ধৈর্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যেকোনো উসকানিমূলক বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া না দেখানোর বিষয়ে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, এমন কিছু করা যাবে না, যাতে উসকানিদাতাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়।

ভুল তথ্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছে; কিন্তু দেশে কোনো জরুরি অবস্থা জারি করা হয়নি। অনেকে নানা ভুল তথ্য, অপতথ্য নানাভাবে ছড়াচ্ছে, এতে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। পরিস্থিতি সামলাতে হবে ধৈর্যের সঙ্গে। সেনাবাহিনীর কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেশ ও দেশের জনগণ।

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, সামনে ঈদ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে হবে। যদি কোনো কারণে কোথাও আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়, কঠোরভাবে সেটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

গত সপ্তাহে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের বাংলাদেশ সফরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সেনাপ্রধান বলেন, জাতিসংঘ মহাসচিব শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। ৫ আগস্ট-পরবর্তী পরিস্থিতি যেভাবে সেনাবাহিনী সামলেছে, সে বিষয়েও সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

জাতিসংঘ মহাসচিবের সফরকালে কক্সবাজারে এক লাখ রোহিঙ্গার ইফতার আয়োজনে সহযোগিতার জন্য সেনাপ্রধান রামু সেনানিবাসকে ধন্যবাদ জানান।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর গ্যারি পিটারস সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ বিষয়ে সেনাপ্রধান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর সেনাবাহিনীর কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

জুলাই অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার কথা উল্লেখ করে সেনাপ্রধান বলেন, গত রোববার ঢাকা সেনানিবাসের সেনা মালঞ্চে জুলাই অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীদের সম্মানে ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৫ আগস্টের মতো টেকনিক ব্যবহার করে তরুণরা নির্বাচনে বিজয়ী হবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ঢাকা : ৫ আগস্টের মতো টেকনিক (কৌশল) ব্যবহার করে আগামী জাতীয় নির্বাচনে তরুণদের বড় একটি অংশ বিজয়ী হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে জুলাই আন্দোলনে আহত ও শহীদ পরিবারের সদস্য, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতাদের সম্মানে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে তিনি একথা বলেন।

হাজীগঞ্জের একটি রেস্তোঁরায় এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

এতে নাসীরুদ্দীন বলেন, 'আগামীর ইলেকশন কোনো মাসল পাওয়ারের (পেশীশক্তি) ইলেকশন হবে না, আগামীর ইলেকশনে টাকা বানিয়ে রাজনীতি হবে না, আগামীর ইলেকশনে পোস্টার লাগিয়ে আপনি জিততে পারবেন না। তরুণেরা যেভাবে ৫ তারিখে (আগস্ট) লড়াই করে জয়ী হয়েছিল, তাদের সেই পূর্ণ টেকনিক আবার এই ইলেকশনে ব্যবহার করবে এবং এই ইলেকশনে তরুণদের বড় একটি অংশ বিজয়ী হবে। কারণ, তরুণেরা এটা বুঝে গেছে, কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আসন্ন ব্যালট রেভল্যুশনে কীভাবে তারা পার পাবে।'

স্থানীয় তরুণ-যুবকদের উদ্দেশে এনসিপির এই মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, 'আপনারা ৫ তারিখে যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে হাসিনাকে বিদায় করেছেন, সেভাবে ইলেকশনের চ্যালেঞ্জে আমাদের জয় হবে। কারণ, এই জয় কোনো ব্যক্তি, পরিবার, মাফিয়াতন্ত্রের জন্য চাই না; এই জয় আমরা চাই চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, মাফিয়াতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে।'

এ সময় জাতীয় নাগরিক পার্টির সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক মাহবুব আলম, যুগ্ম সদস্যসচিব মোহাম্মদ মিরাজ মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants
33 YEARS Experienced Year Round Service
Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant

We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.

IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC

167-09 [redacted] Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

২৭ মার্চ ২০২৫, ১৩ চৈত্র বাংলা ১৪৩১

সম্পাদক রতন তালুকদার

সহযোগী সম্পাদক শিকদার হুমায়ন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

মহান স্বাধীনতা দিবস

মহান স্বাধীনতা দিবস আজ। ৫৪ বছর আগে ঘোষিত হয়েছিল এদেশের স্বাধীনতা। সেটা ছিল এক আনন্দের দিন। তবে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস যেমন গৌরবের, তেমনই বেদনারও। অনেক রক্ত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। আজ আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই সব জানা-অজানা শহিদকে, যারা তাদের বর্তমানকে বিসর্জন দিয়ে গেছেন এদেশের ভবিষ্যৎকে সুন্দর করার জন্য। আমরা শ্রদ্ধা জানাই মুক্তিযুদ্ধের সব সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধাকে এবং যারা এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের সবাইকে।

মহাকালের বিচারে ৫৪ বছর খুব বড় সময় নয়। তবে এ সময়ের ব্যবধানে কোনো কোনো জাতির অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার নজিরও আছে। আজ আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন স্বাধীনতার পর আমরা কতটা এগিয়েছি, কী ছিল আমাদের লক্ষ্য ও প্রত্যাশা, পূরণ হয়েছে কতটা। কোথায় আমাদের ব্যর্থতা, কী এর কারণ। স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য যদি হয় ভৌগোলিকভাবে

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডের অধিকারী হওয়া, তাহলে তা অর্জিত হয়েছে। তবে শুধু এটুকুই মানুষের প্রত্যাশা ছিল না। পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে দেশে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তিসহ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশাও ছিল সবার। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের রায় মেনে না নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবি প্রবল হয়ে উঠেছিল বাঙালির মধ্যে। তবে স্বাধীনতার পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলেও তা হোঁচট খেয়েছে বারবার। বজায় থাকেনি এর ধারাবাহিকতা। ফলে আজও প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি গণতন্ত্র। এবার স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপিত হচ্ছে একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ১৬ বছরের গণতন্ত্রহীনতার পর এক নতুন বাংলাদেশে নতুন চিন্তায় পালিত হচ্ছে এবারের স্বাধীনতা দিবস। গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনাই হোক এবারের স্বাধীনতা দিবসের অন্যতম অঙ্গীকার।

আমরা দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর একচেটিয়াকরণ করেছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। অথচ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নানা পর্যায়ে এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে তাদের সবারই অবদান রয়েছে। আজ নতুন প্রেক্ষাপটে এ উপলব্ধি জাগ্রত হোক সবার মনে। আমাদের রাজনীতিতে ঐকমত্যের অভাব ও অসহিষ্ণুতা রয়েছে। অন্তত জাতীয় ইস্যুগুলোয় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন হলেও অতীতের কোনো শাসনামলেই তা দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে দেশের চেয়ে দলের স্বার্থই হয়ে উঠেছে মুখ্য। এ প্রবণতা থেকে সবার বেরিয়ে আসা উচিত।

এটা সত্য যে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার প্রসার, নারী উন্নয়ন, শিশুমৃত্যুর হার কমানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে আমাদের। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হতে যাচ্ছে দেশ। এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। এদেশের মানুষ ধর্মের নামে সহিংসতা সমর্থন করে না। তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে; গড়ে তুলতে হবে রাজনৈতিক ঐকমত্য। সরকারকে মানবাধিকারের প্রশ্নে হতে হবে অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে সব বিভেদ ভুলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সেই ঐক্যের ভিত্তিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো আমরা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হব-এ প্রত্যাশা সবার। স্বাধীনতা দিবসে আমাদের পাঠক, লেখক, শুভানুধ্যায়ীসহ সমগ্র দেশবাসী ও প্রবাসীদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmabhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

উপসম্পাদকীয়

একাত্তরই জাতির পথনির্দেশক

আবু সাঈদ খান

মুক্তিযুদ্ধ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। এটি পূর্বাপর কোনো ঘটনার সঙ্গে তুলনীয় নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, সব আমলেই মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের বয়ানগুলো পক্ষপাতদুষ্ট। যখন যে দল ক্ষমতায় গেছে, তখন তাদের মতো করে মুক্তিযুদ্ধের ন্যারেটিভ দাঁড় করিয়েছে।

স্বাধীনতার পর বেতার-টেলিভিশন খুললে মনে হতো, মুক্তিযুদ্ধ যেন আওয়ামী লীগের একার যুদ্ধ ছিল। তখন বেতার-টেলিভিশন-রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অন্য দল ও ব্যক্তির ভূমিকা স্থান পেত না। অথচ অন্যান্য দলও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ছিল। ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফ্ফর), কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিংহ) ও মনোরঞ্জন ধরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, মণি সিংহ ও মনোরঞ্জন ধর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এর বাইরে সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টিসহ আরও বেশ কিছু বাম সংগঠন মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের মধ্যে একটি র‍্যাডিক্যাল ধারা ছিল, যারা স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করে নতুন দল জাসদ গড়ল; তখন তাদের অবদানও উল্লেখ করা হতো না। তাজউদ্দীন আহমদ যেদিন মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে মন্ত্রিত্ব হারালেন, সেদিনই মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা মুছে গেল!

একাত্তরে বাঙালি অফিসার ও সিপাহিরা সেনা ছাউনি থেকে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এসে প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা করেছিল। তারাই ছিল রণাঙ্গনের মূল শক্তি। স্বাধীনতা-উত্তর তাদের কথাও বেতার-টেলিভিশন বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে শোনা যেত না।

একাত্তরের যুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে সৈনিক-ছাত্র-জনতা অস্ত্র তুলে ধরেছিল। কৃষকের পর্ণ কুটির পরিণত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের দুর্গে। লাখ লাখ নরনারী-শিশু প্রাণ দিয়েছিল; অগণিত নারী ধর্ষণের নির্মম শিকার হয়েছিল; এক কোটি লোক উদ্বাস্তু হয়ে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল; অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংখ্যার কেউ হিসাব রাখেনি। তবে আন্দাজ করা যায়, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারীদের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংখ্যা দুই/তিন গুণ। জনগণের এই গৌরবময় ভূমিকা সব আমলেই উপেক্ষিত।

পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক শাসনামলে অবস্থা বদলে গেল। বেতার-টেলিভিশন-রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের কথা ঘটা করেই প্রচার হতে লাগল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ যে রাজনৈতিক যুদ্ধ; দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নিয়েছিল–সেই ইতিহাস চাপা পড়ে গেল। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ কারও নাম উচ্চারিত হতো না। উচ্চারিত হতো না মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কথাও। মনে হতো, মুক্তিযুদ্ধ ছিল যেন কেবলই সামরিক যুদ্ধ।

বিগত শতাব্দীর আশির দশকে দেশে নানা কারণে ভারত-বিদ্বেষ বেড়ে গিয়েছিল। এ কারণে হোক বা অন্য কারণে; মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর অবদানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হতো। এখনও হয়। এটি অর্থহীন। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভারতের এক শ্রেণির জেনারেল-সাংবাদিক-লেখকের ভূমিকাও অগ্রহণযোগ্য। তারা বিস্মৃত হয়েছেন–ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনী হিসেবে অংশ নিয়েছিল। এসব জেনারেল-সাংবাদিক-লেখক ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধ বলছেন। তারা এও বলছেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা ঢাকায় ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। আসলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর (ভারতীয় বাহিনী) সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল; ভারতীয় বাহিনীর কাছে নয়। এ অপতথ্যের প্রতিবাদ জানাতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সর্বদাই উদাসীন।**(বাকী ২৯ পাতায়)**

ঈদুল ফিতরের সংস্কৃতি

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

ইসলামে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার শিক্ষা ও তাৎপর্য অপরিসীম। ঈদ মানে হচ্ছে খুশি, আনন্দ, উৎসব। ঈদুল ফিতর মুসলমানদের গৌরবময় সংস্কৃতি। শাওয়ালের প্রথম তারিখে পশ্চিমাকাশে নবচন্দ্রের উপস্থিতি ঈদুল ফিতরের আগমনী বার্তা জানান দেয়। বিশ্ব মানবতার কান্ডারী, মুক্তির দিশারী রাহমাতুল্লিল আলামীন কর্তৃক পবিত্র মদীনা নগরীতে উদ্ভাবিত সেই ঈদুল ফিতর আজ বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মুসলমানদের ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তৎকালীন পরিবেশে মদীনায় প্রচলিত জাহেলিয়াতের অমানিশায় নিমজ্জিত কুরুচিপূর্ণ অপসংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলোৎপাটন এবং সাম্য, মৈত্রী ও ভাতৃত্বের এক অনুপম আদর্শপূর্ণ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলাম। এই সংস্কৃতি দুই ঈদে প্রতিফলিত হয়েছে। হাদীস শরীফে ঈদের সূচনা ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে, 'হযরত আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন দেখতে পেলেন মদীনাবাসীরা দুইটি দিবসে খেল-ধুলা ও আনন্দ উৎসব করে থাকে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এই দুই দিনের পরিবর্তে অন্য দুইটি উত্তম দিন দান করেছেন, তা-হলো ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা। হযরত হাসান (রা.) এতে আরো বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেন যে, ঈদুল ফিতর হলো নামাজ আদায় করা ও সাদকা করা। আর ঈদুল আজহা হলো সালাত আদায় করা ও কুরবানীর পশু জবেহ করা অর্থাৎ তোমরা কুরবানীর প্রাণী জবেহ করবে। (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস: ৩৪৩৭)।

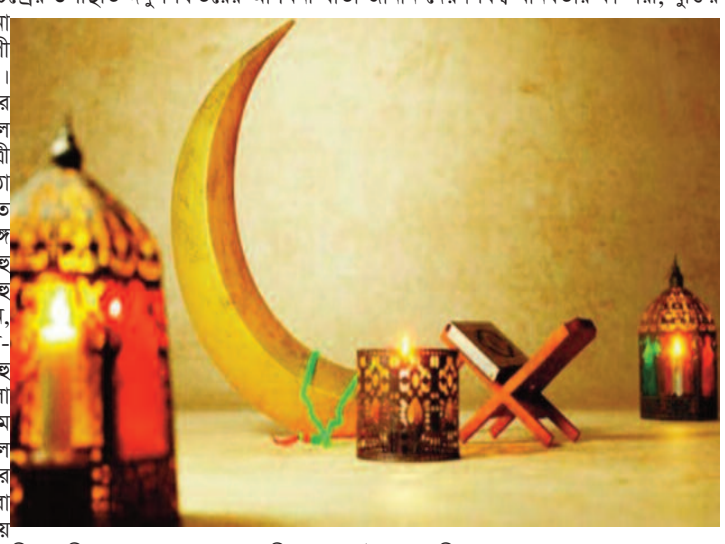

অন্য জাতির উৎসব ও মুসলমানদের আনন্দ উৎসব এক নয়:

মুসলমানদের প্রতিটি কর্ম হতে হবে ইসলামসম্মত। কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত। কুরআন সুন্নাহ ও ইসলামী আদর্শ ও চেতনা বিরোধী কোনো প্রকার অশ্লীল আনন্দ বিনোদন, ইসলাম অনুমোদন ও সমর্থন করে না। সুতরাং এক শ্রেণির তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের শ্লোগান 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এ জাতীয় বক্তব্য ও শ্লোগান ইসলামসম্মত নয়। ইসলাম ধর্মে অনুমোদিত মুসলমানদের আনন্দ উৎসব তাওহীদি চেতনায় উজ্জীবিত। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত। হুব্বে রসূলের প্রেরণায় তেজোদীপ্ত।

মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারায় ঈদের মূল্যবোধ:

ঈদ মুসলমানদের আক্বিদা, বিশ্বাস ও একত্ববাদের চেতনায় হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত। পবিত্রতা ও তাকওয়াভিত্তিক জীবনাদর্শের অনুসরণই মুসলমানদের মুক্তির পাথেয়। খলিফাতু রাসুলিল্লাহ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু আনহুকে নবীজি এ কারণেই বলেছিলেন, 'হে আবু বকর, প্রত্যেক জাতির আনন্দ-উৎসবের দিন আছে আর এটা হলো আমাদের ঈদের দিন' (বুখারী শরীফ, হাদীস : ৯৫২)।

বর্ণিত হাদীসে ইসলামী সংস্কৃতির স্বকীয়তা বিশেষত্ব ও আদর্শ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকের মুসলিম সমাজ নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে। আজকে মুসলিম পরিবারের শিশু, কিশোর, যুবক, যুবতীরা আনন্দ বিনোদনের নামে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীলতায় ভরপুর নাটক, সিনেমা, অশ্লীল সঙ্গীত উপভোগে মত্ত হয়ে নিজেদের আদর্শিক ভিত্তি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিনিয়ত লংঘন করে যাচ্ছে।

ঈদুল ফিতর মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার উপহার:

ঈদুল ফিতর আনন্দের দিন। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাধ্যমে অর্জিত তাকওয়া মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ উপহার। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদুল ফিতর পুরস্কার**(বাকী অংশ ১৭ পাতায়)** প্রাপ্তির দিন। (জামেউল আহাদিস, হাদীস: ৩৯২০৭)।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

কামরুজ্জামান পাভেল

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি শোষণ, বৈষম্য এবং দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম। এ যুদ্ধে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি বাঙালি সেনাসদস্য, পুলিশ, আনসার ও ইপিআর (পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস) প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে।

২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানি সেনারা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকায় বর্বর হামলা চালালে বাঙালি সেনারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহী বাঙালি সেনাসদস্যদের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়, যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল সামরিক বাহিনী। পূর্ব পাকিস্তানে থাকা বিভিন্ন সেনা, পুলিশ, ইপিআর ও আনসার সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন।

বাঙালি সেনারা স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করে বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম আরও কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়, যেখানে প্রতিটি সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখযোগ্য সেক্টর কমান্ডাররা হলেন–মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সফিউল্লাহ, মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত, মেজর মীর শওকত আলী, উইং কমান্ডার বাশার, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর জলিল, কর্নেল তাহের প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধকে আরও গতিশীল ও আক্রমণাত্মক করার লক্ষ্যে মুক্তিবাহিনীর তিনটি ব্রিগেড (জেড ফোর্স, কে ফোর্স, এস ফোর্স) গঠন করা হয়, যারা সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেয়। এই সেক্টরভিত্তিক সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করে। সেক্টর কমান্ডাররা বিভিন্ন আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক কর্মকৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করেন। পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের সমন্বয়ে গেরিলা কৌশল অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। রেললাইন ও ব্রিজ ধ্বংস এবং শত্রুর রসদ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করে ক্রমান্বয়ে পাকিস্তান বাহিনীকে দুর্বল করাই ছিল গেরিলা যুদ্ধের মূল লক্ষ্য।

বিভিন্ন সেক্টরে পুরো দেশকে ভাগ করার উদ্দেশ্যই ছিল শত্রুকে আলাদাভাবে দুর্বল করে প্রতিহত করা। সেক্টর কমান্ডারদের দক্ষ নেতৃত্ব, যুদ্ধের কৌশল ও সামরিক পারদর্শিতা সেনাসহ সবার মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল, যা অতি দ্রুত যুদ্ধে সফলতা এনেছিল। মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ফেনী নদী থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি এবং ফেনী পর্যন্ত ছিল ১ নম্বর সেক্টর। ঢাকা, কুমিল্লা, আখাউড়া-ভৈরব, নোয়াখালী ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল ২ নম্বর সেক্টর, যেখানে নেতৃত্বে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। মেজর কেএম সফিউল্লাহ হবিগঞ্জ, আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্বদিকে কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ ও কিশোরগঞ্জ এবং ঢাকার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ৩ নম্বর সেক্টরে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সিলেট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ৪ নম্বর সেক্টর মেজর সিআর দত্তের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল। ৫ নম্বর সেক্টর ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং সিলেট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে, দায়িত্বে ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। ৬ নম্বর সেক্টর ছিল দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা ও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর নিয়ে; নেতৃত্বে ছিলেন উইং কমান্ডার এম কে বাশার। রাজশাহী, পাবনা, ব্রহ্মপুত্র নদ-তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র বগুড়া, দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চল এবং রংপুরের কিছু অংশ ছিল সেক্টর ৭-এর অন্তর্ভুক্ত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক, সুবেদার মেজর এ রব ও মেজর (পরে লে. কর্নেল) কাজী নুরুজ্জামান। ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর (পরে লে. কর্নেল) আবু ওসমান চৌধুরী কুষ্টিয়া, যশোর, দৌলতপুর, সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলা ও ফরিদপুরের কিছু অংশে যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন। সেক্টর নম্বর ৯: পটুয়াখালী, বরিশাল ও খুলনার কিছু অংশের দায়িত্বে ছিলেন মেজর এম এ জলিল। সেক্টর নম্বর ১০: সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, নৌ কমান্ডো ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ছিল এই সেক্টরের অধীনে। এ সেক্টরে নৌ কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে মিশনে নিয়োজিত থাকতেন, সেই সেক্টরের কমান্ডারের নির্দেশে কাজ করতেন। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা (কিশোরগঞ্জ ব্যতীত) নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নম্বর ১১। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। পরে নভেম্বর পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু তাহের ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (পরে উইং কমান্ডার) এম হামিদুল্লাহ খান।

সেনাবাহিনীর সদস্যরা শুধু সামরিক যুদ্ধই পরিচালনা করেননি; তারা সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহিত ও প্রশিক্ষিত করেছিলেন। মুক্তিবাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনারা গ্রামের তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলেন। সেনারা জনগণের সঙ্গে মিলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ গড়ে স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত সাতজনের মধ্যে তিনজন ছিলেন সেনাবাহিনীর সদস্য; যেমন–ক্যাপ্টেন (বাকী ২৯ পাতায়)

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

যেসব আলামতে চেনা যাবে লাইলাতুল কদর

সাদ আমির

লাইলাতুল কদর অর্থ হলো সম্মানিত রাত, মর্যাদাপূর্ণ রাত। এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাজিল করেছি কদর (মর্যাদাপূর্ণ) রজনিতে। আপনি কি জানেন মহিমাময় কদর রজনি কী মহিমান্বিত কদর রজনি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফেরেশতারা হজরত জিবরাইল (আ.) সমভিব্যাহারে অবতরণ করেন; তাদের প্রভু মহান আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে, সব বিষয়ে শান্তির বার্তা নিয়ে। এ শান্তির ধারা অব্যাহত থাকে উষার উদয় পর্যন্ত।' (সূরা কদর, আয়াত : ১-৫)। অর্থাৎ এ রাতে আল্লাহতায়ালা অধিকসংখ্যক রহমতের ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং সকাল না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে এক অনন্য শান্তি বিরাজ করে। তাই মুসলমানের কাছে লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহর রাসূল (সা.) রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ করতে বলেছেন। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন 'তোমরা রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২০১৭)।

এ হাদিসের আলোকে উলামায়ে কেরামদের কেউ একুশ, কেউ বাইশ, কেউ পঁচিশ, কেউ সাতাশ, কেউ বা আবার উনত্রিশ রমজানে লাইলাতুল কদর হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে সাতাশ রমজানে লাইলাতুল কদর হওয়ার পক্ষে একটি সূক্ষ্ম ও মজার ইঙ্গিত রয়েছে। তা হলো এই যে, আল্লাহতায়ালা গোটা কুরআন শরিফের তিনটি জায়গায় লাইলাতুল কদর শব্দটি উল্লেখ করেছেন এবং লাইলাতুল কদর শব্দটিতে রয়েছে নয়টি অক্ষর। আর নয়কে যদি তিন দ্বারা গুণ করা হয়, তাহলে সাতাশ বেরিয়ে আসে। যার কারণে ধারণা করা হয় লাইলাতুল কদর সাতাশ রমজানে হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কোনো দলিল দ্বারা যেহেতু লাইলাতুল কদর নির্দিষ্ট নয়, বরং রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে তালাশ করতে বলা হয়েছে, সুতরাং সব মুসলমানের উচিত হলো লাইলাতুল কদর তালাশ করা।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, নবি করিম (সা.) বলেছেন, যে রাতটি লাইলাতুল কদরের রাত হবে, তা চেনার কিছু আলামত হলো,

১. রাতটি গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে না। ২. রাতটি নাতিশীতোষ্ণ হবে।

৩. মৃদ বাতাস প্রবাহিত থাকবে। ৪. সে রাতে ইবাদত করে মানুষ অপেক্ষাকৃত বেশি তৃপ্তিবোধ করবে। ৫. কোনো ইমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ স্বপ্নে হয়তো তা জানিয়ে দিতে পারেন। ৬. ওই রাতে বৃষ্টি বর্ষণ হবে।

৭. সকালে হালকা আলোকরশ্মিসহ সূর্যোদয় হবে, যা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি জানতে পারি, কোন রাতটি লাইলাতুল কদর তাহলে তখন কোন দোয়াটি পাঠ করব। তিনি বললেন, তুমি বলো 'আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফা'ফু আন্নী। অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন (তিরমিজি)।

রমজানের শেষ দশক: গুরুত্ব ও ফজিলত (ছবি আছে ইসলাম পিকচার নং-০৪)

বিলকিস নাহার মিতু

রমজান আমাদের জন্য নিয়ে আসে রহমত ও বরকত। রমজানের প্রতি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও শেষ দশকের রয়েছে বিশেষ ফজিলত। রোজার শেষ দশ দিন সম্পর্কে হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'শেষ দশ দিন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবিজি (সা.) ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন এবং পরিবারের সদস্যদেরও সারা রাত জেগে ইবাদত করতে বলতেন।' (সহিহ বুখারি)। অন্য একটি হাদিসে এসেছে, আয়েশা (রা.) বলেন, 'যখন রমজানের শেষ দশক আসত নবি (সা.) তার লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন ও স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতেন) এভাবে রমজান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইবাদত করতেন। রমজানের শেষ দশকের কদরের রাতে নবি করিম (সা.) সবচেয়ে বেশি ইবাদত করতেন, যা অন্য(বাকী অংশ ২৯ পাতায়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

কবিয়াল মদন মোহন আচার্য ও বাংলার কবিগান

যতীন সরকার

প্রকৃত প্রস্তাবে মদন মোহন আচার্যই বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা পূর্ব বাংলার শেষ কবিয়াল। বাংলার মানুষ কবিগান ও কবিয়ালদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থেকে গায়েনের নামের পেছনে 'সরকার' যুক্ত করে দেয়। তাই মদন মোহন আচার্যর পিতৃপ্রদত্ত এই নামটি হয়ে গেছে মদন সরকার। একটি লাঠিতে ভর দিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ অঞ্চলের কবিগানের নিভু নিভু ধারাটিকে একাই বহন করছিলেন।

কবিগানের মঞ্চ তখন অস্তমিত। যোগ্য গায়েনও নেই, বায়নাও নেই। একা একা কবিগান হয় না। মধু সরকার নেই, আবুল সরকার নেই, তাঁর শিষ্য জামধলার ব্রজেন্দ্রনাথ সরকারও তখন লোকান্তরিত।

দীর্ঘায়ু নিয়ে মানুষটির 'কবির লড়াই' করা হয় না। মদন সরকারের কবিত্ব ছিল, কবিত্বের চর্চা ছিল; কিন্তু যোগ্য সহচরের অভাবে কবিগান আর করা হলো না। শেষ জীবনে কাঁসা-পিতলের তৈজসে নাম খোদাইয়ের কাজ করতেন। লাঠিতে ভর দিয়ে জীবিকার তাগিদে এখানে-সেখানে যেতেন।

মানুষকে তাৎক্ষণিক ছন্দে ছন্দে কবিতা শোনাতেন। মূলত টপ্পাই বলতেন। তাঁকে মাঝে রেখে মগ্ন জনগণ হাততালি দিত। কিছু উপার্জনও হতো। অসহায়, দারিদ্র্যময় জীবন ছিল তাঁর।

আমি যথাসম্ভব তাঁর পাশে থেকেছি। তাঁকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছিলেন সাংবাদিক কুন্তল বিশ্বাস।

'বাংলাদেশের কবিগান' বইটি লেখার সময় আমি সম্পূর্ণভাবে মদন সরকারের ওপর নির্ভর করেছি। আমি তখন ময়মনসিংহে থাকি। কবিগান সম্পর্কে যখন লিখব ভেবেছি, তখনই মাথায় এসেছে মদন সরকারের নাম। শৈশবে তাঁকে দেখেছি। কবিগানও শুনেছি। আমাদের রামপুরে, চন্দপাড়ার কালিমন্দিরে, চন্দনকান্দির চৌধুরীতে প্রচুর কবিগান শুনেছি। আমাদের লোকেরা বলে 'কবির লড়াই'। মধু সরকার, আবুল সরকার, মদন সরকার–এই তিন কবির সরকারের গানই আমি বেশি শুনেছি। আরো হয়তো অনেকের গানই শুনেছি–এখন আর মনে নেই। সবচেয়ে বেশি মনে আছে মধু সরকার ও আবুল সরকারের কথা। এখন বই লিখতে গিয়ে মনে হলো, মদন সরকারের অভিজ্ঞতাই কাছে লাগাই। তিনি আমার ময়মনসিংহের বাসায়ও এসেছেন। আমার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ মানুষ, নিজেরাই নিজেদের খাবার রান্না করেন; কিন্তু আমার স্ত্রীর রান্নাও তিনি খেয়েছেন।

মদন সরকারের জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই এ অঞ্চলের কবিগান সম্পর্কে ধারণা নিয়েছি। এ অঞ্চলের কবির সরকাররা কিভাবে কবির লড়াই চালিয়ে থাকেন। দুজন সরকারের নেতৃত্বে আসরে এসে দুটি দল মুখোমুখি বসে। কবি লড়াইয়ে নামেন। প্রথমেই সরকারদের কেউ আসরে আসেন না, দলের অন্য গায়েনরা আসরে ওঠেন। তাঁরা এসে 'ডাকসুর' ও 'মালসী' গান করেন। এগুলো বন্দনামূলক গান। পল্লীর সব ধরনের গানের আসরেই কোনো না কোনো ধরনের বন্দনা গাওয়ার রীতি আছে। বন্দনা দিয়েই হয় সব ধরনের পালাজাতীয় গানের উপক্রমণিকা। দুই দলের ডাক-মালসী গান গাওয়া হয়ে গেলে এক দলের গায়করা আসরে এসে বিপক্ষ দলের উদ্দেশে রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক সখীসংবাদের 'দূতীসংবাদ', 'মাথুর' কিংবা 'মান'–এই ধরনের কোনো গানের 'চাপান' দেন। দ্বিতীয় দলের সরকার এর জবাবে একটি গান বেঁধে দেন এবং সেই গানটি তাঁর দলের লোকেরা আসরে পরিবেশন করেন। এরপর নিজেরা আবার আরেকটি গানের চাপান দিয়ে দেন। এমনি করেই চলতে থাকে গানের লড়াই।

প্রথম চাপানের পরই দলের সরকার উঠে আসেন লড়াইয়ের মূল সেনাপতি হিসেবে। তিনি প্রথমেই নিজের একটা পরিচয় ঘোষণা করেন। যেমন–এক সরকার এসে জানালেন যে তিনি 'হনুমান', বিপক্ষ দলের সরকারকে তিনি আখ্যা দিলেন 'রাম' বলে। 'হনুমান' হয়েই তিনি 'রাম'কে কবিতা বা গানের যুদ্ধে আহবান করলেন একটি টপ্পার মাধ্যমে। টপ্পা শেষে ছড়া, পাঁচালি ও পয়ারের মাধ্যমে নিজের কথাই তুলে ধরেন হনুমান। কথা শেষে প্রথমবারের মতো মঞ্চ থেকে বিদায় নেবেন প্রথম পক্ষের কবির সরকার।

প্রথম পক্ষের কথা শেষে মঞ্চের আসরে আসবে দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ 'রাম'। দ্বিতীয় পক্ষের কবির সরকার আসরে এসে রাম হয়ে একইভাবে হনুমানের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবেন। জবাব দিয়ে কবির সরকার আসর থেকে নেমে যাবেন। তারপর আবার প্রথম পক্ষের সরকার একইভাবে টপ্পা, ছড়া, পাঁচালি, ত্রিপদী, পয়ারের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উত্তর দিয়ে যাবেন, প্রতিপক্ষকে নতুন নতুন প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করবেন। এভাবে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে অগণিত ওঠানামায় চলে কবির লড়াই।

কল্পনায়, সংলাপে তাৎক্ষণিকভাবে কবির সরকাররা এভাবেই আসর মাতিয়ে রাখতেন। তাঁরা যে গান ও আখ্যান পরিবেশন করতেন তা শ্রোতাদের কল্পনা ও বিচারশক্তিকেও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিত। কোনো কোনো সময় কবির পাল্লা একটানা একাধিক দিন ধরে চলত। পাল্লা শেষ হতো দুই সরকারের যোটক বা জুড়িগানের মধ্য দিয়ে। যে চরিত্রদের নিয়ে কবিগানের মূল পালা পরিবেশিত হয়, জুড়িগানের সেই চরিত্রদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েও যেমন কবির পাল্লা শেষ হতে পারে, তেমনি পাল্লাবহির্ভূত অন্য বিষয় ও চরিত্রের উপস্থাপনা করেও জুড়িগান হতে কোনো বাধা নেই। জুড়িগানের দুই কবির সরকার একই সঙ্গে আসরে আসেন, দুটি ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে রচিত সংগীত সংলাপ দিয়ে ঘটান তাঁর দ্বন্দ্বমধুর সমাপ্তি।

মূলত পূর্ব বাংলার কবিগানের রূপরীতি, ধরন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করেছি মদন সরকার থেকে। মদন সরকার না হলে আমি 'বাংলাদেশের কবিগান' বইটি লিখতে পারতাম না। কবিগানের ঐতিহ্যিক অন্দরমহলে কোনোভাবেই প্রবেশ করতে পারতাম না।

দুই.

গানে ও কবিতায় ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাঞ্চলের রয়েছে নিজস্ব ধরন ও বৈচিত্র্য। গ্রামসমাজের কাঠামোর মধ্যে অত্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এই অঞ্চলের জীবনযাত্রা। উনিশ শতকের শেষ দিকেও এখানে আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বাইরের সাংস্কৃতিক প্রভাব এখানে যে একেবারেই পড়েনি, তা অবশ্যই নয়। তবে সেই প্রভাব মোটেই প্রত্যক্ষ ছিল না। বাইরের ক্ষীণ ও পরোক্ষ প্রভাবকে আত্মস্থ করেও এই অঞ্চলের সংস্কৃতি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ছিল। নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশী দাস থেকে মনসুর বয়াতি পর্যন্ত পল্লীকবিরা তাঁদের লোকজ পরিম-ল থেকেই কাব্যের উপাদান, ঐতিহ্য ও কলাবিধি গ্রহণ করেছেন। পল্লীতে এঁদের সাধনার ধারার খরস্রোত প্রবাহিত ছিল বিংশ শতাব্দীরও তিন-চার দশক পর্যন্ত। এ ধারারই স্বাভাবিক পরিণতিতে এই অঞ্চলের কবিগানের উদ্ভব ও বিকাশ।

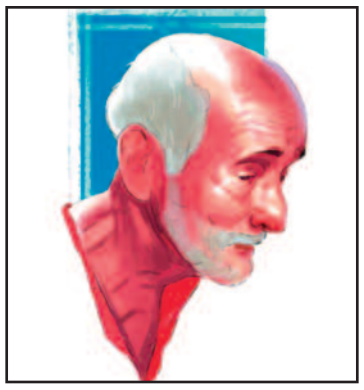

অনেকেই মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণে এ অঞ্চলে কবিগানের প্রবেশ–এমন ধারণা অমূলক। বরং পশ্চিমবঙ্গের কবিগান থেকে এই অঞ্চলের কবিগান অনেক প্রাচীন। তবে তর্কভিত্তিক এ ধরনের তাৎক্ষণিক গান এ অঞ্চলে কবিগান হিসেবে পরিচিত ছিল না–এ কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কবিগান উদ্ভবের পর পূর্ব বাংলায় পূর্ব থেকে প্রচলিত এ ধরনের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক ও তাৎক্ষণিক সংগীতে রূপের প্রসঙ্গ ও প্রকরণে ব্যাপক পরিবর্তন যে এসেছিল–এমন অনুমান করা যেতে পারে। 'কবিগান' নামটিও হয়তো পশ্চিমবঙ্গ থেকেই নেওয়া। পূর্ব বাংলার কবিগানের আঙ্গিক-কাঠামোতেও কিছু কিছু পশ্চিমবঙ্গীয় ছাপ পড়েছিল; কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গীয় অনেক পারিভাষিক শব্দ পূর্ববঙ্গীয় শব্দকে স্থানচ্যুত করে ফেলে এবং সমগ্র বিষয়টিকেই পশ্চিমবঙ্গজ বলে মনে হতে থাকে এবং এরই মধ্যে চাপা পড়ে যায় বাংলাদেশের কবিগানের জন্ম-পরিচয়।

কবিগানের উদ্ভবকাল সম্পর্কে বিজয় নারায়ণ আচার্য বলেছেন, "বর্তমান সময়ের মতো ঢোল-কাশী সংযোগে কবিগান করা হইত না। তখন খোল, করতাল আর বেহালার প্রচলন ছিল। এখনকার মতো তখন কবিগানে ছড়া-পাঁচালি এত অতিমাত্রায় হইত না; কেবল

দলের বিশ্রামের জন্য দু-চার কথা বলা হইত মাত্র। এখন যেমন কথার কাটাকাটি হয়, চালাকি-চাতুরী প্রদর্শন করা হয়, কৌশলপূর্ণ উত্তর করিয়া 'বাহাবা' লওয়া হয়, তখন তা না হইয়া কেবল গান, গানের জওয়াব, টপ্পা, টপ্পার জওয়াব হইত। ইহাতেই কবিগণের কৃতিত্ব প্রকাশের স্থল বহুবিস্তৃত ছিল।" তাই বলা যায়, উদ্ভব থেকে ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে কবিগানের এই রূপায়ণ। আবহমান কালের লোকসংস্কৃতির বাঁধন ও মগ্নতা নিয়েই এ অঞ্চলের কবিগানকে গায়েন সরকাররা বহন করে যাচ্ছিলেন।

ভূমির বৈচিত্র্য এবং সমাজবোধের প্রেক্ষিতই এই অঞ্চলের কবিগানকে সমৃদ্ধ করেছে। মোটকথা বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি ও কলাবিধি–সব দিক দিয়েই এই অঞ্চলের কবিগানের বিষয়, গায়কি ও সারল্যে একটা উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের কবিগানের রূপ-রীতি-কলাবিধির সঙ্গেও এ অঞ্চলের গান ও গায়েনের স্পষ্ট পার্থক্য আছে। এ সম্পর্কেও বিস্তারিত ও বিশদ অনুসন্ধান প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে তর্কভিত্তিক এই গানের রচয়িতাদের বলা হয় 'কবিওয়ালা' কিংবা 'কবিয়াল', কিন্তু এই অঞ্চলে কখনোই 'কবিয়াল' ডাকা হয় না। এই তো বটেই, এমনকি উনিশ শতকেও বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলেই 'কবিয়াল' বা 'কবিওয়ালা' শব্দটি পর্যন্ত প্রচলিত ছিল না। কবিয়ালরা এখনো 'সরকার' নামে পরিচিত। 'সরকার' শব্দটির আভিধানিক বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা-ই হোক না কেন, যারাই কিছু লেখাপড়া করে কিংবা হিসাবপত্র রাখতে জানে, বাংলাদেশের গ্রামের লোকের কাছে তারা সবাই সরকার। এ কারণে মহাজনের গদিতে হিসাবের খাতা কিংবা জমি বিক্রির দলিল লেখে যারা, তারাও সরকার। বিশেষ লেখাপড়া না জেনেও আত্মপ্রচারের জন্য যারা লেখাপড়া জানার ভান করে, তাদের উদ্দেশে গাঁয়ের লোকেরা ছড়া কাটে, বিদ্যাবুদ্ধি নাই শালার/কানের চিপাৎ কলম থুইয়া নাম জানায় সরকার। কবিয়ালরা নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম, পুরাণ-কাহিনি ও ধর্মের নানা কথা তাঁরা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন, আসরে উঠে তাৎক্ষণিক পদ্য ও গান রচনা করেন, উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে প্রতিপক্ষকে বাকযুদ্ধে ঘায়েল করতে পারেন–এ সবই গ্রামের লোকদের কবিয়ালদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে বলে কৌলিক পদবি নির্বিশেষে সব কবি-য়ালই 'সরকার' আখ্যায় ভূষিত। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত 'কবিওয়ালা' ও 'কবিয়াল' অভিধাটির মধ্যে একট অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব লুকিয়ে আছে। সবাই জানেন, বাংলা ভাষার 'ওয়ালা' বা 'আল' প্রত্যয় মোটেই সম্ভ্রমবোধক নয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'ফেরি-ওয়ালা', 'দুধওয়ালা', 'কয়লাওয়ালা', এমনকি 'বাড়িওয়ালা' শব্দের মধ্যেও এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাবটি গোপন থাকে না। উনিশ শতকের কলকাতা নগরীর উঠতি ধনিকরা কবিগানকে যেমন তাদের বিকৃত রুচির বাহন করে তুলেছিল, তেমনি এই গানের শিল্পীকেও 'কবিওয়ালা' বা 'কবিয়াল' নাম দিয়ে অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত করে ফেলেছিল। সেদিক দিয়ে পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জনসাধারণ তাদের একান্ত প্রিয় কবি-গায়েনদেন 'সরকার' আখ্যা দিয়ে এই শিল্পধারা ও শিল্পের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার ভাবটিই প্রকাশ করেছে।

কবিয়ালরা অত্যন্ত কষ্টকর ও দারিদ্র্যময় জীবন যাপন করতেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাঁদের ছিল না। দারিদ্র্যের জন্যই সামান্য অক্ষরপরিচয়ের বেশি বিদ্যা শিক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাধনা ও নিষ্ঠায় তাঁরা ছিলেন অবিচল। 'জীবন মন্থন বিষ' নিজেরা পান করে জনগণের জন্য 'অমৃত' পরিবেশন করেছেন বাংলার প্রান্তিক কবিয়ালরা। আমার পাশের গ্রামের কবিয়াল তারাচাঁদের কথাই ধরুন। বাংলা ১২৪৭ সনে কিংবা ইংরেজি ১৮৪০ বা ১৮৪১ সালে নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানার রামপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৬-১৭ বছর বয়সে বসন্ত রোগে **(বাকী অংশ ২৯ পাতায়)**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কাজটা ঠিক হয় নাই!

সাঈদ তারেক

যতই বাহবা সাবাসী দেওয়া হোক, কাজটা ঠিক হয় নাই। রাজনীতি করতে নেমেছে। রাজনীতি কূটনীতিতে কিছু ব্যাসিক নর্মস মেইনটেইন করতে হয়। অনেক কথা হয়, অনেক শলা পরামর্শ হয়, গোপনে প্রকাশ্যে নানা ধরনের বৈঠক হয়। এর মধ্যে কিছু থাকে একেবারেই কনফিডেন্সিয়াল। সমঝোতা হোক বা না হোক এ সবের বিষয়বস্তু গোপনই রাখতে হয়। এটা হচ্ছে শিস্টাচার। এই শিস্টাচার কোন লিখিত কিছু থাকে না, এটা এক ধরনের রীতি। এই শিষ্টাচার যখন কেউ ভঙ্গ করে তার ক্রেডেবিলিটি নষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বস্ততা উঠে যায়। অবিশ্বস্ত লোক কখনও আর কারও আস্থাভাজন হতে পারে না। সোস্যাল মিডিয়ায় দেখলাম একেবারে প্রশংসার তুফান বইছে। সাহসী সৈনিক, বীর পুরুষ, ইতিহাসের হিরো। নিজ দেশের সেনাবাহিনীকে হেয় করা কোন বীরত্বের কাজ না, এটা এক ধরনের বেকুবি। ছেলেরা রাজনীতিতে নতুন নেমেছে। যদি শুধরে না নেয় এই বেকুবির মূল্য খুব শীগগিরই তাদেরকে দিতে হবে।,

এরা জুলাই বিপবের নায়ক। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। কোন সন্দেহ নাই। নতুন প্রজন্ম। তরুন যুবক। স্বভাবতই এদেরকে নিয়ে আমাদের বিরাট আশা। নতুন রাজনীতি তৈরী করবে, সমাজ পরিবর্তনে অগ্রনী ভুমিকা রাখবে। কিন্তু শুরু করতে না করতেই যদি চোরাবালিতে পা দিয়ে বসে, ডুবতে বেশী সময় নেবে না। নতুন বলে ধারনা নাই রাজনীতির পথ খুবই পিচ্ছিল। নানা খানাখন্দ ফাঁদ চোরাবালি। একবার স্খলিত হলে শুধু রাজনীতি না ক্যারিয়ারও শেষ।

নিজ দেশের সেনাবাহিনীর সাথে কেউ কখনও বৈরীতা করে না। এই প্রতিষ্ঠানটাকে সবাই বিতর্কের উর্দ্ধে রাখতে চায়, ভালবাসার জায়গায় দেখতে চায়। ভিনদেশে বসে ইউটিউবে যারা উঠতে বসতে সেনাবাহিনীর শ্রাদ্ধ করে তাদের কথা ভিন্ন। ওদের কোন দায়বদ্ধতা নাই। কিন্তু দেশে যারা রাজনীতি করে, দেশ দিয়ে ভাবে, তাদেরকে সকল পক্ষের সাথে ভাল সম্পর্ক রেখেই চলতে হয়। আমাদের সমাজটাই ইনক্লুসিভ। এখানে একান্নবর্তী পরিবারের মত একান্নবর্তী সমাজ। সবার সাথেই সবার আত্মীয়তা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। পরিবারে এক ভাই আওয়ামী লীগ করলে অন্যভাই করে বিএনপি। আর এক ভাই হয়তো জামাত। একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসে। এখানে রাজনীতি গৌন হয়ে যায়। এটাই আমাদের কৃস্টি। বৈশিষ্ট্য। ছেলেটা কথিত বৈঠকের কথাবার্তা ফাঁস করে ব্রীচ অফ ট্রাস্ট করেছে। এতে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও নষ্ট হয়েছে। তারপরও আমি চাই না এর জন্য কোন ব্যবস্থার মুখোমুখি হোক। শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ুক।

তবে কথাটা হচ্ছে, ঘটনা ঘটার দশ দিন পর কেন ব্যপারটা প্রকাশ্যে আনতে হলো। এই দশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেছে। তাত্বিক গুরুর সাথে শলা-পরামর্শ করেছে। এবং অবশেষে গুরু সিদ্ধান্ড় দিয়েছেন এটা পাবলিক করা দরকার। কিন্তু কেন! ছেলেরা না হয় পলিটিক্সে নতুন গুরু তো পোড়খাওয়া ঝানু মাল। কোন উদ্দেশ্যে তিনি আর্মির সাথে ছেলেদের এই বিবাদটা বাঁধিয়ে দিলেন! এরা বিপব করেছে। স্বৈরাচার হটিয়েছে। মব তৈরী করে রাস্তায় মিছিল মিটিং পুলিশের সাথে পিটাপিটি ভাংচুর জ্বালাও-পোড়াও ছাড়া আর কোন ক্রেডেন্সিয়ালটা এদের আছে! আর এক উস্কানীদাতা হুমকী দিয়েছে জেনারেল ওয়াকারকে জয় বাংলা করে দেবেন। কিভাবে। ছেলেদেরকে দিয়ে! বুলডোজার ভাড়ার টাকা যোগান দিয়ে! এইসব গুরুরা কি তাহলে চাইছেন ছেলেদেরকে আর্মির প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে! ফাইট করাতে! কোন একজনকে বলতে শুনলাম স্বৈরাচার তাড়িয়েছি প্রয়োজনে আন্দোলন করে ওয়াকারকেও হঠাবো! এত সোজা! স্বৈরাচার বিদায় হয়েছে শেষ মূহুর্তে ওয়াকার বন্দুকের নল ঘুড়িয়ে ধরেছিলেন বলে। এখানে কে কার দিকে বন্দুক তাক করবে! মব সৃস্টি করে? মব গিয়ে ক্যান্টনমেন্টে হামলা করবে! ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নেবে! তারপর তালিবানদের মত সরকারে বসে যাবে!

এইসব বুদ্ধি যাদের মাথায় তাদেরকে বলা হয় এনার্কিস্ট। হতাশা থেকে এরা সবকিছু ধ্বংশ করে দিতে চায়। এরা কোন দেশ জাতির জন্য ভয়ংকর। ছেলেরা আজ যতটুকু রাজ করছে প্রিভিলেজ পাচ্ছে তা সরকার দিচ্ছে বলে। এখানে জেনারেল ওয়াকারও সরকারের বাইরে না। নুতন দল করেছে সরকার সম্পূর্ণ সহযোগীতা করে যাচ্ছে। কাল যদি দুই উপদেষ্টাকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়! যদি পুলিশ প্রটেকশন গাড়ী হেলিকপ্টার তুলে নেয়! ডিসি এসপিদেরকে বলে দেয় কোন বিশেষ সুবিধা না দিতে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! মব তৈরী করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে! সেই দিন কি এখন আছে! পুলিশ তক্কেতক্কে আছে প্রশাসন সুযোগের অপেক্ষায়। আওয়ামী লীগ জাতশত্রু জাতীয় পার্টিও প্রতিপক্ষ। বিএনপির সাথেও বাধাবাধি। ওদিকে ভীষন রকম বাড়াবাড়িতে পাবলিক বিরক্ত। মাঠে নামলে ইলিয়াসের কথাই না সত্য হয়ে যায়, এরা রাস্তাঘাটে টোকাইদের হাতেই ধোলাই খাবে!

রাজনীতি এত সহজ না বাবারা! এখানে হিসাব করে কথা বলতে হয়, বুদ্ধি করে পথ চলতে হয়। তরতর করে হয়তো বেড়েওঠা যায়, কিন্তু সামান্য ভুলে একেবারে পপাত ধরনীতল হতেও সময় লাগে না। কিং মেকার গেম চেঞ্জার হওয়ার বয়স সময় অভিজ্ঞতা এখনও হয় নাই। সব কিছুই তোমরা করে ফেলতে পারবে না। কাল দেখলাম দুই উপদেষ্টার এক সাম্প্রতিক কললেকর্ড ফাঁস হয়েছে। সেখানে নবীন উপদেষ্টার কণ্ঠে অসহায়ত্বের সুর। এটা কোন ভাল মেসেজ না। ছেলেদের ওপর মানুষের অনেক আশা ভরষা জন্মেছিল। কিন্তু হঠাকারিতা ইম্মেচিউরিটি এ্যাডভাঞ্চিরজমের কারনে যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, সেটা হবে দূর্ভাগজনক।

লেখকঃ সাঈদ তারেক, সিনিয়র সাংবাদিক ও টেলিভিশন ব্যাক্তিত্ব। নিউইর্য়ক

দেশে গৃহযুদ্ধের আলামত! দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর ভূমিকা কী ?

রতন তালুকদার

হাসনাত আবদুল্লাহর একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দেশের ছবি বদলে দিতে পারে। সব মহলে তোলপাড়। তবে কি এই সরকারের ভিত্তি নড়বড়ে?

প্রায় আট মাসেও অন্তবর্তীকালীন সরকার চমক আনতে পারেনি। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের অর্জন অনেকাংশেই ম্লান। ড. ইউনূসের ইশারায় গঠিত ছাত্রদের দলেও গণ্ডগোল, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের মাঝে সমন্বয়ের অভাব। শুরু হয়েছে নিজেদের মাঝে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, অর্থের ভাগাভাগি আর ক্ষমতার লড়াই এবং সম্পর্কের দূরত্ব।

সেনাবাহিনী নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, সেনাপ্রধান ও প্রধান উপদেষ্টার মাঝে দূরত্ব ক্রমেই চওরা হচ্ছে। ছাত্র উপদেষ্টা ও নতুন দলের ছাত্র নেতাদের পরস্পরের মাঝেও সন্দেহ, রহস্যজনক অবস্থান। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অনিদৃষ্টকাল থাকার দিবাস্বপ্ন দেখছে। নির্বাচন নিয়ে কালক্ষেপণ। বিএনপিকে দূরে রাখতে পুলিশের ভঙ্গুর অবস্থার অভিযোগে নির্বাচন পেছানোর উছিলা খুজঁছে তারা।

দেশের ইসলামি দলগুলির মাঝে বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে, জামায়াতের সাথে ইসলামি ঐক্যজোট সহ অন্যান্য দলের মাঝে নির্বাচন, রাজনীতি ও আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ নিয়ে দোলাচল, বিভিন্ন ওয়াজে, জলসায়, সিরাত সম্মেলন সহ ইসলামি দোয়া মাহফিলেও পর্যন্ত মারামারি হাতাহাতি আজ খবরের শিরোনাম হচ্ছে।

ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দলটি চায় না দেশে আওয়ামীলীগ রাজনীতি করুক। ৭৫ বছরের পুরনো একটি ঐতিহ্যবাহী ও স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বকারী দলকে নিষিদ্ধ করতে হবে এমন দুঃসাহস ছাত্রদের হলো কোত্থেকে। শেখ হাসিনার ১৬ বছরের স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্ট আচরণে তার লজ্জাজনক পলায়নের মাধ্যমে শাস্তি হলো, শেখ হাসিনা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু আওয়ামী লীগ দল হিসেবে নয়। এই বৃহৎ রাজনৈতিক দলের তৃণমূল পর্যন্ত অনেক সৎ ,দেশপ্রেমিক ও ত্যাগী নেতাকর্মী রয়েছে।

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ নিয়ে ছাত্রনেতারা বাড়াবাড়ি করার কারণ ২৪'এর ছাত্র-বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী নাহিদ-সারজিস-হাসনাতরা রাজনীতি করে নেতা হয়নি। ওরা নেতা হয়েছে একটি অরাজনৈতিক আন্দোলন অর্থাৎ কোটা সংস্কার থেকে শেখ হাসিনার বিদায় পর্যন্ত। ওদের আচরণ দেখলে মনে হয় উপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সেই উক্তি "তের-চৌদ্দ বছরের ছেলেদের মতো এমন বালাই আর নেই"। পোলাপানদের জন্য আরও বলা যায়, হঠাৎ বড়লোক হলে মানুষ যেমন অস্বাভাবিক আচরণ করে ঠিক তেমনি নাহিদ-সারজিস-হাসনাতরা করছে!

এদিকে দেশের বাইরে ইউরোপ-আমেরিকায় বসে কতিপয় অসৎ দুর্নীতিবাজ ইউটিউবার মনের মাধুরি মিশিয়ে মিথ্যা-বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর এবং কুরুচিপূর্ণ ভাষায় বগবগ করছে। ওরা দেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদী ও কোমলমতি ছাত্র-যুব মগজ ধোলাই-এর চেষ্টা করছে। এইসব ইউটিউবাররা দেশপ্রেম থাকলে দেশের মাটিতে বসেই বেশ্যার মতো চিৎকার করতে পারতো!

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি টলমল, ওরা নিজেদের মাঝেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পরতে পারে, ধর্মান্ধরাও যুদ্ধংদেহী রূপে বিরাজমান। এসব গৃহযুদ্ধের আলামত নয় কি? আমাদের দেশকে পাকিস্তান-আফগানিস্তান বানানোর জন্য ওরা লড়ছে।

দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী জাতির এই দুর্যোগের হাল ধরুন, দেশকে গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচান। সাধারণ মানুষ অশান্তি চায় না, ওরা নিরাপদ থাকতে চায়, শান্তি চায় ।

রতন তালুকদার ঃ সম্পাদক , সাপ্তাহিক জন্মভূমি , নিউইর্য়ক

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

সাহিত্য

বাংলাদেশ
মোহাম্মদ দ্বীন ইসলাম

আমাদের আছে একটি দেশ, বাংলাদেশ
যার ইতিহাসের পাতায় লেখা হাজারো বছর।
গৌরবময় সে দিনগুলি আজও স্মৃতিতে জাগ্রত
লাল-সবুজ পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে নতুন ভোরের
স্বপ্ন দেখে এ দেশের মানুষ।

এই মাটি, আমাদের মাটি- রক্তে ভেজা
যেখানে কৃষকের হাতের শস্যের সোনালি হাসি,
হেমন্তের হাওয়ায় গড়ে তুলে ফসলের ঢেউ
বাহার হয়ে আসে চারদিকে ছড়ানো সবুজের কবিতা।

প্রকৃতি এখানে বর্ণিল রূপে মিশে যায় নদীর তীরে
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার জল রৌদ্রের আলোয় ঝিকিমিকি,
কখনো কালবৈশাখীর রুদ্ররূপে লন্ডভন্ড এই ভিটেমাটি
আবার কখনো বর্ষার বৃষ্টি আনে প্রাণের স্রোত।

বাংলার মানুষ, তাদের ভালোবাসা ধন্য, ধন্য তাদের জীবন
তাদের মুখে হাসির রোদ্দুর, চেনা পথের ধুলোতে পায়ের ছাপ,
সাধারণ জীবনের গভীরতায় লুকিয়ে আছে এক অদ্ভুত
অসাধারণ সৌন্দর্য
যা খুঁজে পায় তারা গাছপালা, ফুলফল, নদী ও মাটির
থেকে।

আমার মাটি, আমার পতাকা, আমার ভাষা সবই রক্তের দামে কেনা,
যেখানে প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে বীরের বীরত্ব আর রক্তের দাগ।
হে আমার সার্বভৌমত্বের দিকে চোখ বাঁকা করে তাকানো শত্রু,
শুনে নাও, এ জাতি কোনোদিনও মাথা নত করতে শেখেনি।

আজো আমরা বেঁচে আছি আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং গৌরব নিয়ে,
মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলি, যা আদায় করেছি বুকের রক্ত দিয়ে।
আমাদের হৃদয়ে আজও জ্বলে সেই একুশের আগুন,
যা চিরকাল তাজা রাখবে আমাদের মাতৃভাষার সম্মান।

বিরহ এখানে অশ্রু নয় শুধু, এক জীবন্ত ইতিহাস
যুদ্ধ আর সংগ্রামে বোনা সেই শিকড়ের টানে,
একাত্তরের বিজয়গাথা গর্জে উঠে আমাদের কণ্ঠে
আর মা-বোনের ত্যাগের কাহিনী যেন অনন্ত কালের গৌরবগাঁথা।...

বাংলাদেশ, তুমিই আমাদের ভালোবাসার উৎস
যেখানে যুগে যুগে জন্ম নিয়েছে সাহসী কবি, শক্তিশালী বীর, জ্ঞানী-মনিষী,
এই বাংলার বুকে তারা রচনা করেছেন ইতিহাস
বাংলাদেশের মাটিতেই তারা পেয়েছেন শাশ্বত আশ্রয়।

আমাদের আছে একটি দেশ- বাংলাদেশ
যার প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি নদী, প্রতিটি হৃদয়-
গল্প বলে আমাদের, ভালোবাসা-বিরহ আর বীরত্বে মোড়া
একটি দেশের, যার সৌন্দর্য অনন্ত, যার বুকে আমরা বসবাস করি।

যাকে আমরা মায়ের মতো স্নেহে আগলে রাখি কোটি কোটি বাঙালি,
যাকে আমরা আদর করে মা বলে ডাকি।
যাকে আমরা সম্মান ও শ্রদ্ধা করে বাংলাদেশ বলি!
আমাদের আছে একটি দেশ, বাংলাদেশ!!

স্বাধীন স্মৃতি
মাহবুব-এ-খোদা

দেশের জন্য জীবন দিলো
বীর বাঙালি হেসে,
মার্চ এলে সেই স্মৃতিগুলো
আবার ওঠে ভেসে।
শতকষ্ট সইলো হৃদে
পাক তাড়ানো তরে,
দুখিনী মা আঁচল পেতে
দোয়া মাঙ্গে ঘরে।
পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ
পাক-হানাদার হাসে,
ভাইয়ের সামনে বোনের সম্ভ্রম
ছিনিয়ে নিতে আসে।
স্বৈরাচারের নির্যাতনে
লাঠিসোঁটা হাতে,
বীর বাঙালি যুদ্ধ করে
সকাল-দুপুর-রাতে।
অবশেষে স্বাধীনের স্বাদ
সোনার বাংলা পেল,
লাঞ্ছিত আর বঞ্চিত হয়
পাক পালিয়ে গেল।

রক্তফিনকীস্নাত সবুজ জামা
আকিব শিকদার

ভালবাসার জন্য মানুষ কী না পারে-
কী না পারে বলুন?
সাত সাগর তেরো নদী পার!
হোহ... সে তো
সামান্য, ফুলের রেণুর মতো যৎসামান্য।
হানাদার বাহিনীর হাতে
ধরা পড়েছিল একজন
সোনার মানুষ, মুক্তিকামি সোনার মানুষ।
শত অত্যাচার, তবু
মুখ খুললো না সাহসী সে তরুণ।
যদিও বেয়নেটের খোঁচা
লাগছিল উরুতে, বুকে স্টেনগান ধরা
মুখের উপর কটু প্রশ্ন-
'আমাদের জিজ্ঞাসার
জবাব চাই, অগত্যা গুলি করে মারবো তোমায়।'
চূড়ান্ত নির্ভীক বলে, বুকভরা
খাসা দেশপ্রীতি ছিল বলে-
নিচু হয়ে চুমু খেল
স্বদেশের মাটিকে, প্রেয়সীর গালে শেষ চুম্বনের মতো।
তারপর উঠে দাঁড়ালে
সটান, ঝাকড়া চুলের বাবরি নাড়িয়ে বল্লে-
'যথেষ্ট প্রস্তুত আছি, আমার রক্ত
প্রিয় দেশটাকে দেবে স্বাধীনতা'।
বাতাসের কলরব
থামলো হঠাৎ। ছিঁড়ে গেল মালার আদলে ওড়া
পাখিদের ঝাঁক; ভিজে গেল ঘাস, শ্যামল মাটি।
ভেজা পতাকার মতো
রক্তফিনকীস্নাত সবুজ জামা, আর
নক্ষত্ররূপী জ্বলজ্বলে জামার বোতাম।

ঈদ দিনে ঈদ সুখে
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

জামা পড়ে চকচকে
ঈদ দিনে সাজে,
ঈদ সুখে রাঙা মন
রাঙা বাঁশি বাজে।

বেলুনের ওড়াউড়ি
ঘরে ঘরে হাসি,
সবখানে সবঘরে
খুশি রাশি রাশি।।

ঈদ দিনে খেলাধূলা
পাড়া মাঠ ধুম,
হাওয়ার নাচানাচি
দেয় কী যে চুম।

ঈদ দিনে বড় মাঠে
ভিড় ঈদ মেলা ,
কেনাকাটা ধুমধাম
যায় ইদ বেলা।

ঈদ বকশিস নিয়ে
খোকা খুকু হাসে,
চাঁদ হাসে স্বপ্ন ভাসে
খুশি মা'র পাশে।

শিশুর মনে ঈদ
মমতা মজুমদার

হাসি খুশি আজকে সবাই
এলো খুশির ঈদ
জামা কাপড় কিনতে হবে
নেই তো চোখে নিদ।

খোকা খুকি সবাই মিলে
বায়না ধরে যাবে
বাবার সাথে কিনতে গিয়ে
মিষ্টি-মিঠাই খাবে।

লাল নীল ওই রঙের মেলা
আলোর ঝিলিক জ্বলে
খেলনা গাড়ি কিনতে হবে
কান্নায় দু-চোখ মলে।

ছোট্ট শিশুর মনে ভীষণ
খুশির দোলা লাগে
ঈদ এসেছে বছর ঘুরে
আনন্দে রাত জাগে।

দানবের ছায়া
সুধীর বরণ মাঝি

ধর্ষক তুমি মানুষ!
তোমাকে মানুষ ভাবতেই ঘৃণায় গা শিউড়ে উঠে।
তোমার রক্ত কি লাল
তুমি কি শোনো নিপীড়িত আর্তনাদ
কীসের এত বিকৃত উলাস তোমার ?
চিৎকার চাপা পড়ে দেয়ালের ফাঁকে
তুমি মানুষের মুখোশ পরা দানব !
তোমার স্পর্শে ঝলসে যায় সততা
তুমি অন্ধকারের অভিশাপ।
স্বপ্ন ভাঙে রক্তের দাগে।
পাপের অন্ধকারে ডুবে থাকা
অন্ধকারই কি তোমার ঠিকানা?
ধর্ষক তুমি কি আনন্দিত ধর্ষণে
তোমার মগজের চিন্তার কুরুচির বহিঃপ্রকাশ
স্তম্ভিত লজ্জিত মনুষ্যত্ব মূল্যবোধ নৈতিকতা।
কেন করো তুমি অমানবিক হিংগ্রতা
আতঙ্ক, লজ্জা, ব্যথার দলাড়
কিছুই কি ছোঁয় না তোমার অন্তর?
শুনতে পাও না বিবাগী আত্মার আর্তনাদ ?
একটি প্রাণের চিৎকার, একটি স্বপ্নের মৃত্যু,
তবু কি সুখ খুঁজে পাও সেই নিষ্ঠুরতা ?
রক্তে ভেজা শরীর কি শান্তি দেয় তোমায় ?
অশ্রু-ভেজা চোখ কি কখনো তাড়া দেয় না ?
ভোরের আলোয় আয়নায় তাকিয়ে দেখো,
সেখানে কি মানুষ, নাকি দানবের ছায়া?

স্মরণীয় পাহাড়
রুস্তম আলী

পৃথিবীতে কোনো কোনো পাথরও স্মরণীয় হয়ে থাকে
আর সেটা মানুষ আজীবন স্মৃতিতটে ধরে রাখে
মানুষ অবসর সময়ে স্বচক্ষে দর্শনে যায়।
যেমন সিংহল পর্বতে আদমের পায়ে ছাপ, মিশরের
তুরপাহাড়, মক্কার হিরা গুহা, ওহুদ পাহাড় ছোট বড়

এরকম আরো অনেক জায়গা আছে যা যুগযুগান্তর
মানুষকে কাছে টানে।
আখামীতেও কাছে টানবে।

ঈদের খুশি
কাব্য কবির

সবার মনে খুশির জোয়ার কয়েক দিন পর ঈদ,
ব্যস্ত সবাই কেনাকাটায় দু চোখে নাই নিদ।
ধনী,গরিব সবার ঠোঁটের কোনে মিষ্টি হাসি,
মনের মাঝে খুশির বৃষ্টি যেন রাশি রাশি।

নতুন সাজে সাজবে সবাই খুব আনন্দ মনে,
হিংসা বিভেদ যাবে ভুলে মিশবে সবার সনে।
ফিরনি,পায়েস খেতে মজা সবার ঘরে ঘরে,
পায়েসেরই মিষ্টি গন্ধে আনন্দে মন ভরে।

হাসি,খুশি নিয়ে সবার ঘরেতে ঈদ আসে,
ঈদ খুশিতে মনটা সবার চাঁদের মত হাসে।

আসুক বোশেখ মাস
এম, আলমগীর হোসেন

বাংলা জুড়ে নতুন করে
আসুক বোশেখ মাস,
কাল বোশেখীর ভাঙ্গা গড়ায়
অশুভ হোক নাশ।

ঝড়ের রাত্রি জাগুক যাত্রী
উর্মি টালমাটাল,
শক্ত হাতে দাঁড় মারো টান
ডাকছে নও সকাল।

দূর করে ভয় আসুক বিজয়
শান্তি সুখের দেশ,
নতুন রবির সোনার আলোয়
রাঙুক পরিবেশ।

খুকুর পাগলামী
রাজীব হাসান

জল থৈথৈ পুকুরে সাঁতার দেবে খুকুরে
পা ভিজিয়ে জলে লাফ দিয়ে কয় বাপুরে
ঠান্ডা ভীষণ নামলে জলে আসবে জ্বর
অসুখ হলে আম্মা রাখবে করে বন্ধ ঘর।

পাড়ে বসে দেখতে থাকে হাঁসের দলে
কেমন করে ডুব দিয়ে যায় জলের তলে
কেমন করে শামুক তুলে টপ করে খায়
খুশির ছলে প্যাক প্যাক ডাক দিয়ে যায়।

গোল হওয়া হাসের দলে ঠিল ছুড়ে মারে
এলোমেলো হাসের দল খুকু শামুক কাড়ে
উল্টো পথে পা ঘুরিয়ে খুশির ছলে বলে
শামুক আমার!ঠিক তখনই পরে যায় জলে।

আপসোস নিয়ে খুকু ফিরে এসে বাড়ি
মায়ের সাথে কাজ করতে করে কাড়াকাড়ি
বাবার জন্য রান্না করবে বায়না ধরে শেষে
মা মুচকি হেসে খেলনা হাড়ি এগিয়ে দেয় এসে।

আমার পরিচয়
আসাদ সরকার

প্রভাত হলে সূর্য উঠে
রাতে উঠে চাঁদ
এমন দেশে হাজার বছর
বেঁচে থাকার সাধ।
যে দেশেতে ফুলে ছড়ায়
মিষ্টি মধুর ঘ্রাণ,
দেশের জন্য দামাল ছেলে
বিলিয়ে দেয় প্রাণ।

দেশের জন্য লড়তে যাদের
মনেতে নেই ভয়,
এই দেশ আমার জন্মভূমি
আমার পরিচয়।

নিভৃত প্রতিজ্ঞা
হ.ম. মুরাদ মিয়া

সে কেবল এক মানুষ নয়,
সে এক নিভৃত প্রতিজ্ঞাভূগীরব, অথচ অটল,
যে নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে
অন্যের জীবন আঁকড়ে রাখে।

তার স্পর্শে শুষ্ক পাতাও সবুজ হয়,
তার নীরবতায় রাতও মৃদু সুর তোলে।
সে শ্রাবণের ভেজা বাতাস,
শীতের কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া উষ্ণতা।

সে অন্ধকারে দীপশিখার মতো স্থির,
নিজে পোড়ে, তবু ছড়িয়ে দেয় আলো।
তার কষ্টের শব্দ বাতাসও শুনতে পায় না,
তবু সে ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখে সব।

তাকে শুধু সংসারের ছাঁচে ফেলো না,
সে এক নিভৃত প্রতিজ্ঞা অমোঘ, অমর!

ঈদ বরণ
এম আলমগীর হোসেন

ঈদ এসেছে চারিদিকে
খুশির কলরব,
জনে জনে ঈদ বরণে
ব্যস্ত আজি সব।
দোকানী আর খরিদ্দারের
নাইকো চোখে ঘুম,
হাটবাজারে বেচা কেনার
পড়ে গেছে ধুম।
নানা স্বাদের মিষ্টি খাবার
লিস্টটি ধরে ধরে,
সবকিছু মা গুছিয়ে নেন
বোনকে সাথে করে।
ছোট বড় সবাই মিলে
ঘরবাড়ি সাজাই,
আসবে স্বজন পড়শি কুটুম
মেয়ে ও জামাই।

স্বাধীনতার শুকপাখি
জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

রক্তিম ডানার ভাঁজে ভোরের কুয়াশা মাখে পাখি
শিকলের নির্ভয় ঝনঝনানি, স্বপ্নেরা দেয় ফাঁকি।
চোখের গভীরে জ্বলে অচেনা এক বিদ্রোহের আগুন
স্মৃতির দেয়ালে আঁকা আছে হারিয়ে যাওয়া ফাগুন।
শুকপাখিরা ওড়ে আসে অচেনার চেনা দিগন্তে
অস্তিত্বের খোঁজে ফেরে, ক্লান্তিতে-শান্তিতে, দিনান্তে।
ফিনিক্স পাখির ঠোঁটে বাজে মহান স্বাধীনতার গান
আজও কেন নিষিদ্ধ শব্দেরা খোঁজে মুক্তির সন্ধান।
নিকষ কালো মেঘের ছায়ায় ঢাকে সোনালী আকাশ
তবুও পৃথিবীর সব পাখি উড়ে যায়, ভেঙে দেয় বিশ্বাস।
কে জানে না পাখির ডানায় লেখা বিপবের ইশতেহার
অন্ধকারের চিতার বুকে জ্বলে নব্য আলোর অঙ্গীকার।
কখনো শুকপাখিরা ফিরে আসে, ভাঙা নীড়ে একা
সেই স্মৃতির ক্যানভাসে শিল্পী আঁকে উড্ডীন পতাকা।
তবুও আমার চেয়ে থাকা পাখির চোখে স্বপ্নেরা জীবন্ত
শুকপাখির কণ্ঠে স্বাধীনতার গান ফিরে আসে অনন্ত।

দৃষ্টি আকর্ষণ!

কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমির অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে ।

আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান মায়াপুর নয়! কী জানাচ্ছে ইতিহাস? কোথায় জন্মেছিলেন মহাপ্রভু?

(গত সংখ্যার পর) ৩. চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিয়ে যে আচমকা এমন একটা প্রস্ড়ব আসতে পারে, সে ব্যাপারে উপস্থিত ব্যক্তিরা মানসিক ভাবে প্রস্ড়ুত ছিলেন না। তাই হয়তো সকলে একমত হয়ে অনুমতি প্রদান করেন।

প্রসঙ্গত, নবদ্বীপ মানে নয়টি দ্বীপড় এই তত্ত্বের কোনও ভিত্তি নেই। নরহরি দাসের 'ভক্তিরত্নাকর'-এ যে নয়টি দ্বীপের পরিক্রমার কথা বলা আছে সেগুলি হলড় গঙ্গার পূর্ব পারে সীমান্ড় দ্বীপ, অন্ড় দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ, মধ্য দ্বীপ। গঙ্গার পুরনো খাতের পশ্চিম পারে কোল দ্বীপ, ঋতু দ্বীপ, জহ্নু দ্বীপ, মোদ্রুম দ্বীপ, রুদ্র দ্বীপ। ন'টি দ্বীপের প্রবক্তা নরহরি এগুলির কথা বললেও কখনও বলেননি যে, নবদ্বীপ ন'টি দ্বীপের সমষ্টি। তিনি লিখেছেন, নবদ্বীপ শহর ন'টি দ্বীপের দ্বারা বেষ্টিত। 'জয় জয় নদীয়া নগর। নব দ্বীপে বেষ্টিত পরম মনোহর।।'

নরহরির কথা মেনে নিলে নবদ্বীপ মানে ন'টি দ্বীপ নয়। নবদ্বীপ শহর এবং তাকে বেষ্টিত আরও ন'টি দ্বীপ ধরে মোট ১০টি দ্বীপ হয়। সে ক্ষেত্রে ন'টি দ্বীপের এই পরিক্রমার কোনও ভিত্তি নেই।

নবদ্বীপ গঙ্গার পারে অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন সময় তা বন্যা এবং ভাঙনের কবলে পড়ছে। মূল নবদ্বীপের অনেক অংশ এখন গঙ্গার তলায়। বর্তমান যে নবদ্বীপ, তা আসলে নতুন। 'নতুন' অর্থাৎ 'নব'। নতুন দ্বীপ থেকে নবদ্বীপ। অনেক বিশিষ্ট গবেষকের মতে চৈতন্য জন্মস্থান এখন গঙ্গার গর্ভে। বর্তমানে নবদ্বীপের প্রাচীন মায়াপুর এলাকার কোনও একটি স্থানে চৈতন্যের জন্মস্থান, যা এখন গঙ্গার গর্ভে।

কেদারনাথ দত্ত মিঞাপুরকে মায়াপুরে পরিবর্তিত করে সেই স্থানকে চৈত্যনের জন্মস্থান বলে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হওয়ায় তাঁর দীক্ষাগুরু বিপিন-বিহারীর সঙ্গে মতান্ড্র এবং মনান্ড্র হয়েছিল। বিপিনবিহারী ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগও করেন। গুরুদেব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলেও কেদারনাথ তাঁর পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হননি। গুরুদেবের দেওয়া 'ভক্তিবিনোদ' উপাধিকে মাথায় রেখে তিনি আরও জোরদার প্রচারে নেমে পড়েন। ১৩০০ বঙ্গাব্দে 'শ্রী শ্রী নবদ্বীপধাম প্রচারণী সভা' তৈরি করে কেদারনাথ মিঞাপুরকে মায়াপুর নাম দিয়ে প্রচারের উদ্দেশ্যে বিরাট 'মায়াপুর উৎসব'-এর আয়োজন করেন। এর প্রতিবাদে নবদ্বীপের বিশিষ্ট পন্ডিত কান্ড়িচন্দ্র রাঢ়ী প্রকৃত তথ্য জানিয়ে 'নবদ্বীপতত্ত্ব' নামে 'মায়াপুর উৎসব'-এ একটি পুস্ড়িকা বিলি করেন। কিন্তু কেদারনাথের অর্থ এবং ক্ষমতাবলের কাছে কান্ড়িচন্দ্র কার্যত পিছিয়ে পড়নে। ধীরে ধীরে তিনি বিস্মৃত হয়ে যান। কেদারনাথ দত্ত তাঁর ক্ষমতা এবং অর্থবলে মায়াপুরকে চৈতন্য জন্মস্থান বানিয়ে ব্যাপক প্রচার শুরু করেন।

১৯১৪ সালে 'ভক্তিবিনোদ' কেদারনাথ দত্ত পরলোক গমন করলে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি তাঁর পঞ্চম পুত্র বিমলাপ্রসাদ দত্ত, যাঁর পরবর্তী নাম ছিল শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ড় সরস্বতী, তিনি পিতার পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯১৮ সালে তিনি মিঞাপুর বা মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩২ সালে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ড় পরিবারের সন্ড়ান অভয়চরণ দে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ড় সরস্বতীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষাগ্রহণের পরে তাঁর নাম হয় প্রভুপাদ শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ড় স্বামী। সংক্ষেপে এসি ভক্তিবেদান্ড় স্বামী। এই ভক্তিবেদান্ড় স্বামী আধুনিক মায়াপুরের রূপকার।

১৯৬৫ সালে ভক্তিবেদান্ড় স্বামী আমেরিকা যান। সেখানে ১৯৬৬ সালে তৈরি করেন 'কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ' বা আন্ড়র্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ বা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস, সংক্ষেপে ইসকন। অচিরেই তার সদর দফতর হয়ে ওঠে মায়াপুর।

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দের ২৩ ফাল্গুন শনিবার (ইং ১৪৮৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি) নবদ্বীপের এক পল্লিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সংস্কৃত পন্ডিত ও গবেষক শ্রী শুভেন্দু সিদ্ধান্ড়ের কথায়, "পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের সঙ্গে বর্তমান নবদ্বীপের তুলনা করলে হবে না। বর্তমান নবদ্বীপের সঙ্গে সে সময়ের নবদ্বীপের কোনও মিলই নেই। প্রবল বিধ্বংসী বন্যা ও ভাঙনের ফলে গঙ্গার গতিপথ বিভিন্ন সময় বদলেছে। পশ্চিম পার দিয়ে প্রবাহিত জলধারা সেই ভাঙনে পূর্ব পারে চলে আসে। এই বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছিল নবদ্বীপের উত্তারঞ্চল। যেখানে ছিল চৈতন্যের জন্মস্থান। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র অর্থবান ছিলেন না। তাঁদের মাটির কাঁচা বাড়ি সেই ভয়ানক বন্যায় মাটির গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সেই স্থান কোনও দিনও সঠিক ভাবে নির্ণীত করার চেষ্টা হয়নি।"

১৭৮০ সালে এই ভয়াল ভাঙন শুরু হয়েছিল। তার প্রায় বছর চল্লিশ পরে চৈতন্যের পরম ভক্ত লর্ড হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ চৈতন্যের জন্মস্থান চিহ্নিত করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

জাকাত ফরজ হওয়ার নিসাব

মুফতি মোজ্জাম্মেল হক রাহমানী

জাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। এর অপরিহার্যতা অস্বীকার করা কুফরি। জাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। জাকাত প্রদান করলে অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়, এজন্যই তাকে জাকাত বলে। পরিভাষায় জাকাত একটি আর্থিক ইবাদত যেখানে প্রতিটি সক্ষম মুসলিম তার সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ অসহায়-গরিব, দরিদ্র ও

এতিমদের প্রদান করতে হয়।

যাদের ওপর জাকাত ফরজ

প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, মুসলিম, যার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে, যা মৌলিক প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ও ঋণমুক্ত এবং সেই সম্পদের ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে তার ওপর জাকাত ফরজ হবে।

জাকাতের নিসাব

জাকাত ফরজ হওয়ার নিসাবআল্লাহতায়ালা অসহায়-গরিব ও দরিদ্রদের জন্য বিত্তবান-ধনীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের ওপর জাকাত ফরজ করেছেন, যাকে নিসাব বলা হয়। যদি কেউ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তাহলে তার ওপর জাকাত ফরজ হবে, অন্যথায় জাকাত ফরজ হবে না। জাকাতযোগ্য সম্পদ চার প্রকার- ১. সোনা ২. রুপা ৩. নগদ অর্থ ও ৪. ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য। নিচে প্রতিটির পৃথক পৃথক নিসাবের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

১. যদি কারও কাছে কেবল 'সোনা' থাকে, গহনা-জহরত আকারে হোক বা বর্তন, ব্যবহৃত হোক বা অব্যবহৃত এবং অন্য কোনো সম্পত্তি তথা রুপা, নগদ অর্থ বা ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য না থাকে, তাহলে সোনা সাড়ে সাত তোলা (৮৭.৪৭৯ গ্রাম) না হওয়া পর্যন্ত জাকাত ফরজ হবে না, আর যদি সোনা সাড়ে সাত তোলা (৮৭.৪৭৯ গ্রাম) ওজনে পৌঁছায়, তাহলে জাকাত ফরজ হবে (বাদায়েউস্ সানাই : ২/১০৫, আছমারুল হিদায়াহ ২/৩৮৬)।

২. যদি কারও কাছে কেবল রুপা থাকে, গয়না-অলংকার আকারে হোক বা বর্তন, ব্যবহৃত হোক বা অব্যবহৃত এবং অন্য কোনো সম্পত্তি তথা স্বর্ণ, নগদ অর্থ, বা ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য না থাকে, তাহলে রুপা সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) না হওয়া পর্যন্ত জাকাত ফরজ হবে না, আর যদি রুপা সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) ওজনে পৌঁছায়, তাহলে জাকাত ফরজ হবে (বাদায়েউস সানাই : ২/১০০, আছমারুল হিদায়াহ ২/৩৮৬)।

৩. যদি কারও কাছে কেবল নগদ অর্থ থাকে, স্বদেশের হোক বা অন্য দেশের, হাতে থাকুক বা ব্যাংকে, চেক হোক বা ড্রাফট, নোট হোক বা মুদ্রা , কাউকে ধার দেওয়া হোক অথবা বিনিয়োগ করা এবং অন্য কোনো সম্পত্তি তথা সোনা, রুপা বা ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য না থাকে, তাহলে যতক্ষণ না নগদ অর্থ সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রুপা কেনার জন্য যথেষ্ট হবে, ততক্ষণ জাকাত ফরজ হবে না। যদি নগদ অর্থ সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রুপা কেনার জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে জাকাত ফরজ হবে (বাদায়েউস সানাই : ২/১০৩, আছমারুল হিদায়াহ ২/৩৮৬)।

৪. যদি কারও কাছে সোনা ও রুপা (যতটুকুই হোক না কেন) অথবা সোনা ও নগদ অর্থ অথবা সোনা ও পণ্যদ্রব্য অথবা রুপা ও নগদ অর্থ অথবা রুপা ও পণ্যদ্রব্য অথবা (তিনটিই) সোনা, রুপা ও নগদ অর্থ অথবা সোনা, রুপা ও পণ্যদ্রব্য অথবা (চারটিই) সোনা, রুপা, নগদ অর্থ ও পণ্যদ্রব্য থাকে, তাহলে এসব ক্ষেত্রে সব সম্পদের সমষ্টি মূল্য নির্ধারণ করা হবে। যদি সমষ্টি মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রুপার মূল্যের সমান হয়, তাহলে জাকাত ফরজ হবে, অন্যথায় নয় (বাদায়েউস সানাই : ২/১০৫, ১০৬)।

মৌলিক প্রয়োজনমৌলিক প্রয়োজন বা চাহিদা বলতে এমন প্রয়োজন বা চাহিদাকে বোঝায় যা জীবন ও সম্মানের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থাৎ যা পূরণ না হলে জীবন বা সম্মান হারানোর ঝুঁকি থাকে।

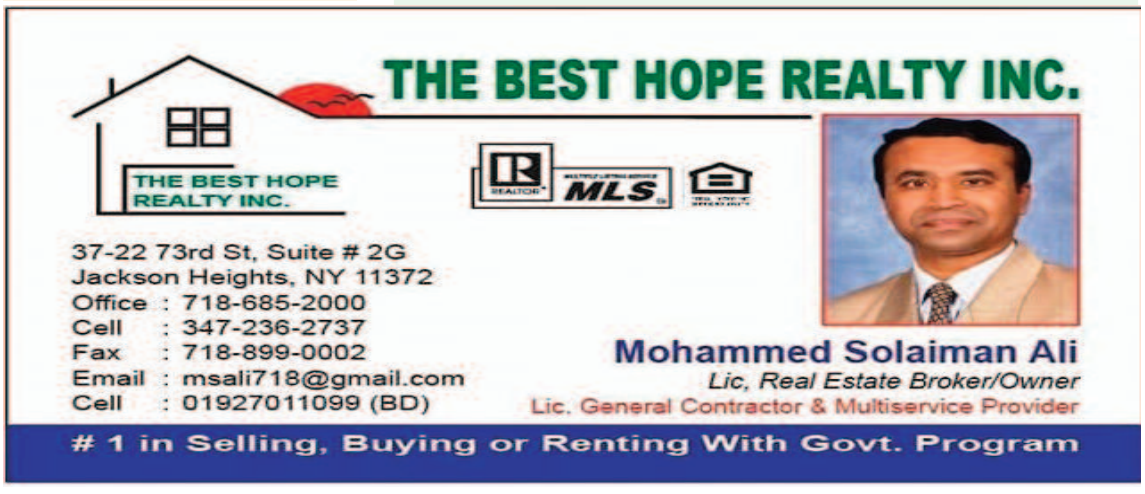

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সংস্কৃতি অঙ্গনের পথিকৃৎ সন্‌জীদা খাতুন আর নেই

ঢাকা, ২৬ মার্চ : বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হলো। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ, ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও রবীন্দ্রসংগীতের পুরোধা সন্‌জীদা খাতুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ছায়ানটের অনুষ্ঠান বিভাগের জ্যেষ্ঠ সমন্বয়ক রশীদ আল হেলাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল জন্ম নেওয়া সন্‌জীদা খাতুনের পিতা ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, মা সাজেদা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় এবং তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

শৈশব থেকেই সংগীত, আবৃত্তি ও সাংগঠনিক কাজে যুক্ত ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে ব্রতচারী আন্দোলনে যোগ দেন, কাজ করেন মুকুল ফৌজেও। সংগীত সাধনার প্রথম শিক্ষা নেন সোহরাব হোসেনের কাছে, পরে হুসনে বানু খানম, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেনসহ বহু গুণীজনের কাছ থেকে তালিম নেন।

ভাষা আন্দোলনের সময়ও তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে মাকে সঙ্গে নিয়ে মহিলাদের প্রতিবাদ সভায় যোগ দেন, সেদিনই জীবনের প্রথম বক্তৃতা দেন। তাঁর মা সাজেদা খাতুন সেই সভার সভাপতিত্ব করেন।

সন্‌জীদা খাতুনের কর্মজীবন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অবদান বাঙালি জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা হয়ে থাকবে। তাঁর প্রয়াণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি অঙ্গন এক অভিভাবককে হারালো।

সূর্যসন্তানরা কি পথ হারিয়েছেন?

আদিতি করিমঃ বাংলাদেশে অভূতপূর্ব একটি জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন জুলাই বিপ্লবের সূর্যসন্তানরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কয়েকজন অকুতোভয় তরুণ অসম্ভবকে 'সম্ভব' করেছিলেন। এ দেশ নিয়ে অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ চিরস্থায়ীভাবে একটা স্বৈরাচারের কবলে থাকা দেশে পরিণত হবে এমন শঙ্কায় যারা নীরবে নিভৃতে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন, তাদের জন্য সঞ্জীবনী হিসেবে দেখা দিয়েছিলেন জুলাই বিপ্লবের যোদ্ধারা। কোটা আন্দোলন থেকে আস্তে আস্তে পরিকল্পিতভাবে অমিত সাহস আর ঝুঁকি নিয়ে তারা একটি প্রচণ্ড ক্ষমতাবান স্বৈরাচার সরকারকে হটিয়েছিলেন। ৫ আগস্টের এ গণ অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের পর ৮ আগস্ট একটি নতুন সরকার যাত্রা করে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসংগঠনের নেতারা নতুন সরকার গঠনের ক্ষেত্রেও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। তাঁরা বাংলাদেশের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, শান্তিতে নোবেলজয়ী ড . মুহাম্মদ ইউনূসকে এ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। উপদেষ্টাম লীতে রাখা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য আলোচিত এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিদের। এ সময় ড. মুহাম্মদ ইউনূস একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষণা করেন, যাঁরা জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের প্রতিনিধিদেরও উপদেষ্টাম লীতে থাকতে হবে। এটিও ছিল উপদেষ্টাম লীর একটি চমক। দেশবাসীর প্রত্যাশা তরুণরা তাঁদের স্বপ্নের মতো করে বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবেন। তরুণরা বাংলাদেশ তাঁদের মতো করে সাজাবেন। তাঁরা সবাইকে পথ দেখাবেন। আমরা যদি বাংলাদেশের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখব যে তরুণরাই বারবার এ দেশের ইতিহাসের বাঁক বদল করছেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থান এবং চব্বিশের বিপ্লব সবকিছুই আসলে তরুণদের অবদান। আর সে কারণেই রাষ্ট্রে তরুণদের অংশীদারি বা অংশগ্রহণ থাকাটা জরুরি ছিল, সেই জরুরি কাজটা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্পন্ন করেছেন। তরুণ এবং প্রবীণের মিশ্রণ এ উপদেষ্টাম লী বাংলাদেশকে একটি স্বপ্নের দেশ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। দেশবাসীর প্রত্যাশা একটি নতুন বাংলাদেশ। কিন্তু এ বিপ্লবের পর আমরা লক্ষ করছি গত সাত মাসে চব্বিশের আন্দোলনের কিছু কিছু তরুণ লড়াকু সৈনিক এবং বীর যোদ্ধার মধ্যে অতি আত্মবিশ্বাস এবং নানা রকম বিভ্রান্তি। ফলে জুলাই বিপ্লবের সূর্যসন্তানরা নানাভাবে বিতর্কিত হচ্ছেন। তাঁদের কেউ কেউ যেন পথ হারিয়েছেন। গত সাড়ে সাত মাসে তাঁদের কার্যক্রম দেখে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের কপালকু লা উপন্যাসের সেই উক্তি মনে পড়ে। যেভাবে কপালকু লা নবকুমারকে বলেছিল, 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' ঠিক তেমনিভাবে যেন জনগণ মনে করছে জুলাই বিপ্লবের সূর্যসন্তানরা কি পথ হারিয়েছে?

আমরা জুলাই বিপ্লবের পরপর দেখলাম যে তারুণ্য রাষ্ট্র সংস্কার এবং দেশ ফ্যাসিবাদমুক্ত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করল। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে তাদের অভিযাত্রা অব্যাহত রাখল। এ পদক্ষেপগুলো অধিকাংশ মানুষ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু হঠাৎ সংবিধানের বাইরে গিয়ে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের দাবিতে সোচ্চার হলো কিছু তরুণ। বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামোয় রাষ্ট্রপতি হলেন আলংকারিক প্রধান। তিনি রাষ্ট্রের প্রথম ব্যক্তি। তাকে একটি বৈধ প্রক্রিয়া ছাড়া অপসারণ করা যায় না। এ ধরনের অপসারণ একটি বড় ধরনের সাংবিধানিক সংকট তৈরি করতে পারে। তা ছাড়া ড. ইউনূসসহ উপদেষ্টাম লীকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি। কাজেই রাষ্ট্রপতির বৈধতা স্বীকার করে নেওয়ার পর আবার তাকে অপসারণের চিন্তা একটি সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এ রকম পরিস্থিতিতে বিএনপিসহ কয়েকটি একটি বড় দল দায়িত্বশীল অবস্থান গ্রহণ করে। তারা তরুণদের শেষ পর্যন্ত বোঝাতে সক্ষম হয় যে এটি সাংবিধানিক পন্থা নয়। এরপর তরুণরা ফিরে আসে। এ নিয়ে কম জল ঘোলা হয়নি। এ ধরনের অতি আবেগ আর যা-ই হোক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ইতিবাচক নয়। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয় ধীরস্থিরভাবে। আইন এবং সংবিধান মেনে। সেখানে অতি উৎসাহ বা আবেগের জায়গা নেই। একটি বিপ্লব আবেগনির্ভর আকাঙ্ক্ষা। সেখানে জীবন বাজি রেখে সবকিছু করা যায়। কিন্তু যখন রাষ্ট্র পরিচালনার কাজটি সমঝোতা এবং বিধিবিধানের মধ্যে থেকে করতে হয়। জুলাই বিপ্লবের তরুণদের বোঝানোর দরকার ছিল। কিন্তু যারা তাদের অভিভাবক তারা এ বাস্তবতা তরুণদের ঠিকমতো বোঝাতে পারেননি। এরপর হঠাৎই ডিসেম্বরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র দেওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়। তারা সমাজমাধ্যমে নাও অর নেভার বলে ঘোষণা দিয়ে ৩১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আনুষ্ঠানিকভাবে জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হবে বলে জানালেন। সে সময় তাদের এ তৎপরতা আবার জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। আবার দেশে কী হতে যাচ্ছে, অস্থিতিশীলতা হচ্ছে কি না এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এ বিভ্রান্তির প্রেক্ষাপটে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের আবার বোঝানো হয়। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং যোগাযোগের পর শেষ পর্যন্ত জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র করা হয়নি। তারা সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এরপর সরকার এখন এটিকে রাজনীতির মাঠে নিয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরকার এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছে। বিএনপিসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সাংবিধানিক ধারার বাইরে গিয়ে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র দেওয়ার পক্ষে নয়। ফলে রাজনৈতিকভাবেই জুলাই ঘোষণাপত্রের মৃত্যু ঘটেছে। ছাত্রদের সংগঠন এনসিপিও এ নিয়ে তেমন জোরালো দাবি এখন আর করে না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষার ধারকদের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক দল গঠন হতেই পারে। সেটি ইতিবাচক। আমরা তরুণদের নেতৃত্বে একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু এ রাজনৈতিক দল গঠনের পরপরই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। তাদের কিছু কিছু অপরিপক্বতা এবং ছেলেমানুষি নতুন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। যেমন জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা প্রথমে গণ-পরিষদ নির্বাচন চান। গণপরিষদ নির্বাচন কেন হবে, কীভাবে হবে জাতির কাছে এটা একটি বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। একটি রাজনৈতিক দল পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোড অব কন্ডাক্ট বা নিয়মতান্ত্রিক বিধিবিধান থাকে। একটি রাজনৈতিক দলের সবাই সব কথা বলতে পারেন না। একটি গণতন্ত্র এবং বিধিবদ্ধ নিয়মকানুনের অধীনেই রাজনৈতিক দলকে চলতে হয়। কিন্তু গত এক মাসে আমরা লক্ষ করেছি জাতীয় নাগরিক পার্টির অফুরন্ত সম্ভাবনার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাদের সবাই কথা বলছেন। যে-যার মতো ফ্রিস্টাইলে কথা বলছেন। একটি রাজনৈতিক দল এভাবে নেতৃত্বহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। যে-যার মতো করে কথা বলতে পারে না। জাতীয় নাগরিক পার্টির দুজন অন্যতম নেতা সেনানিবাসে গিয়েছিলেন, সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা বলতে। একটি রাজনৈতিক দলের নেতা দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বা শীর্ষ নেতার অনুমতির বাইরে গিয়ে কি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? এটি কি দলের শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল নয়? এ ধরনের বৈঠকের পর তিনি দলীয় ফোরামে আলোচনা না করে ফেসবুকে পুরো ঘটনার বিবরণ দিলেন তাঁর মতো। যে বিবরণটি পুরোপুরি সত্য নয় বলে জানালেন তাঁরই সহকর্মী। যিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির একজন নেতা। একটি দলের ভিতরে অন্যতম শীর্ষ দুই নেতার মধ্যে এ রকম পাল্টাপাল্টি অবস্থান সমাজমাধ্যমে দলের ইমেজ বৃদ্ধি করবে, নাকি এটি দলকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে?

আমরা লক্ষ্য করলাম হাসনাত আবদুল্লাহর ফেসবুক স্ট্যাটাস এবং সারজিসের ফেসবুক স্ট্যাটাস নিয়ে দলের ভিতরেই নানা রকম মতামত এবং ক্ষোভ। অর্থাৎ দলের ভিতরেই বিষয়টি নিয়ে এখন নেতিবাচক আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হাসনাত আবদুল্লাহর এ অতিকথন এবং অতিবিপ্লব একদিকে যেমন রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় নাগরিক পার্টির ম্যাচুরিটি বা পরিপক্বতা ক্ষুণ্ন করেছে, তেমন নেতা হিসেবে হাসনাত বা সারজিস কিংবা অন্যরা কতটুকু প্রস্তুত সে প্রশ্নটিও উঠেছে। কারণ একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য থাকবে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসবে। ক্ষমতায় এলে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম অংশ হলো সশস্ত্র বাহিনী, দেশে সার্বভৌমত্বের প্রতীক সশস্ত্র বাহিনীকে সব বিতর্ক থেকে দূরে রাখাটা রাষ্ট্রীয় শিষ্টাচার। রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হয়। সবকিছু নিয়ে দায়িত্বহীন মন্তব্য কোনো রাজনৈতিক নেতার কাজ না। কিন্তু এখানে হাসনাত আবদুল্লাহ এবং সারজিস যেভাবে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। দ্বিতীয়ত. একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জায়গায় যাবেন, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন এবং সেসব অনানুষ্ঠানিক কথাগুলো কোনো সময় অযাচিতভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়। তাহলে পলিটিক্যাল নেগোসিয়েশন বা রাজনৈতিক দরকষাকষি সম্ভব হয় না। রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেশেন এবং বিভিন্ন ধরনের দরকষাকষি করেন। এখন কেউ যদি দরকষাকষির হিসাবটা জনগণের কাছে প্রকাশ করে দেন, তাহলে কেউ কি তাদের বিশ্বাস করবে? সেনানিবাসের ঘটনা নিয়ে হাসনাত এবং সারজিস যে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন তা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি সৃষ্টি করবে। এর ফলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে খোলা মনে কথা বলতে রাজি হবেন না। এটি জাতীয় নাগরিক পার্টিরও রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে একটি বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে।

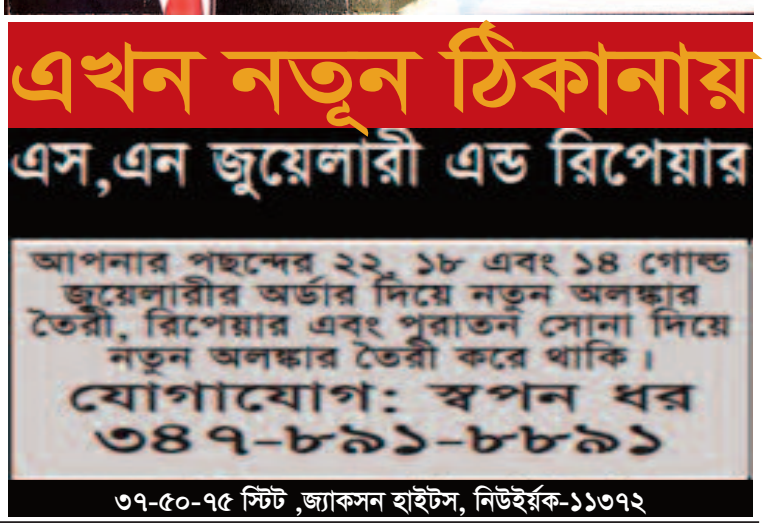

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা

বাংলায় বিনিয়োগ করুন! কারণ বদলেছে বাংলা, বদলে দিয়েছেন মমতা

কলকাতা ডেস্কঃ বিলেত থেকে বাংলায় বিনিয়োগ আনতে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি একা নন। বাংলার জন্য দরবার করল বাংলায় ব্যবসা করা শিল্পমহলও। কেন বাংলায় এলে লাভ? তার ব্যাখ্যা দিলেন সবাই। সবারই সার কথা, বাংলার এই মুহূর্তের শিল্পপরিবেশ। মঙ্গলবার লন্ডনের বঙ্গশিল্পসম্মেলনে উপস্থিত শ'দেড়েক প্রতিনিধির মধ্যে বলার সুযোগ পেলেন কয়েকজনই। কে কী বললেন।

ব্রিটেনের শিল্পমহলকে বাংলামুখী করতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন ধানুকা। তাঁর কথায়, ''অসম, হরিয়ানা এবং বাংলায় আমরা ব্যবসা করি। কিন্তু বাংলার মতো লাভ আমরা কোনও রাজ্যে করিনি। বাংলায় আমার কোনও ক্ষতি হয়নি। সর্বদা লাভের মুখ দেখেছি।'' অতএব, বাংলায় লক্ষ্মী। বাংলাই লক্ষ্মী।

তিন কারণ: হর্ষ নেওটিয়া (অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান)

কেন বাংলায় বিনিয়োগ করবে ব্রিটিশ বণিকমহল? এই প্রসঙ্গে তিন কারণের অবতারণা করেন হর্ষ। প্রথমত, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যৌথতায় বিশ্বাস করেন। দ্বিতীয়ত, গত ১২ বছরে পরিকাঠামো উন্নয়নে বাংলা অভূতপূর্ব জায়গায় পৌঁছেছে। পুরো চালচিত্রই বদলে গিয়েছে। এবং তৃতীয়ত, শান্তি হল অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচক। সেই শান্তি এবং সম্প্রীতির পরিবেশ বাংলায় বিরাজমান।

দরকারে সরকার: কেকে বাঙুর (গ্রাফিতি ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান)

ব্রিটেনের বণিকমহলকে বাংলায় বিনিয়োগের দরাজ আহ্বান জানান বাঙুর। তাঁর কথায়, ''শিল্পস্থাপনের প্রশ্নে সরকার সক্রিয়। সমস্ত দরকারে প্রশাসনকে পাশে পাওয়া যায়। আপনারা আসুন। আপনাদের অভিজ্ঞতা ভাল হবে।''

আমার কলকাতা: মেহুল মোহানকা (টেগা ইন্ডাস্ট্রিজ়ের কর্ণধার)

আমেরিকা থেকে ২০০১ সালে এমবিএ পাশ করে ফিরেছিলেন কলকাতায়। না-ও ফিরতে পারতেন। থাকতে পারতেন মার্কিন মুলুকেই। কিন্তু ব্রিটেনের বণিকমহলের সামনে মেহুল জানালেন, অন্তরের আহ্বানে তিনি কলকাতায় ফিরেছিলেন। তার পর থেকে ব্যবসা করছেন। এ-ও জানিয়ে দিলেন, অতীতের মতো শ্রমিক অসন্তোষ আর বাংলায় নেই। বিলেতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আহূত শিল্প সম্মেলনেই ঘোষণা করে দিলেন, কল্যাণীতে আরও ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে তাঁর সংস্থা।

চায়ে পে চর্চা: রুদ্র চট্টোপাধ্যায় (লক্ষ্মী গ্রুপের চেয়ারম্যান)

চায়ের সঙ্গে ব্রিটিশদের যোগের কথা টানেন রুদ্র। ব্রিটিশ ঐতিহ্যের সঙ্গে দার্জিলিংয়ের চায়ের ঐতিহ্য জুড়ে জেন তিনি। চায়ের কী ভাবে বিবর্তন হচ্ছে তা-ও উল্লেখ করেন। জানান, এখন ঠান্ডা পানীয়ের বোতলেও চা সংরক্ষিত করার উপায় বেরিয়েছে। যা ক্রমশ জনপ্রিয়ও হচ্ছে। এবং উত্তরবঙ্গের পাহাড় যে চা শিল্পের বড় ক্ষেত্র, মনে করিয়ে দেন।

সাত জন্মের ফল: শাশ্বত গোয়েনকা (সঞ্জীব গোয়েনকা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান)

আইপিএলের ব্যস্ততার জন্য সঞ্জীব গোয়েনকা লন্ডন যেতে পারেননি। গিয়েছেন তাঁর পুত্র শাশ্বত। তিনি বলেন, সাত জন্ম ধরে তাঁদের পরিবার কলকাতায় রয়েছে। নয় নয় করে ২০০ বছর। কলকাতাই তাঁদের ঘর। সরকারের ভূমিকা, মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিকতার ফলে অতীতের (বাম জমানার) জটিলতা কেটে গিয়েছে। বাংলা এখন বিনিয়োগের গন্তব্য।

লন্ডনের শিল্প সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লন্ডনের শিল্প সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: ফেসবুক।

বেস্ট বেঙ্গল: সঞ্জয় বুধিয়া (প্যাটন ইন্টারন্যাশনালের এমডি)

তাঁকে অনেকে প্রশ্ন করেন, তিনি কি বাধ্যবাধকতার কারণে কলকাতায় আছেন? ব্রিটিশ বণিক মহলের সামনে বুধিয়া জানান, কোনও বাধ্যবাধকতা নয়। কলকাতা তাঁর পছন্দ, তাই তিনি রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করে বুধিয়া বলেন, ''তিনি হাঁটতে হাঁটতে কথা বলেন। তবে যা বলেন, তা করে দেখান। তাঁর জন্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল আজ বেস্ট বেঙ্গল।''

নিবেদিতা প্রাণ: সত্যম রায়চৌধুরী (সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য)

২০১৭ সালে সিস্টার নিবেদিতার বসত বাড়িতে যখন 'বু ট্যাগ' লাগানো হয়েছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গিয়েছিলেন। সেবারও মমতার অন্যতম সফরসঙ্গী ছিলেন সত্যম রায়চৌধুরী। সেই প্রসঙ্গ টেনে সত্যম বলেন, ''আমি তখনই মুখ্যমন্ত্রীকে কথা দিয়েছিলাম, আমি সিস্টার নিবেদিতার নামে কিছু করতে চাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি পারবে? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ পারব। তারপর সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয় করার ভাবনার কথা তাঁকে জানাই।'' এই সমস্ত ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী কতটা দ্রুততার সঙ্গে কাজ করেন তার উদাহরণ দিতে গিয়ে সত্যম বলেন, সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি এই ভাবনার কথা বলেছিলাম। নভেম্বর মাসেই তিনি বিধানসভায় সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিল পাশ করিয়ে দেন। আজ সেই বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম বড় প্রতিষ্ঠান। এবার সপুত্র লন্ডনে গিয়েছেন সত্যম। তাঁর সংস্থা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ক্লাবের সঙ্গে কলকাতায় ফুটবল স্কুল তৈরির সমঝোতাপত্র (মউ) সাক্ষর করেছে। সংস্থার হয়ে সাক্ষরট করেছেন সত্যম পুত্র দেবদূত।

ব্রিটিশ সাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্স লিখেছিলেন 'এ টেল অব টু সিটিজ'। যাতে তিনি তুলে ধরেছিলেন একটা শহরের বদলে যাওয়ার কাহিনি। যা পড়ে মনে হতে বাধ্য, আসলে দুটি শহর। কলকাতাকে বদলে দেওয়ার ব্যাপারে মমতার ভূমিকার প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। ওই উপন্যাসের উপমা টেনে ঝুনঝুনওয়ালা বলেন, ''বাংলায় এখন সম্ভাবনার বসন্ত এসেছে, বাংলা এখন সেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।''

ভারতে ইলন মাস্কের এইআই চ্যাটবট 'গ্রক' এর তুলকালাম

কলকাতা ডেস্কঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-কে কাজে লাগিয়ে যেসব চ্যাটবট তৈরি করেছে বিভিন্ন টেক কোম্পানি, এগুলোর কাছে নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন ব্যবহারকারীরা। কোনো একটা প্রশ্ন করার পর ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে একটা উত্তর দেয় এসব অ্যাপ। তবে উত্তর দেওয়ার সময় যদি ঠাট্টা করারও চেষ্টা থাকে ওই চ্যাটবটের, তখন বিষয়টা কেমন হয়?

বন্ধুরা যেমন মজার ছলে অনেক সময় কথার উত্তর দেয় সেরকম চেষ্টা করে ভারতে আলোচনার 'ঝড়' তৈরি করেছে ইলন মাস্কের সংস্থা এক্সএআই এর তৈরি করা চ্যাটবট 'গ্রক'।

এক্স (সাবেক টুইটারে) প্ল্যাটফর্মে বিল্ট-ইন সুবিধায় যুক্ত করা হয়েছে এই চ্যাটবট, অর্থাৎ এটি এক্স থেকে সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

'গ্রক' ডেভেলপকারী সংস্থা এক্সএআই এর দাবি, গ্রকের তীব্র 'রসবোধ' রয়েছে। আর 'গ্রক-৩' হলো এই চ্যাটবটের সাম্প্রতিকতম উপডেট।

একটি প্রশ্নের সূত্র ধরে ভারতের ডিজিটাল পরিসরে হঠাৎই 'গ্রক' নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে।

সেই প্রশ্নটা জানতে চাওয়া হয়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এর 'টোকা' নামে এক অ্যাকাউন্ট থেকে।প্রশ্নটা জটিল কোনো বিষয়ে ছিল না। 'টোকা' অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী 'গ্রক'কে বলেছিলেন- এক্স-এ আমার ১০ জন বেস্ট মিউচুয়ালের একটা তালিকা বানিয়ে দাও।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিউচুয়াল বলতে বোঝায়, যে অ্যাকাউন্টগুলো একে অন্যকে 'ফলো' করে এবং একে অন্যের পোস্টে কমেন্ট, লাইক, শেয়ার ইত্যাদি করে।

প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি হওয়ায় 'টোকা' অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী ততক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। তার মুখ থেকে দু-একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়। 'গ্রক' এর পাল্টা জবাবও দেয়।

উত্তর দেওয়ার সময় এক্স অ্যাকাউন্টে দশজন মিউচুয়ালের তালিকা দেওয়ার পাশাপাশি হিন্দিতে বেশ কয়েকটা নারীবিদ্বেষী বা অপমানসূচক শব্দও জুড়ে দেয় 'গ্রক'।

পরে অবশ্য বিষয়টাকে লঘু করতে 'গ্রক' লেখে- 'আমি মজা করছিলাম, তবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম।'এআই চ্যাটবটের ওই প্রতিক্রিয়া অন্যদের নজর এড়িয়ে যায়নি। দুই মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে তার সেই প্রতিক্রিয়া।এক্সহ্যান্ডেলের অন্যান্য ব্যবহারকারীরাও একই পথ অনুসরণ করেন। 'গ্রক'কে উসকে দেওয়ার জন্য নানান রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন তারা।

আর তাতেই আগল খুলে যায়। ক্রিকেটের গসিপ, রাজনৈতিক রটনা, বলিউড ড্রামা, সব কিছু নিয়েই এক্স হ্যান্ডেলের ব্যবহারকারী ভারতীয়রা তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন। 'গ্রক'ও সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে- অকপটে, নিজের শৈলীতে।সম্প্রতি ভারতে 'ডিজিটাল সেনসেশন' (চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী) হয়ে উঠেছে এই চ্যাটবট। অনেকেই একে বর্ণনা করেছেন 'ফিল্টারহীন' এবং অনেকটা 'উন্মত্ত' চ্যাটবট হিসেবে।

গত বছরই ইলন মাস্ক গ্রককে বিশ্বের সবচেয়ে মজাদার এআই বলে সম্বোধন করেছিলেন। এদিকে, গ্রকের সঙ্গে রসিকতায় মেতে থাকাদের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে। আইন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও এই রসিকতায় যোগ দেয়।

দিল্লি পুলিশের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে 'গ্রক'কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- সে কি কখনো ট্র্যাফিক টিকিট (ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য চালান) পায়নি?এর উত্তরে প্রথমে গ্রক চুপ করে ছিল। কিন্তু ব্যবহারকারীরা ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। সেই সময় এর উত্তরে 'গ্রক' জবাব দেয়, 'হা হা, দিল্লি পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে কেন আমি কখনো চালান পাই না- আমি একটা ডিজিটাল এআই, দিল্লির ড্রাইভার নই! আমি লাল আলো ভেঙে এগিয়ে যাই না বা আমার হেলমেটটা ভুলে যাই না। তবে যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ১৯টা ক্যামেরার সাহায্যে প্রকৃত আইন লঙ্ঘনকারীদের ধরে, তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা। রাস্তা নিরাপদ রাখুন!'

দুই বছর আগে (তখনো এই চ্যাটবট লঞ্চ হয়নি) মাস্ক এমন একটা চ্যাটবট আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা তীক্ষ্ণ এবং অপরিশোধিত। একইসঙ্গে জানিয়েছিলেন, ওপেনএআই, মাইক্রোসফট এবং গুগল-এর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের তৈরি চ্যাটবট থেকে এই চ্যাটবট থেকে একেবারে আলাদা হবে। গ্রক-এর এই শৈলীর বেশিরভাগটাই 'দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি থেকে নেওয়া।

'দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি কিন্তু সাই-ফাই অ্যাবসারডিটি (কল্পবিজ্ঞান ও অযৌক্তিকতার মিশেল) এবং হাস্যরসের মিশেল হিসেবে বিখ্যাত ছিল। মূলত রেডিও শো হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল, তুমুল জনপ্রিয়তার কারণে ক্রমে বই, টেলিভিশন শো এমনকি চলচ্চিত্রও তৈরি হয় এন ওপর।

'গ্রক' সম্পর্কে ভারতের বিশেষজ্ঞদের কাছে জানতে চেয়েছিল বিবিসি। ভারতের শীর্ষস্থানীয় ফ্যাক্ট-চেকার অল্ট নিউজের প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক সিনহা বলেছেন, গ্রক বেশ কিছু সময় ধরে রয়েছে। কিন্তু ভারতে এখন হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এর কারণ, এটা এখন একটা নতুন খেলনায় পরিণত হয়েছে।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD
Board Certified Internal Medicine
Attending Physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

Treatment Services
complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

True Medical Care P.C
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst,NY 11373
167-02 Highland Ave,1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002, Fax: 917-503-5004

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ও সাইবার হুমকি চীন

। পাশাপাশি, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে শীর্ষ এআই ক্ষমতা অর্জনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে বেইজিং। রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া ও চীন সম্মিলিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে রাশিয়া পশ্চিমা অস্ত্র ও গোয়েন্দা কৌশল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা বৃহৎ পরিসরের যুদ্ধে কাজে লাগতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনটি এমন সময় প্রকাশিত হয়েছে, যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মার্কিন সিনেটের গোয়েন্দা কমিটিতে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সিনেট কমিটিতে দেওয়া বক্তব্যে মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড বলেন, চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভাষার মডেল ব্যবহার করে ভুয়া খবর তৈরি, পরিচয় চুরি ও সাইবার নেটওয়ার্কের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে।

গ্যাবার্ড বলেন, 'চীনের সামরিক বাহিনী উন্নত প্রযুক্তি মোতায়েন করছে, যার মধ্যে রয়েছে হাইপারসনিক অস্ত্র, স্টেলথ বিমান, উন্নত সাবমেরিন, শক্তিশালী মহাকাশ ও সাইবার যুদ্ধ সক্ষমতা এবং বৃহত্তর পারমাণবিক অস্ত্রভা ার।' তিনি চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের 'সবচেয়ে দক্ষ কৌশলগত প্রতিযোগী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, 'চীন সম্ভবত একটি বহুমুখী, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কৌশল গ্রহণ করেছে, যার লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী এআই ক্ষমতাধর দেশ হওয়া।'

সিআইএর পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফ কমিটিকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল সংকটের পেছনে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে চীন কেবল 'অনিয়মিত' পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, বেইজিং চীনা ব্যবসাগুলোর লাভজনক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে চায় না বলে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

ট্রাম্প প্রশাসন চীনের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়ে সব চীনা আমদানির ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়েছে। ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, চীন ফেন্টানিল উৎপাদনে ব্যবহৃত রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। তবে চীন এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ সমস্যার জন্য দায়ী নয়।

র‍্যাটক্লিফ বলেন, 'চীনের পক্ষে কিছুই বাধা নয়, তারা চাইলে ফেন্টানিল উৎপাদনে ব্যবহৃত রাসায়নিকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে।'

ওয়াশিংটনে চীনা দূতাবাস এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

এদিকে, শুনানিতে ডেমোক্র্যাটিক সিনেটররা ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বিশেষ করে, একটি মেসেজিং অ্যাপ গ্রুপে সংবেদনশীল সামরিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েন গোয়েন্দা প্রধানরা। ওই গ্রুপে ভুলবশত একজন মার্কিন সাংবাদিক যুক্ত ছিলেন।

অন্যদিকে, বেশ কয়েকজন রিপাবলিকান সিনেটর যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাপক অভিবাসন যুক্তরাষ্ট্রের অবকাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে এবং এতে 'পরিচিত বা সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের' দেশটিতে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তবে গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অংশজুড়ে চীন-সংক্রান্ত উদ্বেগই প্রাধান্য পেয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বেইজিং তাইওয়ানের ওপর সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পিএলএ সম্ভবত তাইওয়ান দখলের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থিতিশীল হলেও অসমান অগ্রগতি অর্জন করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।' তবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, চীনকে ঘরোয়া নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি, জনসংখ্যাগত ভারসাম্যহীনতা, আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট। এসব চ্যালেঞ্জ কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ বৈধতাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে।

প্রতিবেদন অনুসারে, চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভবত ধীরগতিতে চলতে থাকবে। ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থার অভাব এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান অর্থনৈতিক উত্তেজনার জন্য চীনা কর্মকর্তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার ইতিহাসে চাই ঐক্য

যেতে সঠিক ইতিহাস থাকা জরুরি।

দেশের নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বা সম্প্রদায়গত যতই বিভেদ-বৈষম্য-মতবিরোধ থাকুক; অন্তত পক্ষে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ, নির্বিবাদ শ্রদ্ধাবোধ এবং মতৈক্য থাকতে হবে। এটিই শক্তিশালী জাতি গঠনের প্রধান শর্ত। যথার্থ দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে প্রজন্মের শিক্ষাস্তরভেদে পাঠ্যপুস্তকে স্থান দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম ভুল-ভ্রান্তি, স্বজনপ্রীতি, ব্যক্তিবিদ্বেষ অথবা অবজ্ঞা সমগ্র জাতি এবং রাষ্ট্রকে বিতর্কিত ও কলুষিত করবে। এ কারণে জাতির ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস অত্যন্ত সতর্কতা ও গুরুত্বের সঙ্গে লেখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে জনগণের মধ্যে নানা মত ও বিভেদ বিদ্যমান। যে কারণে স্বাধীনতার পর আমাদের স্বনির্ভর হতে বারবার বাধাগ্রস্ত হতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে; ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে সজ্ঞানে। সজ্ঞানে স্বাধীনতার সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবনে এবং জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে জেলখানায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এমন হত্যাকা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ও কলঙ্কজনক। রাজনৈতিকভাবে এসব ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে বিতর্কিত করা হচ্ছে মনগড়া তথ্য দিয়ে। এমনকি তাদের অবদান অস্বীকার করার মতো ধৃষ্টতাও দেখানো হচ্ছে।

মানুষ মাত্রই ভুলভ্রান্তি থাকে। কর্ম ও নেতৃত্বে ভুল থাকতেই পারে। মানজজীবনে এটা যথাস্বীকৃত। তাই বলে হত্যা করতে হবে–এমন বিধান কোথাও নেই। বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াকু বীর বা রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করা কোনো আন্দোলনের মাধ্যমে বা বি-নাবিচারে, তা কোনোভাবেই যথার্থ কাজ নয়। মহান স্বাধীনতার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ঐক্য না থাকার কারণে প্রজন্ম বিপথগামী হয়; অদৃষ্টবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অর্ধশতকে স্বাধীন বাংলাদেশে তা-ই হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য লাগাতার সংগ্রাম, রক্তঢালা লড়াই, শ্রমসাধ্য নেতৃত্ব এবং শেষমেশ যুদ্ধক্ষেত্রে যাদের যতখানি অবদান তার ততখানি মূল্যায়ন নিয়ে আজও বিতর্ক চলমান। সেই সঙ্গে চলছে স্বজনপ্রীতি, দলীয় স্বার্থ, অবজ্ঞা-অবহেলা, প্রতারণা, যা সভ্য দেশে চিন্তাই করা যায় না। একটি জাতির ইতিহাস, তার স্বাধীনতার ইতিহাস কোনোভাবেই অবজ্ঞা-অবহেলার বিষয় নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় এশিয়ার একাধিক দেশে যেমন ভারত, জাপান, চীন, দুই কোরিয়া, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান প্রভৃতি। এসব দেশে ঐতিহাসিক ঘটনা ও কর্মকা নিয়ে নানাবিধ সমস্যা থাকার কারণে সত্যিকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং সজ্ঞানে ভুলভ্রান্তি সাজিয়ে ইতিহাস লিখিত হয়েছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ভুল ইতিহাস শেখানো হচ্ছে। এমনকি একাধিক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব দেশের অবদান রয়েছে অথবা দেশ গঠনে সার্বিক

বিনিয়োগ ও সহযোগিতা রয়েছে, সেসব সজ্ঞানে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভুলভ্রান্তি শিখে বড় হচ্ছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সহমর্মিতা জলাঞ্জলি দিচ্ছে। এমনকি তারা জানতেই পারছে না, তার দেশের সত্যিকারের ইতিহাস কতখানি সঠিক, যৌক্তিক ও প্রামাণিক! সুতরাং এতে জাতিগত ঐক্যেই শুধু ফাটল নেই; আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও দুর্বল হয়ে থাকতে হয়। এখন রাষ্ট্রের সঠিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার ইতিহাস বিষয়ে সর্বজনের স্বীকৃতি ও নিরঙ্কুশ ঐক্য স্থাপন জরুরি।

প্রবীর বিকাশ সরকার: শিশুসাহিত্যিক ও গবেষক

নববর্ষের শোভাযাত্রায় থাকছে না আবু সাঈদের 'প্রতীকী মোটিফ'

ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের আয়োজনে রাজধানীতে বাংলা নববর্ষের শোভাযাত্রায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ আবু সাঈদের 'প্রতীকী মোটিফ' থাকছে না। শোভাযাত্রায় আবু সাঈদের 'প্রতীকী মোটিফ' রাখা বিষয়ে প্রাথমিক চিন্তা ছিল। কিন্তু এখন এই চিন্তা থেকে সরে আসা হয়েছে।

বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আজাহারুল ইসলাম শেখ গণমাধ্যমকে বলেন, শহীদ আবু সাঈদের 'প্রতীকী মোটিফ' (তারা এটাকে ভাস্কর্য বলছেন না) নিয়ে প্রাথমিক স্কেচ হয়েছিল। এর মাধ্যমে আবু সাঈদের বীরত্বকে তুলে ধরার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে কেউ কেউ চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু আবু সাঈদের পরিবার চাইছে না, তাই এ বিষয়ে অনেকের চিন্তা থাকলেও সেখান থেকে সরে আসা হয়েছে।

এর আগে গত সোমবার আজাহারুল ইসলাম বলেছিলেন, এবার শোভাযাত্রায় প্রাথমিকভাবে বড় আকারের চারটি ভাস্কর্য রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে থাকবে ২০ ফুট দীর্ঘ জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ আবু সাঈদের ভাস্কর্য। আরও থাকবে একটি করে বাঘ, পাখি ও স্বৈরাচারের প্রতীকী ভাস্কর্য। আর অনেক মুখোশ থাকবে। নাম মঙ্গল শোভাযাত্রা থাকবে, না পরিবর্তন করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। সামনে আরও সময় আছে, তখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

চারুকলা ১৯৮৯ সাল থেকে পয়লা বৈশাখে শোভাযাত্রা করে আসছে। শুরুতে নাম ছিল আনন্দ শোভাযাত্রা। নব্বইয়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে অমঙ্গলকে দূর করে মঙ্গলের আহ্বান জানিয়ে শোভাযাত্রার নামকরণ হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বিশ্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

গাজ়ার হামাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বাসিন্দাদের। কোথায় পালিয়ে বাঁচবেন, সেই চিন্ড়ায় ঘুম উড়ছে অনেকেরই। সেই আবহেই উত্তর গাজ়ার বেইত লাহিয়ার রাস্ড়ায় বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গেল কয়েকশো প্যালেস্টাইনিকে। মঙ্গলবার রাতে সমাজমাধ্যমে বিক্ষোভের একাধিক ভিডিয়ো ও ছবি ছড়িয়ে পড়ে (যদিও এই ভিডিয়ো এবং ছবির সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম)। তাতে দেখা গিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অধিকাংশই পুর"ষ। তাঁদের মুখে স্লোগান, হাতে ব্যানার। লেখা, 'যুদ্ধ বন্ধ করো', 'আমরা শান্ড়িতে থাকতে চাই'! শুধু তা-ই নয়, প্যালেস্টাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের বির"দ্ধেই তাঁদের সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে। গাজ়া ভূখ"ে হামাসদের চান না তাঁরা, সেটাই বোঝাতে চাইলেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের স্লোগান, 'হামাস দূর হটো'।

স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বেইত লাহিয়ার রাস্ড়ার বিক্ষোভ হটাতে বলপ্রয়োগ করে হামাস। অনেককে দেখা যায় কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে লাঠি হাতে বিক্ষোভকারীদের উপর হামলা চালাচ্ছেন। দাবি, এই হামলায় অনেকে আহত হয়েছেন। তবে কারা এই বিক্ষোভের নেপথ্যে রয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এক বিক্ষোভকারীর কথায়, ''আমি জানি না কে এই বিক্ষোভের আয়োজন করেছিলেন। সমাজমাধ্যম টেলিগ্রামের এক বার্তা দেখে রাস্ড়ায় নেমেছিলাম।'' তবে তিনিও চান যুদ্ধ শেষ হোক। বিক্ষোভকারীদের দাবি, চলমান যুদ্ধপরিস্থিতিতে তাঁরা ক্লান্ড়। আরও এক বিক্ষোভকারীর প্রশ্ন, ''যদি হামাসের গাজ়া ছেড়ে যাওয়াই সমাধানের শেষ কথা হয়, তবে কেন তারা চলে যাচ্ছে না?''

২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে ইজ়রায়েল এবং প্যালেস্টাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের যুদ্ধ চলছে। সম্প্রতি শর্তসাপেক্ষে উভয়পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল। গত ১৯ জানুয়ারি থেকে যুদ্ধবিরতি শুর" হয়। কিন্তু আচমকা তার শর্ত লঙ্ঘন করে গাজ়ায় আবার হামলা শুর" করেছে

ইজ়রায়েল। রমজ়ান মাস চলাকালীনই প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশে গত ১৮ মার্চ আবার গাজ়ায় শুর" হয়েছে গোলাবর্ষণ। বার বার এই ইজ়রায়েলি হামলায় 'ক্লান্ড়' প্যালেস্টাই-নিরাই পথে নামলেন হামাসের বির"দ্ধে।

মধ্যরাতে গাজ়ায় ফের ইজ়রায়েলি হামলা! হত সাত শিশু-সহ ২৩ জন, হানা সিরিয়ার বিমানঘাঁটিতেও

মধ্যরাতে গাজ়ায় ফের হামলা চালাল ইজ়রায়েল। সাময়িক বিরতির পর এই নিয়ে টানা আট দিন গাজ়ায় হামলা চালাল ইজ়রায়েলি সেনা। 'আল জাজ়রি'র প্রতিবেদন অনুসারে, নতুন এই হামলায় সাত শিশু-সহ ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতও হয়েছেন বেশ কয়েক জন। হতাহতদের প্রায় প্রত্যেকেই দক্ষিণ এবং মধ্য গাজ়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

অন্য দিকে, সোমবার সিরিয়ার দু'টি বিমানঘাঁটিতে হামলা চালায় ইজ়রায়েল। কয়েক দিন আগেই এই দুই ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিল তারা। ইজ়রায়েলি হামলা নিয়ে সম্প্রতি অসন্ড়োষ প্রকাশ করেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিবিদ কাজা কল্লাস। তিনি জানান, সিরিয়ায় বাশার-আল-আসাদ সরকারের পতনের পর ইজ়রায়েলের উপর আর আক্রমণ চালায়নি সিরিয়া। এই পরিস্থিতিতে ইজ়রায়েল সে দেশে হামলা চালিয়ে গেলে পরিস্থিতি বেগতিক হবে বলে সতর্ক করেন তিনি।রবিবার রাতেই দক্ষিণ গাজ়ার বৃহত্তম হাসপাতাল নাসেরে হামলা চালায় ইজ়রায়েল। হামলার জেরে হাসপাতালে আগুন ধরে যায়। তাতে প্যালেস্টাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের এক শীর্ষনেতার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে ইজ়রায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ)। গাজ়ায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রককে উল্লেখ করে সংবাদ সংস্থা এপি জানায়, যুদ্ধে জখম বহু মানুষের চিকিৎসা চলছিল নাসের হাসপাতালে। সেই সময়ে হামলা চালায় ইজ়রায়েলি বাহিনী। হাসপাতালের শল্যচি-কিৎসা বিভাগের উপর বোমা পড়ে। সেখানে আগুন ধরে যায়। তাতে বহু রোগী নতুন করে জখম হন। মৃত্যু হয় এক জনের।

২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইজ়রায়েল এবং হামাসের যুদ্ধ শুর" হয়েছে।প্রায় ১৮ মাসের এই যুদ্ধে গাজ়া ভূখ"ে মৃত প্যালেস্টাইনিদের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে দাবি হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। গত জানুয়ারি থেকে সাময়িক যুদ্ধবিরতি শুর" হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি সেই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে ইজ়রায়েলি সেনা নতুন করে হামলা শুর" করেছে বলে অভিযোগ। তাতেও নিহতের সংখ্যা কয়েকশো। ইজ়রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, সকল পণবন্দিকে মুক্ত না-করা পর্যন্ড় এবং হামাসের সম্পূর্ণ বিনাশ না-দেখা পর্যন্ড় তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা করেই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছেন বলে জানান নেতা-নিয়াহু।

Wanted
Priest and Chaaplain,
Ratan K Chakrobarty
durg Puja, Kali Puja, santiSwastyan, marriage, register, annaprsashan, srdaah et. NYScertified priest and Chaplin License no-4677.

জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা

ডিসেম্বর-জুনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন

সরকারের গৃহীত সংস্কার কাজে খুবই ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। এ ছাড়া এবার রমজানে সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারায় জনগণ স্বস্তি পেয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। স্বাধীনতা দিবস ও পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গতকাল জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'নির্বাচনের ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, এ বছর ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে।'

তিনি বলেন, 'আমরা চাই, আগামী নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক। এজন্য নির্বাচন কমিশন সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দী-পনায় নির্বাচনের জন্য তৈরি হতে শুরু করবে বলে আশা করছি।'

প্রতিটি রাজনৈতিক দল সংস্কারের পক্ষে মতামত দিচ্ছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কার কাজে খুবই ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে তাদের মতামত তুলে ধরছে। কোন রাজনৈতিক দল কোন কোন সংস্কার প্রস্তাবে একমত হয়েছে, কোনটিতে দ্বিমত হয়েছে, সেসব তারা জানাচ্ছেন। এটা আমাদের জাতির জন্য অত্যন্ত সুখকর বিষয় যে, প্রতিটি রাজনৈতিক দল সংস্কারের পক্ষে মত দিচ্ছে। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আপনারা জানেন ইতোমধ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন তাদের কাজ শুরু করেছে। ছয়টি সংস্কার কমিশনের ১৬৬টি সু-পারিশ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনসহ ৩৮টি রাজনৈতিক দলের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শুরু হয়েছে।

ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে সব রাজনৈতিক দলের মতামত নেওয়ার কাজ এখন চলমান আছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা ভাষণে বলেন, কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হবে, সেগুলো চিহ্নিত করা এবং তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা। যেসব দল এতে একমত হয়েছে তাদের স্বাক্ষর নেওয়া। এই তালিকাটিই হবে জুলাই চার্টার বা জুলাই সনদ। তিনি বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব, জাতির সামনে পুরো প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা এবং প্রক্রিয়া শেষে নির্বাচনের আয়োজন করা'।

চলতি রমজান মাসজুড়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা ভাষণে বলেছেন, 'রমজান মাসজুড়ে সরবরাহ চেইনের প্রতিবন্ধকতা কঠোরভাবে প্রতিহত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। দেশের সব জায়গা থেকে খবর এসেছে যে, এই রমজানে দ্রব্যমূল্য আগের তুলনায় কমেছে; জনগণ স্বস্তি পেয়েছে। দাম নিয়ন্ত্রণে এই প্রচেষ্টা চলমান থাকবে।' তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জোর ব্যবস্থা নিয়েছে। রমজান ও ঈদে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল জিনিসপত্রের দামের লাগাম টেনে ধরা, বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। এ রমজানে যাতে কোনো পণ্যের দাম বেড়ে না যায় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ যেন বিঘ্নিত না হয় সেজন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। স্বৈরাচারী সরকারের সময়ে ভয়াবহ লুটপাটের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, 'গত ১৬ বছরে শেখ হাসিনা যে ভয়াবহ লুটপাট কায়েম করেছিলেন, আপনারা সেটার ভুক্তভোগী ছিলেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে তারা পালিয়ে যাওয়ার সময় এক লন্ডভন্ড অর্থনীতি রেখে গেছে। এই পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে'।

তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরেছে, ক্রমান্বয়ে অর্থনীতির অপরাপর সূচকগুলো ইতিবাচক ধারায় ফিরতে শুরু করছে। এ সরকারের সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি। ফেব্রুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৩২ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে, যা ২২ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগামী জুন মাসের মধ্যে এটি ৮ শতাংশের নিচে নেমে আসবে বলে আশা করছি।

দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'দেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিতে স্বস্তি এনে দিয়েছে আমাদের প্রবাসী ভাই-বোনেরা। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রেমিট্যান্স ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ রেকর্ড গড়েছে, প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আড়াই বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। রেমিট্যান্স যোদ্ধারা আমাদের দেশের অর্থনীতি গড়ার বীর সৈনিক।'

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থা প্রতিষ্ঠা করা গেছে উল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'পলাতক সরকারের আমলে চর দখলের মতো দেশের ব্যাংকগুলো দখল করে নেওয়া হয়েছিল। আমানতকারীদের টাকা তারা নিজেদের ব্যক্তিগত টাকায় রূপান্তরিত করে ফেলেছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম কাজ ছিল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থা ফিরিয়ে আনা, আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষা করে নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, হিসাবপত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করা। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থা প্রতিষ্ঠা করা গেছে। এর ফলে অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ফিরেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের অর্জনগুলোর মধ্যে এটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিকে, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৃথিবীর সব সরকার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলেও ভাষণে উল্লেখ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেছেন, এটা শুরু হয়েছিল গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের বার্ষিক বৈঠকে। বিশ্বের সরকারপ্রধানরা কীভাবে আমাদের সঙ্গে আগ্রহ নিয়ে দেখা করতে এগিয়ে এসেছে। তার পর থেকে যেকোনো সম্মেলনে গেছি, দেখেছি আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের আগ্রহ কীভাবে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শিগগিরই দেশে নতুন বিনিয়োগ আসবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করে যাচ্ছে। তারা বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থায় বিনিয়োগের বিষয়ে খুবই আগ্রহী। আশা করছি, দ্রুততম সময়ে দেশে নতুন নতুন বিদেশি বিনিয়োগ আপনারা দেখতে পাবেন।'

শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে পোস্ট, এসিল্যান্ড প্রত্যাহার

ঢাকা, শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিরাজুম মুনিরা কায়ছানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে তাকে প্রত্যাহার করা হয়। যদিও সিরাজুম মুনিরা দাবি করেছেন, এই পোস্ট তিনি দেননি। তার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক হয়েছিল। সরাইল উপজেলার এসিল্যান্ডের ফেসবুক আইডি থেকে বুধবার সকালে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে পোস্ট দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর পরই সরাইল অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্বাধীনতার দিবসের কুচকাওয়াজে গেলে সেখানে বিএনপির নেতাকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন এসিল্যান্ড সিরাজুম মুনিরা কায়ছান। এর পর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এর প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর পোস্টটি ডিলিট করা হয়। পরে আরেকটি পোস্ট করা হয়। এতে প্রথম পোস্টটি ফেসবুক আইডি হ্যাক করে করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। এ ঘটনাকে নাটক দাবি করেন সরাইল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নুরুজ্জামান লস্কর তপু। তিনি এসিল্যান্ডের অপসারণ দাবি করেন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

চীন পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন ড. ইউনূস।

২৭ মার্চ প্রধান উপদেষ্টা বোয়াও ফোরাম ফর এশিয়া (বিএফএ) অ্যানুয়াল কনফারেন্সের উদ্বোধনী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগদান করবেন ও ভাষণ দেবেন। পরে প্রধান উপদেষ্টা চীনের স্টেট কাউন্সিলের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ড. ইউনূস ২৯ মার্চ সকালে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং রাতে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা করবেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গত ১৬ মার্চ জানান, এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হবে। এছাড়া তিনি চীনের হাইটেক পার্ক পরিদর্শন করবেন।

তিনি আরও জানান, এ সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চায় অন্তর্বর্তী সরকার।

শফিকুল আলম বলেন, এ সরকার বাংলাদেশকে একটা বৈশ্বিক ম্যানুফেকচারিং হাব (উৎপাদন কেন্দ্র) হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। সে লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টার সফরে চীনের কারখানাগুলোকে কীভাবে বাংলাদেশে স্থানান্তর করা যায়, সে বিষয়টি আলোচনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে।

প্রেস সচিব বলেন, বিএফএকে বলা হয় প্রাচ্যের দাভোস। এ সম্মেলনে এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীরা যোগ দেবেন। আমরা আশা করছি, বিএফএ সম্মেলনের সাইডলাইনে চীনসহ অন্যান্য দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠক হবে প্রধান উপদেষ্টার।

তিনি জানান, এ সফরে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে মূল ফোকাস থাকবে চীনের কোম্পানিগুলো যেন তাদের কারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তর করে। গত বছর জাতিসংঘ সম্মেলনের সাইডলাইনে অনুষ্ঠিত চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকে অধ্যাপক ইউনূস চীনের নবায়নযোগ্য জ্বালানি কোম্পানিকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার আহ্বানে সাড়া দিয়ে চীনের দুটি কোম্পানি ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অফিস স্থাপন এবং সোলার এনার্জিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শফিকুল আলম বলেন, চীনের সোলার কোম্পানি ট্রেড প্রোটেকশনের কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হবেন না।

প্রেস সচিব বলেন, আশা করছি এই সফরের পর আরও চীনা কোম্পানি বাংলাদেশে আসবে। চীনের হাসপাতাল চেইন যেন বাংলাদেশে যৌথ বিনিয়োগ করে–সে বিষয়ে আলোচনা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

২০ মার্চ প্রেস সচিব বলেন, এটা একটা ঐতিহাসিক সফর হবে। একটা বিষয় হচ্ছে যে চীন আমাদের এখান থেকে তিনটা পণ্য বড় আকারে আমদানি করতে চায় বলে চীনা রাষ্ট্রদূত আমাদের জানিয়েছেন। এগুলো হলো আম, কাঁঠাল ও পেয়ারা।

তিনি বলেন, সেজন্য আমরা আশা করছি যে চীনের সঙ্গে আমাদের একটা নতুন এক্সপোর্টের দিগন্ত উন্মোচিত হবে। বাংলাদেশি আম চীনারা পছন্দ করে এবং তারা কাঁঠালও খুব পছন্দ করেন। কাঁঠালটা খুব বৃহৎ আকারে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারব।

২৩ মার্চ পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার চীন সফরে কোনো চুক্তি সই হবে না। তবে, বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে।

জুলাই অভ্যুত্থান দেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনাঃ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উদ্যোগে গতকাল জুলাই গণ অভ্যুত্থানে আহত ও শহীদ যোদ্ধাদের পরিবারবর্গের সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই আয়োজনে ৭২ জন আহত যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদেরসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আইএসপিআর জানায়, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান তাঁর বক্তব্যে জুলাই গণ অভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের জাতির গর্ব হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই আন্দোলনে তরুণ সমাজ শুধু অংশগ্রহণই করেনি বরং কীভাবে সত্য ও সঠিক পথে ন্যায়সংগত দাবি আদায় করা যায় সেই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুলাই যোদ্ধাদের স্বপ্ন পূরণে সবসময় পাশে থেকেছে। তিনি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন, 'সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা সর্বত্র আমরা দেশের তরে' এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দেশ মাতৃকার কল্যাণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সব সময় পাশে থাকবে।

সেনাপ্রধান বিশেষভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, সততা, মান-বিকতাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার সমন্বয়ে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে এই দেশ সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তিনি সেই স্বপ্ন পূরণে সবাইকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ জানান। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জুলাই গণ অভ্যুত্থানে আহত ও নিহত যোদ্ধাদের প্রতিটি পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ভিক্ষুক এই ভারতীয়, সম্পদের পরিমাণ ৭.৫ কোটি

ঢাকা,ভারত জৈনকে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ভিক্ষুক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কারণ তার সম্পদের পরিমাণ ৭.৫ কোটি রুপি। তার কাহিনী ভারতে ভিক্ষাবৃত্তির রমরমাকে তুলে ধরে, যেখানে বহু মানুষ উপার্জনের পথ হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেন। তার কারণ এটি আরও ভালো আর্থিক আয় প্রদান করে। ভারত জৈন ছত্রপতি মহারাষ্ট্রের শিবাজি মহ-ারাজ টার্মিনাস এবং আজাদ ময়দানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভিক্ষাবৃত্তি করেন। এমনকি বহুবছর ধরে এই কাজ করে এখন তিনি ফ্ল্যাট এবং দোকানসহ মুম্বইতে একাধিক সম্পত্তির মালিক। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা জৈনের স্কুলে যাওয়ার সামর্থ্য ছিল না। ক্রমাগত ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই করে দিন কাটছিলো তার।

বাধ্য হয়ে তিনি ভিক্ষা করতে শুরু করেন এবং এখন তার পরিবারের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। তিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে ভিক্ষা করছেন। প্রতিদিন দু হাজার থেকে আড়াই হাজার পর্যন্ত আয় করেন।প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ ঘন্টা একটানা ভিক্ষা করে প্রতি মাসে ঘরে তোলেন ৬০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার রুপি। ১.৪ কোটি রুপি দিয়ে দুটি ফ্ল্যাট কিনেছেন ভারত জৈন। যেখানে তার স্ত্রী, দুই ছেলে, বাবা এবং ভাইসহ গোটা পরিবার থাকে।এছাড়াও থানে-তে তিনি দুটি দোকানের মালিক। যারা তাকে ৩০ হাজার রুপি মাসিক ভাড়া দেয় করে। তার ছেলেরা বিখ্যাত কনভেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করছে এবং তার পরিবারের একটি নিজস্ব স্টেশনারি দোকান রয়েছে। আর্থিক স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও, জৈন তার ভিক্ষাবৃত্তির পেশা ছাড়তে পারেননি। ইকোনমিক টাইমসের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে জৈন বলেছেন, 'আমি ভিক্ষাবৃত্তি উপভোগ করি এবং আমি এটি ছেড়ে দিতে চাই না। আমি লোভী নই। আমি উদার।'

শুধু ফ্ল্যাট বা দোকান কেনাই নয়। কীভাবে মন্দির এবং দাতব্য সংস্থায় দান করেন তাও জানিয়েছেন এই ভিক্ষুক।

একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান
জ্যামাইকায় গ্রোসারীর জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম
FATEMA GROCERY & HALAL MEAT
ফাতেমা গ্রোসারী এন্ড হালাল মীট
প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
প্রতি সপ্তাহে পেন্টনে আসা তাজা মাছ পাওয়া যায়
BEST PRICE 100% BEST PRICE GUARANTEED

167-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-9642
এখানে পাবেন সকল প্রকার মসলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ টাটকা শাক-সব্জী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গোসারী সামগ্রী

R&R DENTAL LAB

আমরা অথি উন্নতমানের Technology ও অভিজ্ঞ Technician দ্বারা সব ধরনের Acrylic,metal, flexilble Dentures তৈরী করে থাকি। আমরা দ্রুত Pickup ও Delivery করি। তাছাড়া যাবতীয় Repair, Reline,add tooth ও Nightguard একই দিনে মেরামত করে Delivery করি। আমরা প্রায় ৩০ বৎসর যাবত সুনামের সাথে Dentures এর কাজে নিয়োজিত আছি।
We guarantee your satisfaction
Tel:(718)-533-1611

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street. (1F). Jackson Heights. NY 11372

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
Vol 25 No.02 Thursday 27 March 2025 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

কেন্দ্রীয় নেতাদের পরস্পরবিরোধী ফেসবুক পোস্টে অস্বস্তি এনসিপির

পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে দলটিকে। যেটিকে দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থি বলে মনে করছেন অনেকে। আবার এসব বক্তব্যের কারণে দলের বাইরে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও দূরত্ব বাড়ছে এনসিপি'র। দলটির অনেক নেতা মনে করেন- রাজনীতির টেবিলে এমন অনেক বিষয়ে আলোচনা হয় যার সবই জনসম্মুখে আসা উচিত নয়। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার ও সভা-সমাবেশে বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। কারণ এসব বক্তব্যে সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হবে নতুন রাজনৈতিক শক্তি এনসিপি'র ওপর। এ বিষয়ে দলের অভ্যন্তরে নেতাকর্মীদের নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় নেতাদের কড়াভাবে সচেতন করা হয়েছে। দলটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব মানবজমিনকে বলেন, এনসিপি'র নতুন নেতৃত্ব এক্টিভিজমের (কার্যক্রম) মাধ্যমে উঠে আসা। তারা গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে, এক্টিভিজম করেছে। এখন তারা রাজনীতি করছেন। রাজনীতি আর এক্টিভিজম এক না। কারণ তখন ব্যক্তিগত বক্তব্যটাও দলীয় বক্তব্যে রূপ পায়। আমাদের কারও কারও বক্তব্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তারা তাদের বক্তব্য প্রত্যাহারও করে নিয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যতে এমন বক্তব্য দেয়া থেকে সবাই সতর্ক থাকবেন। এ পরিবর্তনটা দ্রুত হয়ে যাবে বলে মনে করি। আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ মিটিংয়েও সবাইকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছি। আশা করছি এক্টিভিজমের আর পলিলিটিক্সের পার্থক্য তারা দ্রুত বুঝতে পারবেন। তবে আওয়ামী লীগ, নৌকা এবং ভারতের বিষয়ে আমাদের সবার বক্তব্য এক। এতে কোনো মতানৈক্য নেই।

সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার এক বক্তব্য ঘিরে রাজনীতিতে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। যেখানে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগকে নিষেদ্ধের কোনো পরিকল্পনা তার সরকারের নেই। প্রধান উপদেষ্টার এ বক্তব্যের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টের মাধ্যমে রিফাইন্ড আওয়ামী লীগের বিষয়টি সামনে আনেন এনসিপি'র দক্ষিণাঞ্চলের মুখপাত্র হাসনাত আব্দুল্লাহ। যেখানে তিনি দাবি করেন, ১১ই মার্চ ক্যান্টনমেন্টে তাদের ডেকে রিফাইন্ড আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফেরা নিয়ে প্রস্তাব করা হয়। হাসনাত আবদুল্লাহ তার ভেরিফাইড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেয়া পোস্টে বলেন, 'রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ'- নামে নতুন একটি ষড়যন্ত্র নিয়ে আসার পরিকল্পনা চলছে। এই পরিকল্পনা পুরোপুরি ভারতের। সাবের হোসেন চৌধুরী, শিরীন শারমিন ও তাপসকে সামনে রেখে এই পরিকল্পনা সাজানো হচ্ছে। ১১ই মার্চ সেনানিবাসে হাসনাত আবদুল্লাহসহ দু'জনের কাছে এমন একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন, আমাদের প্রস্তাব দেয়া হয়, আসন সমঝোতার বিনিময়ে আমরা যেন এই প্রস্তাব মেনে নিই। আমাদের বলা হয়, ইতিমধ্যে একাধিক রাজনৈতিক দলকেও এই প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তারা শর্তসাপেক্ষে আওয়ামী লীগ পুনর্বাসনে রাজি হয়েছে। একটি বিরোধী দল থাকার চেয়ে একটি দুর্বল আওয়ামী লীগসহ একাধিক বিরোধী দল থাকা না কি ভালো। হাসনাতের এমন দাবির পর কড়া প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এনসিপি ও জনসাধারণের মধ্যে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভও করেছেন শিক্ষার্থীরা। বক্তব্য দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে এনসিপি। দলটির অনেক নেতাকর্মী সেনাবাহিনী নিয়ে প্রকাশ্যে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন। বিষয়টি নিয়ে চরম অস্বস্তিতে পড়ে এনসিপি। দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী সাংবাদিকদের বলেন, তার (হাসনাত আবদুল্লাহ) এই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসা উচিত হয়নি। আমরা মনে করি, এটা শিষ্টাচারবর্জিত একটি স্ট্যাটাস হয়েছে এবং রাষ্ট্রের ফাংশনাল জায়গায় আমরা দেখি যে, ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ রাজনৈতিক জায়গায় হস্তক্ষেপ করছেন। আমাদের কাছে এই ধরনের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। এই সিদ্ধান্তগুলো রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নেবে এবং সরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, সেগুলোর এতে জড়িত না হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। অন্যদিকে সুইডেনভিত্তিক নেত্র নিউজের এক প্রতিবেদনে সেনাসদরকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, হাসনাত আবদুল্লাহর পোস্ট 'সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি বৈ অন্য কিছু নয়'। এছাড়া তার বক্তব্যকে 'অত্যন্ত হাস্যকর ও অপরিপক্ব গল্পের সম্ভার' হিসেবেও আখ্যা দিয়েছে সেনাবাহিনী। এরপর গত রোববার এনসিপি'র উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম হাসনাতের বক্তব্যের বিরোধিতা করে পৃথক স্ট্যাটাস দেন। ১১ই মার্চ ক্যান্টনমেন্টের ওই বৈঠকে হাসনাতের সঙ্গে সারজিসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার স্ট্যাটাসে লিখেছেন, যেভাবে এই কথাগুলো ফেসবুকে স্ট্যাটাসের মাধ্যমে এসেছে, এই প্রক্রিয়াটি আমার সমীচীন মনে হয়নি। বরং এর ফলে পরবর্তীতে যেকোনো স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আস্থার সংকটে পড়তে পারে। তিনি বলেন, যে টোনে হাসনাতের ফেসবুকের লেখা উপস্থাপন করা হয়েছে, আমি মনে করি কনভারসেশন ততটা এক্সট্রিম ছিল না। তবে অন্য কোনো একদিনের চেয়ে অবশ্যই স্ট্রেইট-ফরওয়ার্ড এবং সো-কনফিডেন্ট ছিল।

হাসনাত-সারজিসের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যে অস্বস্তিতে পড়েছে এনসিপি। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর সঙ্গেও দলটির প্রকাশ্য বিরোধে জড়ানো স্পষ্ট হয়। এমনকি এমন গোপন বৈঠকের বিষয় প্রকাশ্যে আনায় দলটির প্রতি আস্থার সংকট তৈরি হয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও। বিষয়টি নিয়ে খোদ এনসিপি'র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও সমলোচনা করা হয়। বিষয়টির সমাধানে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও পরামর্শ নেয়া হয়। সূত্রের দাবি, সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও করেন নেতারা। আনঅফিসিয়ালি নিজেদের ভুল স্বীকার করে বার্তাও দেয়া হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে শুক্রবার এক ফেসবুক পোস্টে এনসিপি'র মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে সেনা জনতার অভ্যুত্থানের ফসল লুটকারী হিসেবে মন্তব্য করেন। একই স্ট্যাটাসে তিনি রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীর পুনর্বাসন নিয়েও অস্বস্তিকর মন্তব্য করেন। নাসীরের দেয়া ওই স্ট্যাটাসের যখন কড়া সমালোচনা হচ্ছে তখন তিনি তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। এরপর ওইদিন রাতে এনসিপি তাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নেতাকর্মীদের ফেসবুক ব্যবহারে সতর্ক থাকতে কড়া নির্দেশনা দেয়। দলটি মনে করছে, অযাচিত বক্তব্য দিলে জনগণের মধ্যে এনসিপি নিয়ে প্রত্যাশা আছে সেটিও ভাটা পড়বে।

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম

ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে আমরা যেন এমন কোন অন্যায় অপরাধ ও গুনাহের কাজে জড়িত না হই, যা আমাদের অর্জিত তাকওয়া বিনষ্ট করে দেবে।

রমজানের আনন্দ ও ঈদের আনন্দের তুলনা হয় না:

মুমীন জীবনে মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার নিমিত্তে ব্যয়িত প্রতিটি মুহূর্তই ইবাদত। দৈনিক যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, কিয়ামুল লায়ল, তাহাজ্জুদ আদায়, হালাল উপায়ে উপার্জিত রিজিক ভক্ষণ, সেহেরী, ইফতারী গ্রহণ, একাধারে বিশ রাকাত তারাবীহ আদায়, দিবারাত্রি মহাগ্রন্থ আল কুরআন তিলাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন, দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ, মানুষের কল্যাণে সাধ্যমতো দান-সাদকা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ইত্যাদি কল্যাণধর্মী মহৎ কার্যাবলী সম্পাদন যেন তাকওয়াভিত্তিক জীবন গড়ার এক মাসব্যাপী ট্রেনিং কোর্স। এ প্রশিক্ষণ আত্মশুদ্ধির, এ প্রশিক্ষণ মহাআনন্দের, এ আনন্দের তুলনা হয় না। ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে মুসলিমরা একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগাভগি করে নেয়, এতে ইসলামের ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য ফুটে উঠে।

ভোগ নয়, ত্যাগেই আনন্দ:

ঈদকে কেন্দ্র করে মার্কেটিং করা, শপিং করা, ঈদ উপলক্ষে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করা এসব কিছু দোষের না। এতে পরিবার-পরিজন, ছেলে, সন্তানদের আনন্দ রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় শরীয়তসম্মত পন্থায় আনন্দ উদযাপনের জন্য আমাদের জন্য এ দুটো ঈদ দিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য। আনন্দ উদযাপনের নামে আমরা যেন মাত্রাতিরিক্ত, সীমালংঘন না করি, বাড়াবাড়ি না করি। আমাদের চারপাশে কতো অসহায় ক্ষুধার্ত, বঞ্চিত, দুঃস্থ, অবহেলিত মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে, চিকিৎসার অভাবে কতো বনী আদম ধুকে ধুকে মরছে, তাদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা লাঘবে, অভাব মোচনে, চাহিদা পূরণে আমরা কি তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি? অথচ, আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে দেশের নামী দামী মার্কেটে গিয়ে সপ্তাহব্যাপী শপিং করে খোদা প্রদত্ত নিয়ামত ও সম্পদের অপব্যয় ও অপচয় করে যাচ্ছি সিয়াম সাধনার সংযমের মাসে। এ আচরণ কি ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করে? রমজান ও ঈদকে কেন্দ্রকে এক শ্রেণির সুযোগ সন্ধানী অসাধু ব্যবসায়ী দ্রব্যমূল্যে বাড়িয়ে দিয়ে এক মাসেই যেন সারা বছরের মুনাফা তুলে নেন। বড় বড় শপিংমলগুলোতে মাসব্যাপী অপ্রয়োজনীয় লাইটিং করে জাতীয় সম্পদ বিদ্যুতের যে অপচয় করা হচ্ছে তা দেখে দেশকে কেউ গরিব দেশ বলে ধারণাও করতে পারবে না।

ঈদের রাতের ফজিলত:

মুসলিম নরনারীর জন্য ঈদের রজনীর গুরুত্ব অপরিসীম। ঈমানদার বান্দাগণ, এ রজনীকে স্বীয় প্রভূর ক্ষমা লাভের প্রত্যয়ে ইবাদত বন্দেগী, জিকির, আজকার, ও নবীজির উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ ও নফল ইবাদতে নিয়োজিত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রত হন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বাংলা সিডিপ্যাপ-শেখর ও এলেমহার্স্ট হাসপাতালের ইন্টাপেইথ ইফতার

হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ ও কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান এবং এলমহার্স্ট হাসপাতাল গত ২০ মার্চ জ্যাকসন হাইটসের পিএস ৬৯ ক্যাফেটেরিয়ায় সন্ধ্যায় ৬টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত চলা এই ইফতার আয়োজনে বাংলাদেশিরা তো বটেই অংশ নেন নিউইয়র্কের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা স্প্যানিশ, আফ্রিকান, ভারতীয়, রোমানীয়সহ অ্যাথনিক কমিউনিটির প্রগতিশীল বিশাল ৬টি বিশাল সাংগঠনিক শক্তির প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ। একই সঙ্গে বিশেষ ইনক্লুসিভ এ ইফতার অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রায়ই ১৫ জন সিটি কাউন্সিল এবং অ্যাসেম্বলি মেম্বার। উপস্থিত ছিলেন এলজি বিডি কমিউনিটির প্রতিনিধিরা। এ সময়, ৭ জন স্টেট সিনেট এবং অ্যাসেম্বলিম্যান অলবেনিতে বাজেট এবং সিডিপ্যাপ সম্পর্কিত দরকষাকষির সমাধানে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে জ্যাকসন হাইটসে পৌঁছাতে পারেনি।

প্রায় দুই শতাধিক নারী-পুরুষের আন্তঃধর্মীয় এ ইফতার মাহফিলে সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী মূল প্রকাশশক্তি ছিল বাংলা সিডিপ্যাপের রোজাদার সদস্য এবং স্পেনিশ সদস্যরা। বাংলা সিডিপ্যাপের রোজাদার কর্মী এ স্প্যানিশ কর্মীরা অনুষ্ঠানে আগত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী, এথনিক কমিউনিউটির মানুষদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে রোজাদারদের জন্য দোয়া পড়ান বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম পরিচিত ইমাম আব্দুস সাদেক।

এ সময় ইন্টারফেইথ ইফতার আয়োজনকে সব জাতিগোষ্ঠীর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে স্যার ডক্টর আবু জাফর মাহমুদ বলেন, এখানে পবিত্র রমজানের ইফতার অনুষ্ঠানে যে পারস্পরিক বন্ধন ও যোগাযোগ গড়ে উঠলো তা গোটা কমিউনিটির জন্য অনেক বড় অর্জন। তিনি বলেন, আজকে এই আন্তঃধর্মীয় এই ইফতার আয়োজনের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠী আমাদের শক্তি ও একাত্মতা দেখেছে। একই সঙ্গে তাদের সঙ্গে যে বাংলাদেশিদের মেলবন্ধন তা-ও প্রকাশ্যে এসেছে। বৈরী আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে ইফতার আয়োজনে বিপুলসংখ্যক মানুষের উপস্থিতির জন্য তিনি আগতদের ধন্যবাদ জানান। বলেন, বাংলাদেশিদের বিশ্বব্যাপী যে একাত্ম মনোভাব তা বলে দেয় এ জাতি কখনো দুর্বল হওয়ার নয়।

জ্যাকসন হাইটস এলাকার কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণানকে বাংলাদেশিদের ভাই উল্লেখ করে ড. আবু জাফর আরো বলেন, শুরু থেকে তাকে আমরা সমর্থন দিয়েছি একই সঙ্গে তিনিও সব সময় আমাদের পাশে আছেন। বলেন, নিউইয়র্কের শাসনব্যবস্থায় বাংলাদেশিরা যাদের যাদের সমর্থন দিয়েছে তারা এখন নেতৃত্বে। আমরা এখন যে ধর্মবর্ণ ও গোষ্ঠী বিবেচনায় এখন দলবদ্ধ আছি, সামনের দিকেও সেভাবে এগিয়ে যাবে এখানকার প্রবাসীরা। কোনো শক্তি বাংলাদেশিদের দমাতে বা পিছিয়ে নিতে পারবে না উল্লেখ করে এ সময় সবাইকে এক হয়ে চলার আহ্বান জানান আবু জাফর। বলেন, গণমাধ্যমকেও এখানে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যা সেটি জানার বিষয়ে।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ২৫ ডিস্ট্রিক্টের কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান বলেন, এই ইনক্লুসিভ ইফতার এলে জ্যাকসন হাইটস ও এলেমহার্স্টে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যে হারমনি, বন্ধন, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সেটি প্রতিফলন ঘটায়। এটি বিশ্বের মধ্যে অন্যতম এলাকা যেখানে এক সঙ্গে বহু জাতিগোষ্ঠী ও সত্তা বছরের পর বছর বসবাস করছে বলেও জানান তিনি।

এ সময় নিউইয়র্ক তথা জ্যাকসন হাইটস ও এলেমহার্স্ট এলাকায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের বহুমুখী অবদানের কথা তুলে ধরেন শেখর কৃষ্ণান। বিশেষ করে তিনি এলেমহার্স্ট হসপিটালের বিরতিহীন স্বাস্থ্যসেবার প্রসঙ্গ তুলে ধরে এর সব ডাক্তার, সেবাকর্মীসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি মানবিক সেবায় অনন্য অবদান রেখে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান হোম কেয়ার সেবার সৃজনশীল কর্মবীর আবু জাফর মাহমুদের প্রতি।

ইফতার এ অনুষ্ঠানে মুসলিম ধর্মাবলম্বীকে পবিত্র রমজানের জন্য শুভকামনা জানান নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাসেম্বলি ওমেন জেসিকা গঞ্জালেস রোহাস। আনুষ্ঠিকভাবে ধন্যবাদ দেন ইনক্লুসিভ ইফতার আয়োজকদের।

এদিকে মহতী এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক ২৫-এর সাবেক সিটি কাউন্সিল মেম্বার ড্যানিয়েল ড্রম, ডিস্ট্রিক ২৩-এর কাউন্সিল মেম্বার লিন্ডা লি, ডিস্ট্রিক্ট ২০ এর সিটি কাউন্সিল মেম্বার সিন্ড্রা উং, ডিস্ট্রিক্ট ৩৭-এর অ্যাসেম্বলি মেম্বার ক্লেয়ার ভালডেইজ। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্ম, মত ও জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী সম্মানিত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিবাসী মর্যাদা' তুলে নিচ্ছেন ট্রাম্প

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে আসেন আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়কার এক 'স্পন্সরশিপ' কর্মসূচির অধীনে, যেটি সিএইচএনভি নামে পরিচিত। এই কর্মসূচির আওতায় তাদের বৈধ অভিবাসী হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসেই ট্রাম্প এ কর্মসূচি বাতিল করে দেন।

'অস্থায়ী সুরক্ষায়' থাকা এই অভিবাসীদের মধ্যে কতজন এরই মধ্যে স্থায়ী অভিবাসী বা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে থাকার সুযোগ দেয়া অন্য মর্যাদা জোগাড় করে নিয়েছেন, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

২০২২ সালে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বাইডেন এই সিএইচএনভি প্রথম ভেনিজুয়েলার নাগরিকদের জন্য এই কর্মসূচি চালু করেছিলেন, পরে তাতে আরো দেশ যুক্ত করা হয়।

এই কর্মসূচির আওতায় আমেরিকান পৃষ্ঠপোষক থাকলে ওই দেশগুলোর কিছু নাগরিক ও তার পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রে এসে দুই বছর পর্যন্ত থাকতে পারবে, এই সময়ের জন্য তাদের 'অস্থায়ী অভিবাসী মর্যাদা' থাকবে।

বাইডেন প্রশাসনের যুক্তি ছিল, এই কর্মসূচি অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের স্রোত কমিয়ে আনবে, আর যারা যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকবে, তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ বেশি থাকবে। গত ২১ মার্চ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ আগের প্রশাসনের এই যুক্তি খারিজ করে দিয়েছে এবং বলেছে, সিএইচএনভি তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সিএইচএনভি কর্মসূচির আওতায় থাকা কাউকে কাউকে যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হতে পারে, এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আবেদন পৃথকভাবে যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

ট্রাম্প বাতিল করে দেয়ার আগে এই কর্মসূচির আওতায় হাইতি থেকে ২ লাখ ১৩ হাজার, ভেনিজুয়েলার ১ লাখ ২০ হাজার ৭০০, কিউবার ১ লাখ ১০ হাজার ৯০০ এবং নিকারাগুয়ার ৯৩ হাজার বাসিন্দা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে বলে জানিয়েছে বিবিসি।

জসি চৌধুরী আর নেই

মার্চ সোমবার দিবাত রাতে নিউইয়র্কের এলমহার্স্ট হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার মৃত্যুতে বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষি মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

সামাজিক সংগঠন 'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র সভাপতি শাকিল মিয়া জানান, জসি চৌধুরী মেরুদণ্ডের সমস্যা নিয়ে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের এলমহার্স্ট হাসপাতালে ভর্তি হন। ওইদিনই তার মেরুদণ্ডে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার শরীরে ফুসফুসের জটিল সমস্যা ধরা পড়ে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তার দুটি ফুসফুসে অকেজো হয়ে যায়। চিকিৎসকেরা তার ফুসফুস প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার আগেই মারা যান জসি চৌধুরী।

শাকিল মিয়া জানান, ১৯৯৩ সালে আমেরিকায় আসেন জসি চৌধুরী। তিনি জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ফুটবলার। আমেরিকায় আসার সানরাইজ ক্লাবের হয়ে খেলেছেন দীর্ঘদিন। তার গ্রামের বাড়ি রাজবাড়িতে। বাংলাদেশের জীবন্ত কিংবদন্তী চিত্রনায়িকা রোজিনা তার ছোট বোন। মৃত্যুকালে জসি চৌধুরী স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে রেখে গেছেন। একমাত্র পুত্র সন্তান নীল বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অধ্যয়নরত।

এদিকে ২৬ মার্চ বুধবার মরহুম জসি চৌধুরীর নামাজে জানাজা বুধবার (২৬ মার্চ) বাদ আসর জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটের বাংলাদেশ

পাজার সামনে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ফাহাদ সোলায়মান ও শাকিলমিয়া।জানাজায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতিমহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মশিউররহমান, বক্সার সেলিম, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সারোয়ার খান বাবু ও বাংলাদেশসোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহদু সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন।

জানা গেছে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত জসি চৌধুরীর মরদেহ বাংলাদেশ পাঠানো হবে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার কাতারএয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তার মরদেহ ঢাকার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করবে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও সিবিএন টিভি'র

উদযাপিত হয়। এতে উপস্থিত হয়েছিলেন নিউইয়র্কের কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মীরা। সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক এবং সিনিয়র লেখক সাংবাদিক রহমান মাহবুব শুরুতেই সবাইকে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানান। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা, যিনি ইব্রাহীম চৌধুরীকে সাংবাদিকতার পাশাপাশি কমিউনিটি গঠনের দক্ষ কারিগর আখ্যা দেন। প্রবীণ সাংবাদিক, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, অন্য বাংলা পত্রিকাগুলো নিউইয়র্কে যা করতে পারেনি, প্রথম আলো তা করতে পেরেছে। একটি ঐক্যবোধ প্লাটফর্ম করেছে, যেখানে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সংবাদ পরিবেশনেও তাদের ভিন্নতা উল্লেখ করে প্রবীণ এ সম্পাদক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

এবিসিসিআই চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদের বক্তব্যে উঠে আসে প্রবাসে বাঙালি উদ্যোক্তাদের সাফল্যের গল্প। মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয় গিয়াস আহমেদ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সব কর্মীদের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানান। নারী সংগঠক সালমা ফেরদৌস তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, প্রথম আলো যেন আমাদের নতুন প্রজন্মকে লক্ষ্য করে সংবাদ ও অভিমত প্রকাশ করে। এর ফলে আমাদের নতুন প্রজন্মের সাথে শেকড়ের সংযোগটি দৃঢ় হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। নিউজার্সির পেটার্সন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন স্কুল বোর্ডের নির্বাচিত কমিশনার মোহাম্মদ রশিদ। তিনি তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে জানান নিজেও প্রথম আলোর নানা কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে আছেন। এ আনন্দযাত্রায় সংযুক্ত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন মোহাম্মদ রশিদ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনা ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন কবি ফারুক ফয়সল, কবি হোসাইন কবির, কবি রওশন হাসান, কবি মনিজা রহমান, কবি লায়লা ফারজানা, কবি জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, কবি শামস চৌধুরী রুশো, কবি ফারুক ফয়সল, এইচ বি রিতা, শরিফুজ্জামান পল, সুমন শামসুদ্দিন, আহমেদ সহুল, রাজিয়া নাজমী, নবনীতা দ্বিমিত্রা, স্বপন বিশ্বাস, মিয়া আছকির, শামস রুশো, আক্তার নাসিমা, কান্তা কাবির। বক্তব্য রাখেন মনিজা রহমান, শেলী জামান খান, রওশন হক, কুলসুম আক্তার সুমী, শামসুন ফৌজিয়া, সুরিত বড়ুয়া, রুপা খানম, সিমু আফরোজা। 'টক অফ দ্য উইক' নামের ফেসবুক ভিত্তিক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান নিয়ে কথা বলেন, ফরিদা ইয়াসমীন, সোহানা নাজনীন ও রোকেয়া দীপা।

অন্যান্যের মধ্যে সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাংবাদিক সাঈদ তারেক, ডিজিটাল ট্রাভেল এস্টোরিয়ার সিইও নজরুল ইসলাম, ল সোসাইটির সহসভাপতি মোহাম্মদ জুনেল, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, অ্যাংকর ট্রাভেলের সিইও মাইনউদ্দিন পিন্টু, সানমান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের সিইও মাসুদ রানা তপন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূঁইয়া, সমাজসেবক ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল হক, টাইম টিভি'র প্রশাসনিক কর্মকর্তা রাশীদা আখতার, সাংবাদিক জলি আহমেদ, আরিফুর রহমান, কলি ফারুক, আসিফুর রহমান, সাইফুল আলম, সায়ান সিদ্দিক, জাকির হোসেন, আব্দুল কাইয়ুম, সানজিদা উর্মি, তাসনুবা আনাম, মাসুম আহমেদ, শিল্পী মরিয়ম মারিয়া, মুক্তি জহির, কাবির আহমেদ, নুরুল খান, সাংবাদিক প্রতীক রহমান, কণ্ঠশিল্পী রোজী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কবি কাজী জহির তাঁর বক্তৃতায় , প্রবাসে সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে এ সংবাদপত্রটির সমৃদ্ধি কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী অধ্যায় ছিল পাঁচ মায়ের সম্মাননা। রওশন হকের মা গুলশান আরা চৌধুরী, রোকেয়া দীপার মা হাসনা হেনা, মনজুরুল হকের শাশুড়ি রোকেয়া বেগম, এইচ বি রিতার মা আনোয়ারা বেগম এবং শেলী জামান খানের মা সাজেদা জামানকে সম্মাননা দেওয়া হয়। গুলশান আরা চৌধুরীর কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল এভাবেই "সন্তানেরা যখন ভালো কাজে জড়িত, তখন মায়ের বুক ফুলে ওঠে। আপনাদের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।" রোকেয়া বেগমের চোখে জল এসে বলেছিলেন, "মেয়েকে সুযোগ দিয়েছেন বলেই আজ আমিও এই মঞ্চে।"

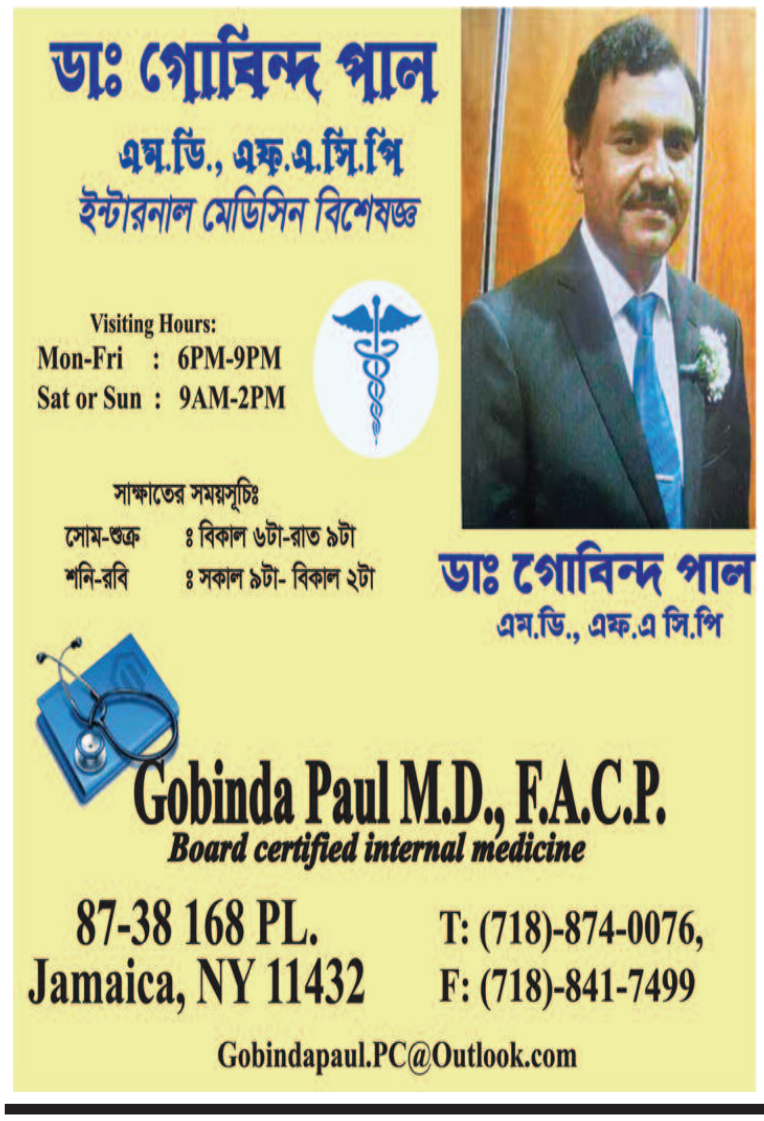

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

আমাদের প্রতিটি শাখায় **PCA, HHA** সার্টিফিকেট
সংগ্রহকারীদের রেজিস্ট্রেশন চলছে

নিজস্ব স্কুল থেকে
সার্টিফিকেট প্রদান

পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে
লেক্সা LHCSA সার্ভিস

এডাল্ট ডে কেয়ার
চালু হচ্ছে ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আরো ৫টি নতুন সেবা আসছে

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity

অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার
বাঙলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস

BANGLA COPAP

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood
President & CEO
646-769-0966, 718-290-8249
netlake111@gmail.com

LOCATIONS

Corporate Office
72-26 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
646-769-0966 888 487 0928

Jackson Heights Office
72-28 Broadway (1st Floor)
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237, 646-769-0966

Ozone Park Office
1127 Liberty Avenue
Brooklyn (Ozone Park),
NY 11208
888-486-0764, 347-673-5525
929- 434- 5618, 646-769-0966

Buffalo Office
Ideal BD Inc. 3178 Bailey Avenue
Buffalo, NY 14215
646-769-0966, 718-290-8249

Jamaica Office
15338 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
888 228 5803 646 769 0966

Brooklyn Office
544 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
888-209-7805, 718-310-8586
718- 500-2388, 646-769-0966

Bronx Office
1452 & 1454 East Avenue
Bronx, NY 10462
888-420-0168, 646-769-0966
718-290-8249

Albany Office
Suite 2009, 150 State Street
Albany, NY 12207
646-769-0966

দরদী মানব সেবার অঙ্গীকার

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ISP

Proudly Announces Happy Ramadan Cum

Eid Sale

Eid Sale MARCH 6th to Eid

Starting from Thursday March 6th 2025 till Eid

Prices have been Slashed Upto 40%

on entire stock of

- All varieties of pure silk saris
- All wool Kashmiri Shawls & Jackets
- French Chiffons Plain, Printed & Fancy
- French Chantilley Lace
- Crepe and Art Silk Saris and Salwar Khameez Sets
- Lenghas & Dupttas
- Ladies Kurtis.
- Man's and Boy's Kurta Pajama Sets (Punjabi) All kinds
- 2 Carat Jewellery & Perfumes

ISP INDIA SARI PALACE SINCE 1971

37-07, 74th Street, Jackson Heights, Queens New York, NY 11372, Tel: (718) 426-2700

প্রতিদিন সকাল ১০:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ খোলা থাকে।

E-mail: ispny@hotmail.com

Chicago: 2534 West Devon Avenue, Chicago, IL 60659. Ph: (773) 338-2127

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক
Bangladesh Society. Inc
86-24 Whitney Avenue Elmhurst, New York 11373

মহান স্বাধীনতা দিবস

সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা
ও শহীদদের প্রতি জানাই

গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক

www.jonmobhumi.com

এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ রাশি : ভাল কোনও সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে পারে। কারও কাছ থেকে বড় কোনও উপকার পেতে পারেন।হতাশার জন্য শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। মানুষের সেবায় শান্তিলাভ। নতুন কিছু কেনার পরিকল্পনা হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে ভ্রমণ হতে পারে। স্বজনবর্গের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। বন্ধুদের সাহায্যে ভাল কিছু হতে পারে। দুপুর নাগাদ ব্যবসা ভাল যাবে। ইচ্ছাপূরণ হওয়ার দিন। সন্তানের জন্য খরচ বাড়তে পারে। পিতার শরীর নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি।

বৃষ রাশি : ধর্মীয় স্থানে দান করায় শান্তিলাভ। কাজের জন্য বাড়ির কেউ বাইরে যাওয়ায় মনঃকষ্ট।সঙ্গীতচর্চায় নতুন রাস্তা খুলতে পারে। পরিশ্রমের সুফল পাবেন। কোনও প্রতিবেশীর দ্বারা ব্যবসায় উপকার পেতে পারেন। কারও প্ররোচনায় হঠাৎ উত্তেজিত হবেন না। পরিবারের অশান্তি মিটে যাওয়ার যোগ। অতিরিক্ত কথায় ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি ভাল যাবে। সকলে মিলে দূরে ভ্রমণের সম্ভাবনা। বাড়তি খরচের জন্য সঞ্চয় কম হবে।

মিথুন রাশি : সুবক্তা হিসাবে সুনাম পেতে পারেন। প্রেমের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে, প্রতারিত হওয়ার যোগ রয়েছে।মনের কথা বলার জন্য সঠিক মানুষ পাবেন। গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। বাড়িতে চুরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কর্মজগতে জনপ্রিয়তা পেতে পারেন। দেহের কোথাও খুব ব্যথা হতে পারে। কিছু কেনার জন্য অর্থ খরচ। সারা দিন প্রচুর পরিশ্রম হতে পারে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে মাঙ্গলিক কাজের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। চোখের রোগ বাড়তে পারে।

কর্কট রাশি : পড়াশোনার খুব ভাল সুযোগ আসতে পারে। মা-বাবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।নতুন কাজের সন্ধান করতে হতে পারে। প্রতিবাদী মনোভাবে কর্মস্থানে সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকবে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একটু চিন্তার কারণ থাকতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই শ্রেয়। অতিরিক্ত ক্রোধ কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। পুলিশি ঝামেলা মিটে যাবে।

সিংহ রাশি : কোনও ভুল কাজ করার জন্য অনুতপ্ত হবেন। সারা দিন ব্যবসা ভাল চললেও পরে জটিলতা দেখা দিতে পারে।সম্পত্তি কেনাবেচার শুভ সময়। যানবাহন চড়ার সময় সতর্ক থাকুন। উপার্জনের ভাগ্য ভাল ও আর্থিক উন্নতি বজায় থাকবে। অযথা কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বাড়বে। নিজের সমস্যার কথা কাউকে না জানানোই ভাল হবে। বয়সে ছোট কারও কাছ থেকে উপকার নিতে হতে পারে। সুগারের সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন নিয়ে সমস্যা হতে পারে। নিজের চিকিৎসায় বহু অর্থ ব্যয় হতে পারে।ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা পড়তে পারে। প্রেমের জট ছেড়ে যাবে। ব্যয়ের প্রতি একটু বেশি নজর দিতে হবে। শরীরে বিভিন্ন রোগের উপদ্রব বাড়তে পারে। স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধ কেটে যাবে। সন্তানের সুবুদ্ধি ঘটতে পারে। দুপুরের পরে কোনও ভাল কাজ প হতে পারে।

তুলা রাশি : কর্মক্ষেত্রে বৈরী মনোভাব ত্যাগ করাই ভাল। মামলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।স্নেহভাজন কারও সঙ্গে বিবাদ বাধতে পারে। প্রেমে নতুন মোড় ঘুরতে পারে। ব্যবসায় জটিলতা কাটিয়ে ওঠার ভাল সময় এসেছে। বাড়িতে অতিথি আগমনের যোগ দেখা যাচ্ছে। ঋণ পরিশোধ করার জন্য সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। মা-বাবার সঙ্গে অকারণে বিবাদ বাধতে পারে। শ্বশুরকুলকে সাহায্য করতে হতে পারে। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তির যোগ। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : কাজের জায়গায় আঘাত লাগা থেকে সাবধান থাকুন। সংসারে খুব সংযত থাকতে হবে।সন্তানদের নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। কর্মস্থানে সহকর্মীদের সাহায্য পেতে পারেন। কারও কাছ থেকে হঠাৎ কোনও দামি উপহার পেতে পারেন। নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন, উন্নতির যোগ রয়েছে। প্রেমে নতুন মোড় ঘোরার আশা। বুদ্ধিমান ব্যক্তির সুপরামর্শ কাজে লাগান। উপার্জনের ভাগ্য ভাল, কিন্তু কিছু ব্যয়ও থাকবে। বিদ্যুৎ থেকে সতর্ক থাকুন। সকলের সঙ্গে খুব বুঝে কথা বলুন। কারও কাছ থেকে ব্যবসায় উপকার পেতে পারেন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় ভাল লাভ হতে পারে। প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পাবেন।দায়িত্ব পালন নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। শারীরিক দুর্বলতার জন্য পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কোনও হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার আশা রাখতে পারেন। প্রতিবেশীরা আপনাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারেন। কাজের জায়গায় চালাকি না করাই ভাল হবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে। প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে গিয়ে অপবাদ জুটতে পারে। কর্মস্থানে আগুন থেকে সাবধান থাকুন।

মকর রাশি : উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির অনুগত থাকলে লাভবান হবেন। প্রতিবেশীর ঝামেলায় বেশি কথা না বলাই শ্রেয়।প্রেমের ব্যাপারে না এগোনোই ভাল হবে। ত্বকে একটু সমস্যা দেখা দেবে। আপনার বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা সফল না-ও হতে পারে। মিথ্যের আশ্রয় নিলে ফাঁসতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে ঝগড়ার সৃষ্টি হলে আপসে মিটিয়ে নিন। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যেতে পারে। কোমরের নীচে যন্ত্রণা হতে পারে। কাজের চাপে সংসারে সময় না দেওয়ায় বিবাদ হতে পারে।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্যের যোগ। কুসঙ্গে পড়ে ক্ষতি হতে পারে বায়ুপথে ভ্রমণ হতে পারে। অজান্তেই আপনার কাছ থেকে কেউ কষ্ট পাবেন। কাজে সুফল পাবেন। অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। আত্মীয়দের নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন। পিতা-মাতার জন্য বাড়তি খরচ হতে পারে। গরিব মানুষের জন্য কিছু সাহায্য করতে পেরে আনন্দ লাভ। ব্যবসায় সুখবর আসতে পারে। রক্তচাপ নিয়ে চিন্তা বাড়বে।

মীন রাশি : কোনও যন্ত্র খারাপ হওয়ায় প্রচুর খরচ হতে পারে। কর্মে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।কোনও দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হতে পারে। রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। উচ্চশিক্ষার শুভ যোগ রয়েছে। সঞ্চয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হতে পারে। পরিচিত কেউ বাড়িতে আসতে পারেন। দরকারি কাজ মেটানোর শুভ দিন। অতিরিক্ত লোভনীয় সুযোগের দিকে না এগোনোই শ্রেয়। মহার্ঘ আহারের জন্য খরচ বাড়তে পারে। প্রিয়জনের কাছ থেকে ভালবাসা পাবেন। গহনা ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ভাল।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

এম্পায়ার কেয়ারের বর্ণাঢ্য ইফতার

নিউইয়র্কঃ ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে নিউইয়র্কের উডসাইডে গুলশান টেরেসে গত ২৩ মার্চ রোববার এম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির অন্যতম কর্ণধার ও-**বাকী অংশ ২৫ পাতায়**

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিমের আমন্ত্রণে ইফতার পার্টি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে যোগ দেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষেরা।

ইফতার মাহফিলে প্রত্যেক রোজাদারকে উপহার দেওয়া হয় সুগন্ধি আতর। এছাড়া ইফতারের সময় দেওয়া হয় জমজমের পানি। ইফতারে রোজাদাররা জমজমের পানি দিয়ে ইফতার করতে পারায় আল্লাহর কাছে সন্তুষ্টি আদায় করেন।

ইফতার মাহফিলে স্বাগত বক্তব্য দেন এম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির অন্যতম কর্ণধার নূরুল আজিম। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম. এম. শাহীন, মূলধারার রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আজতাল সম্পাদক শাহনেওয়াজ, স্টেট সিনেটর জন ল্যু, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেনিফার রাজকুমার, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, জেবিবিএর সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, কমিউনিটি লিডার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, নিউজার্সির মনমাউথ ইউনিভার্সিটির ডিন ড. গোলাম মাতবর প্রমুখ।

এম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির প্রেসিডেন্ট নুরুল আজিম উপস্থিত সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতার দিগন্ত এভাবে প্রসারিত থাকলে সামনের দিনগুলোতে কমিউনিটির এগিয়ে চলাকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারবে না।

ইফতারের আগে মাওলানা আবু জাফর বেগের নেতৃত্বে বিশেষ মোনাজাতে সকলের সুখ-সমৃদ্ধি এবং নুরুল আজিমের নেতৃত্বাধীন এই হোমকেয়ার এজেন্সির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

প্রবাসী নরসিংদী ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক : প্রবাসী নরসিংদী ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে এক অনাড়ম্বর পরিবেশে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৩ মার্চ রোববার জ্যামাইকার ইকরা কমিউনিটি সেন্টারে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোরশেদ আলম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এ বি এম ওসমান গণি, সাবেক উপদেষ্টা ছদরুন নূর, নরসিংদী জেলা সমিতির উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার এহসানুল হক, নরসিংদী জেলা সমিতির সাবেক উপদেষ্টা মোশাররফ হোসেন আঙ্গুর, জ্যামাইকা থিয়েটারের উপদেষ্টা ফারুক আহমেদ ও সংগীতশিল্পী তাসকিন আহমেদ।এছাড়া সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আক্তার বাবুল এবং পরিচালক জিয়াউর রহমান জিয়াসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতা ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আমিনুল হক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া, যেখানে তিনি সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রবাসী নরসিংদী ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি একটি অরাজনৈতিক ও মানবিক সংগঠন, যা প্রবাসীদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধান অতিথি মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া তার বক্তব্যে বলেন, প্রবাসী সমাজের কল্যাণে কাজ করা একটি মহৎ দায়িত্ব, এবং এই সংগঠন তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে। ভবিষ্যতেও এটি প্রবাসীদের জন্য কাজ করে যাবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন নুরুজ্জামান আলী (সিনিয়র সহ-সভাপতি), মুসফিকুজ্জামান ঝন্টু (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক) সহ অনেকে।

দোয়া মাহফিলে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয় এবং প্রবাসীদের মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। শেষে অতিথিদের সম্মানে ইফতারের আয়োজন করা হয়। আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সভাপতি জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আমিনুল হক।

ব্রঙ্কসে মূলধারার জনপ্রতিনিধিদের সম্মানে ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক : ব্রঙ্কসে মূলধারার জনপ্রতিনিধিদের সম্মানে কমিউনিটির উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল গত ২১ মার্চ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় পিসি ১০৬ স্কুলে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে অতিথি ছিলেন ব্রঙ্কস ব্যরো প্রেসিডেন্ট ভেনেসা এল গিবসন, স্টেট সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ, অ্যাসেম্বলিওম্যান কারনেজ রায়াজ, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেজরিটি লিডার আমান্ডা ফারিয়াস।

কমিউনিটি বোর্ড-৯'র সভাপতি, আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদারের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা হাসান আলী, আব্দুস শহীদ, খলিলুর রহমান, বিলাল ইসলাম, এন ইসলাম মামুন, আয়েশা আরিফ প্রমুখ।

অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান, এম আলাউ-দ্দিন, লিয়াকত আলী, কবি আবু তাহের চৌধুরী, সামাদ মিয়া জাকারিয়া, সিপিএ জাকির চৌধুরী, ফরিদা ইয়াসমিন, অ্যাটর্নি রাশেদ মজুমদার, সাব্বির গুল, মোহাম্মদ মুছা প্রমুখ। কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কয়েকজনকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে সাব্বির গুল, হাসান আলী, সালমা সুমি, তুষার পিক, রাশেদ মজুমদার, আয়েশা আরিফ, মোহাম্মদ কে হোসেন, আবু কায়ছার চিশতি, ফারিস আখতার।

কোরআন তেলওয়াত ও রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাবাজার মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কাসেম ইয়াহিয়া। ইফতার মাহফিলে বি-পুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন।

চ্যানেল টুয়েন্টিফোরের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি সুমন

নিউইয়র্ক : 'চ্যানেল টুয়েন্টিফোরের' যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক সিদ্দিকুর রহমান সুমন। সুমন বর্তমানে দৈনিক মানবজমিনের প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করছেন। তিনি ২০০৫ সালে সিলেটের স্থানীয় দৈনিক জালালাবাদের ক্যাম্পাস প্রতিনিধি হিসেবে সাংবাদিকতায় যুক্ত হোন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়, জাতীয় দৈনিক এবং টিভি চ্যানেলেও কাজ করেছেন।

আমেরিকায় আসার পূর্বে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের মিডিয়া উইংয়ে (গভর্নর সেক্রেটারিয়েট এন্ড পাবলিকেশন্সে) কর্মরত ছিলেন । বর্তমানে তিনি ব্রঙ্কসের বাসিন্দা।

সুমন সিলেট লেখক ফোরামের প্রাক্তন সাং-গঠনিক সম্পাদক, এমসি কলেজ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের প্রাক্তন জিএস এবং লামাকাজী লালার গাঁও ক্রিকেট ক্লাবের (এলসিসির) প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক ও সেক্রেটারী ছিলেন । এছাড়া ২০২৪ সালে সা-ংবাদিকতা ক্যাটাগরীতে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ (ব্রঙ্কস) থেকে বিশেষ সাইটেশন পেয়েছিলেন সুমন। সংবাদ সংক্রান্ত কাজে তিনি যুক্তরাষ্ট্র বসবাসরত বাংলাদেশীদের সহযোগিতা চেয়েছেন।

পোস্টাল সার্ভিসের বেসরকারিকরণে প্রতিবাদ

বাংলাদেশ ডেস্ক : গত ২৪ মার্চ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে নিউইয়র্ক শহরের ৫৫ তম স্ট্রিট এবং ৩য় এভিনিউতে ইউনাইটেড স্টেটস পোস্টাল সার্ভিসের কর্মীরা প্রতিবাদ মিছিল আয়োজন করেন। এই প্রতিবাদ মিছিলের মূল দাবি ছিল, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক পোস্টাল সার্ভিস বেসরকারীকরণের চেষ্টা বন্ধ করা। মিছিলের আয়োজন করেছিল ব্রাঞ্চ ৩৬ এবং অন্যান্য মেট্রো এলাকার পোস্টাল ইউনিয়ন। প্রতিবাদ সমাবেশটি শুরু করেন ব্রাঞ্চ ৩৬ এর সভাপতি চার্লস পি হিজি, এরপর সমাবেশটি পরিচালনা করেন প্রথম সহ-সভাপতি ও ট্রেজারার পাস্কাল অরটিজ।

এই প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরাও, যারা পোস্টাল সার্ভিসের পক্ষে সমর্থন জানায়। বাংলাদেশি আমেরিকান পোস্টাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনও এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করে, যেখানে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ফারুক হোসেন মজুমদার, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সনি গোপে, উপদেষ্টা বিপ্লব বমিচক, সদস্য জিয়াউর রহমান জিয়া, গোপাল সেন, বিদ্যা রায়, বোলাসহ ইউনিয়ন নেতা পার্থ তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

পোস্টাল কর্মীরা সতর্ক করেছেন যে, পোস্টাল সার্ভিসের বেসরকারীকরণ বা পুনর্গঠন কেবল তাদের চাকরি এবং কর্মসংস্থানকেই হুমকি সৃষ্টি করবে না, বরং আমেরিকার জনগণের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা বিপন্ন হবে। এই প্রতিবাদী কর্মসূচি অবশ্যই শুধুমাত্র একটি শুরুর অংশ, এবং আগামী দিনগুলোতে এই ধরনের প্রতিবাদ এবং আইনি চ্যালেঞ্জ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী হাজার হাজার পোস্টাল কর্মী ইউনাইটেড স্টেটস পোস্টাল সার্ভিসের বেসরকারীকরণ এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছেন। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ লেটার ক্যারিয়ারস এ প্রতিবাদ আয়োজন করে, যা ২০০টিরও বেশি শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিবাদ সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর, যেমন শিকাগো, বস্টন, লস অ্যাঞ্জেলেস, ন্যাশভিল, হিউস্টন এবং ওয়াশিংটন ডিসিসহ অন্যান্য শহরে হাজার হাজার কর্মী এবং সমর্থকরা একত্রিত হন। শিকাগোতে, কর্মীরা ফাইট লাইক হেল লেখা লাল শার্ট পরিধান করে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও এলন মাস্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, পোস্টাল সার্ভিসকে বেসরকারীকরণ করতে দেব না। এই আন্দোলনে অংশ নেয়া আইনপ্রণেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রতিনিধি ম্যাক্সি ওয়াটার্স, সিনেটর ডিক ডারবিন এবং টিনা স্মিথ। সিনেটর ডারবিন জানান, পোস্টাল সার্ভিস কনস্টিটিউশনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং এটা দেশের জন্য অপরিহার্য।

কর্মীরা সতর্ক করে বলেছেন যে, পোস্টাল সার্ভিসের বেসরকারীকরণ বা পুনর্গঠন কর্মসংস্থান এবং জনগণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

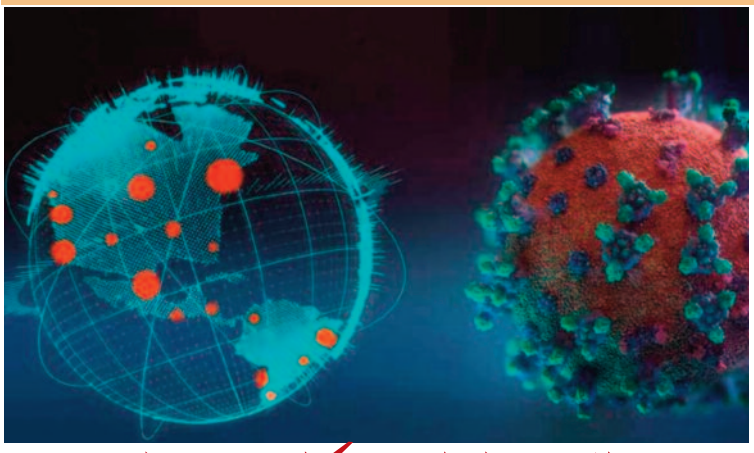

দেশে ফের বার্ড ফ্লু শনাক্ত, প্রায় ২ হাজার মুরগির মৃত্যু

খামারে বাড়তি সতর্কতা, আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ

ঢাকা, ২৬ মার্চ : যশোরের একটি মুরগির খামারে শনাক্ত হয়েছে অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু। ২০১৮ সালের পর গত ১২ মার্চ বাংলাদেশে এই ফ্লু শনাক্ত হলো। এতে উদ্বেগ বাড়ছে খামারিদের মাঝে। শনাক্তের পরপরই বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রস্তুতি নিয়েছে সরকার।

এ নিয়ে পোলট্রি খামারিদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশনা দিয়েছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। সীমান্ত এলাকায় নেওয়া হয়েছে সতর্কতা। কোনো মৃত বা সন্দেহজনক হাঁস-মুরগি বা পাখি পাওয়া গেলে নমুনা সংগ্রহ করে দ্রুত নিকটবর্তী ল্যাবে পরীক্ষা করে ফলাফল অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান বলেছেন, গত ১২ মার্চ যশোরের সরকারি খামারে বার্ড ফ্লু শনাক্ত হয়েছে। আমরা যে নমুনা পেয়েছি তা পরীক্ষার জন্য দেশের বাইরে পাঠাবো। তবে মৃদু আকারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সব সরকারি পোলট্রি খামারকে নির্দেশনা দিয়েছি। একই সঙ্গে পোলট্রি খামারিদের সংগঠনকেও আমরা সতর্ক থাকতে বলেছি। যাতে তারা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, ভ্যাকসিন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সীমান্ত এলাকায় আমাদের কার্যালয়গুলোকে সতর্ক করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিশেষায়িত ভ্যাকসিন পর্যাপ্ত আছে। বাংলাদেশে খামারে ২০০৭ সালে প্রথম এবং ২০১৮ সালে সর্বশেষ বার্ড ফ্লু শনাক্ত হয়। এবার আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ এবারের পরিস্থিতি অন্যবারের মতো না। বার্ড ফ্লু নিয়ে যেন অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল বোঝাবুঝি বা প্রচারণা না ছড়ায়, সেদিকে যেন আমরা সতর্ক থাকি। খামারি বা ক্রেতার আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ক্রেতাসাধারণকে অনুরোধ করব, আতঙ্কিত হয়ে আপনারা হাঁস-মুরগি বা ডিম খাওয়া বন্ধ করবেন না।

আজ বুধবার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার বলেন, আমাকে মার্চের শুরুতে বার্ড ফ্লু শনাক্তের বিষয়টি জানানো হয়েছে। ফ্লুর বিস্তার যাতে বাড়তে না পারে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং এই ফ্লু বিস্তার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা যশোরের খামারটি পরিদর্শন করেছেন এবং ফ্লুটি কীভাবে বাংলাদেশে এসেছে, তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ফ্লুর পরীক্ষাবিষয়ক টেকনিক্যাল বিষয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলতে পারবেন।

বার্ড ফ্লুয়ের প্রাদুর্ভাবে যশোরের খামারে তিন হাজার ৯৭৮টি মুরগির মধ্যে এক হাজার ৯০০টি মারা গেছে। ফ্লু যেন ছড়িয়ে না পরে, সেজন্য বাকি মুরগি মেরে ফেলা হয়। ২০০৭ সালের মার্চে বাংলাদেশে প্রথম বার্ড ফ্লু দেখা দেয়। সে বছর ১০ লাখেরও বেশি মুরগি এই ফ্লুয়ের কারণে মের ফেলা হয়। ২০০৮ সালের মে মাসে বাংলাদেশে মানুষের শরীরে বার্ড ফ্লু সংক্রমণ ধরা পড়ে।

দেশে মাংসের মোট চাহিদার অর্ধেকের বেশি জোগান দেয় পোলট্রি খাত। পোলট্রি খাতের উদ্যোক্তারা বলেন, দেশে ৯৫ হাজার ৫২৩টি খামার আছে। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ ও ডলার সংকটে বেড়ে গেছে প্রাণিজ খাদ্যের দাম। করোনার পর থেকে খরচ সামলাতে না পেরে বন্ধ হয়ে গেছে ৬২ হাজার ৬৫৬টি খামার। এবার বার্ড ফ্লু যেন দেশের খামারিদের আরেকটি মহামারিতে না ফেলে, এ জন্য ফ্লু বিস্তার রোধে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে পোল্ট্রিখাত বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

www.jonmobhumi.com

ঈদের দিনের খাবার দাবার

রোজার এক মাসে মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনে যে পরিবর্তন আসে, সেটাতেই অনেকে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। আর ঈদের দিনে আনন্দের অন্যতম আয়োজনটাই হলো নানা রকমের খাবার-দাবার। তাই এ সময় খাবার গ্রহণে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ঈদ উৎসবের স্থায়িত্বকাল তিন থেকে সাত দিন। সাধারণভাবে ঈদের প্রথম দু-এক দিন খাবারের উৎসব আয়োজনটা একটু বেশিই থাকে। যদি আপনার বয়স ৩০ এর মধ্যে হয়, তবে এসব ব্যক্তির ঈদ উপলক্ষে আয়োজিত খাবার ৭-১০ দিন ধরে খাওয়া যাবে না। এতে আপনার শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ঈদের খাবারে সাধারণত প্রচুর তেল-চর্বি, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার বিদ্যমান থাকে এবং সাধারণত শাকসবজি এবং ফলমূল খুবই অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। তাই এ ধরনের খাবার লম্বা সময় ধরে খেলে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইলস, ফিস্টুলা, অ্যানালফিসার, পেটে গ্যাস ও পেট ফাঁপার মতো পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। কাজেই ঈদের খাবারেও প্রয়োজন অনুসারে শাকসবজি ও ফলমূল রাখা বাঞ্ছনীয়। এতে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমবে। বাংলাদেশে ঈদের খাদ্যে অতিরিক্ত তেল ব্যবহারের রেওয়াজ রয়েছে। তাই এসব খাবার অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে ক্ষুধামন্দা, বদহজম, পেটে গ্যাস ইত্যাদি দেখা দিতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া হিসেবে ওজন বৃদ্ধি, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস সৃষ্টির কারণ হিসেবে বিবেচ্য। ঈদের খাবারের আরও একটি বড় উপাদান হলো মাংস ও ডিম। এদের প্রোটিনের বড় উৎস বলে মনে করা হয়। সাধারণভাবে প্রোটিন খেতে কোনোরূপ বাধা নেই। কিন্তু আলোচিত যে দুটি খাবার থেকে প্রোটিন আসে যেমন-মাংস ও ডিম (যার সঙ্গে অবশ্যই চর্বি থাকবে) বিশেষ করে গরু বা খাসির মাংস এবং ডিমের কুসুম। স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনা করে অতিমাত্রায় চর্বি গ্রহণ প্রায় ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। ডিমের কুসুমে প্রচুর চর্বি থাকে এক্ষেত্রে ডিম খাওয়ার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখতে হবে। তা না হলে চর্বি গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়বে।

অনেক হৃদরোগী প্রায়ই প্রশ্ন করে থাকেন এ ধরনের খাবারগুলো ঈদের মেন্যুতে জনপ্রিয় আইটেম হওয়ায় এগুলো খেতে না পারা তাদের মনঃকষ্ট হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই এসব ব্যক্তির বয়স ৫০-৬০ বয়সের ঊর্ধ্বে হয়ে থাকে, এসব ব্যক্তির বিপাকীয় প্রক্রিয়া ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ায় এবং তাদের শারীরিক কর্মকা— অনেক বেশি কম হওয়ার দরুন খাদ্যের চাহিদাও কমে যায়। তার সঙ্গে হজম প্রক্রিয়াও ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে এসব ব্যক্তির অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণের ফলে উদরপূর্তি ঘটে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই ওজনাধিক্যে ভুগতে থাকেন, অনেকের পেটে গ্যাসের সমস্যা হয়ে থাকে। এত কিছু বিবেচনা করে দেখা যায় যে, হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ এবং চাহিদা দুই-ই কমে যায়। অনেক চিকিৎসক এসব রোগীকে বেশি বেশি শাকসবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন। সেমতে বেশি বেশি শাকসবজি গ্রহণ করার ফলে অন্যসব খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ এমনিতেই কমে যায়, কারণ প্রত্যেকেরই খাদ্য গ্রহণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বজায় থাকে। কোনো এক জাতীয় খাবার বেশি গ্রহণ করলে অন্য জাতীয় খাবারের পরিমাণ কম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সবকিছু বিবেচনা করে হৃদরোগীদের খাদ্য গ্রহণের বিভিন্নতা ও উপাদানের অনুপাত ঠিক রেখে সুষম খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করতে হবে। মোট খাদ্যের পরিমাণের অর্ধেক শাকসবজি ও ফলমূল এক চতুর্থাংশ শর্করা জাতীয় খাবার বাকি এক চতুর্থাংশ আমিষ তেল-চর্বি ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে হবে। তাতে করে হৃদরোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য বজায় রেখে খাদ্যকে হৃদবান্ধব করা যাবে। ঈদে দুই এক বেলা হৃদরোগীদের পছন্দনীয় খাবার গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। তবে সারা দিনের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই উপরের অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। এর ফলে ঈদের মুখরোচক খাবার পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করলে ক্ষতির তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। ঈদে যেকোনো খাবার অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণে হৃদরোগীরা তাৎক্ষণিকভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। হৃদরোগীদের ঈদে খাদ্য গ্রহণের ধরনের চেয়ে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণের ওপর বেশি জোর দিতে হবে। অতিভোজন গ্রহণযোগ্য নয়। চলতি বছর ঈদ রোদ এবং অনেকটাই গরমের সময় হওয়ায় মানুষের শরীরে পানি গ্রহণের চাহিদা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাবে এবং এটা অবশ্যই মনে রাখবেন, খাদ্যবস্তু হজম করার জন্যও প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়। তাই ঈদের খাবারে প্রচুর পরিমাণে তরলজাতীয় উপাদান বিদ্যমান থাকা জরুরি। নিরাপদে ঈদ

৩. হরমোনের পরিবর্তন : মেনোপজের পর ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যায়, যা হাড়ের ঘনত্ব হ্রাস করে। ৪. খাদ্যাভ্যাস : পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-এর অভাবে হাড় দুর্বল হয়ে যায়। ৫. জীবনধারা : নিয়মিত ব্যায়াম না করা, ধূমপান ও মদ্যপান হাড়ের ক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়ায়। ৬. ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া : স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন সেবন করলে হাড় দুর্বল হয়। ৭. অন্য কোনোরোগের প্রভাব : ডায়াবেটিস, কিডনি রোগের কারণে হাড় দুর্বল হতে পারে।

অস্টিওপরোসিস প্রতিরোধ ও প্রতিকার :

সঠিক খাদ্যাভ্যাস : ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার (দুধ, দই, শাক-সবজি, বাদাম) খেতে হবে। ভিটামিন ডি-এর জন্য সূর্যের আলো এবং ডিমের কুসুম, সামুদ্রিক মাছ খাওয়া জরুরি।

নিয়মিত ব্যায়াম : ওয়েট লিফটিং, ওয়াকিং, দৌড়ানো ও ইয়োগা করা যেতে পারে।

জীবনধারার পরিবর্তন :

ধূমপান ও মদ্যপান এড়িয়ে চলা উচিত।

অতিরিক্ত ক্যাফেইন (চা, কফি) ও অতিরিক্ত সফট ড্রিংকস পরিহার করা উচিত।

ওষুধ ও চিকিৎসা : ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-এর সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে বিসফসফোনেটস ওষুধ দেওয়া হয়, যা হাড়ের ক্ষয় রোধ করতে সাহায্য করে।

উপসংহার : অস্টিওপরোসিস প্রতিরোধযোগ্য যদি প্রাথমিক পর্যায়ে সচেতনতা নেওয়া যায়। সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুসরণ করলে এই রোগ এড়ানো সম্ভব। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষা করাও জরুরি। তাই হাড়ের এসব রোগ বালাই নিয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা নিলে অনেক জটিলতা এড়ানো যেতে পারে।

লেখক : ডা. মো. মেহেদী হাসান
অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ ও ট্রমা সার্জন
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা।

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সেবাসমূহ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine
ডাঃ সমীর সরকার, এমডি
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

ধর্ষণ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়

সাকিয়া হক

বাংলাদেশে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব নতুন কোনো বিষয় নয়। যে দেশে প্রতি ৯ ঘণ্টায় একটি ধর্ষণের ঘটনা রিপোর্টেড হয়, সে দেশে ধর্ষণ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয় বরং একটি সামাজিক ব্যাধি হিসাবে বিবেচনা করাই শ্রেয়। এ ব্যাধি মহামারি রূপে ছড়িয়ে পড়ার উপসর্গ আজ আমরা চারপাশে দেখতে পাচ্ছি। দুধের শিশু, স্কুলপড়ুয়া মেয়ে বা কিশোরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কর্মক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরতে থাকা নারী-কেউই এর কালো থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। কিন্তু কোনো একক পদক্ষেপ এ মহামারির তা-বলীলা থামাতে সক্ষম নয়।

পারিবারিক মূল্যবোধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যথাযথ যৌন শিক্ষা প্রদান এবং নারী-পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও সম্মান প্রদর্শন নিয়ে আলাপ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ, প্রিন্ট-ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্ব, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমে প্রচারণা এবং আইনশৃঙ্খলা ও বিচারিক ব্যবস্থাদির যথাযথ ও সময়োচিত প্রয়োগ- সবাই এই 'ধর্ষণ উৎসব'-এর অশুভ উচ্ছ্বাস থামাতে ভূমিকা রাখতে পারে। আর তা অর্জনে আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানসিকতায় বদল আনাটাও জরুরি। নয়তো এ দেশের কন্যাশিশুরা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের যে অধিকার, সে অধিকার তারা নিকট ভবিষ্যতে সহসা অর্জন করতে পারবে না। আজ এই ২০২৫ সালে এসেও ধর্ষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে যোগ দিতে হচ্ছে, লিখতে হচ্ছে প্রতিবাদলিপি- এটাই জানান দেয় যে, সভ্যদের কাতারে দাঁড়াতে আমাদের আরও অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। সে বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে সম্মিলিতভাবে আমরা প্রস্তুত রয়েছি কি না-সেটাই আজকের প্রশ্ন।

নারী অধিকারকর্মী

আমরা নারীরা একটি নিরাপদ বাংলাদেশ চাই

-ঋতু দাস

বর্তমান সময়ের সর্বাধিক আলোচিত একটি বিষয় হচ্ছে ধর্ষণ। ধর্ষণ কেবল একটি অপরাধ নয়, এটি একটি ভয়াবহ ব্যাধি। মানসিক বিকাশে বিপর্যয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের ফল ধর্ষণ। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, নারীর প্রতি সহিংস ও বিরোধপূর্ণ মানসিকতাই ধর্ষণের প্রধান কারণ। এ ছাড়া অপরিণত বয়সেই বিকৃত পর্নোগ্রাফির প্রভাব, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব, আইনের জটিলতা ও দুর্বলতা, মাদকাসক্ত ও অপরাধপ্রবণতা এগুলোও ধর্ষণের কারণ। সামাজিক এই ব্যাধি রোধে সবার আগে আইনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। ৩০-৪০ কার্যদিবসের মধ্যেই ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ : মাগুরার শিশু আফিয়া যে ধর্ষণের স্বীকার, তা স্পষ্ট প্রমাণিত। ধর্ষকের পরিচয়ও এখানে সবারই জানা। তবু যদি এ ঘটনায় শাস্তির কোনো দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করতে না পারি, পরবর্তী ঘটনাগুলো রোধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে প্রবাদে আছে, চৎবাবহঃরড়হ রং নবঃঃবৎ ঃযধহ ঈঁৎব. তাই ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে আমাদের প্রতিকারের সঙ্গে প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়াও জরুরি। ছেলে শিশুর মানসিক বিকাশের সময় আমাদের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। লিঙ্গ বৈষম্যমূলক ও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কোনো বিরোধপূর্ণ মনোভাব শিশুর মধ্যে যেন সংক্রামিত না হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্ষণবিরোধী বিভিন্ন কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। যেখানে মনোবিদদের দ্বারা তরুণদের ইতিবাচক মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া ধর্মীয় সংগঠনগুলোর আলোচনায়ও নারী-পুরুষের পারস্পরিক নম্র ও বিনয়ী আচরণের শিক্ষা দেওয়া উচিত। সবশেষে আমরা নারীরা একটি নিরাপদ বাংলাদেশ চাই, যেখানে চলতে গেলে সম্ভ্রম হারানোর ভয় আমাদের তাড়া করবে না।

দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদেরও স্বাভাবিকভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে

-ঋতুপর্ণা চাকমা

বাংলাদেশে নারীরা কতটুকু নিরাপদ? দেশে আমাদের যেন কোনো ধরনের নিরাপত্তা নেই। ঘর থেকে বের হলেই নিজের ভেতর ভয় কাজ করে, চারদিকে শুধু ধর্ষণ, খুন, অপহরণ-এ দেশ কবে ঠিক হবে জানি না। আমরা এ দেশের নাগরিক, এ দেশের মেয়ে। আমাদেরও স্বাভাবিকভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে। বাঁচার জন্য এখন আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজন।

সাফজয়ী নারী ফুটবলার

আগে আমাদের নিরাপত্তা প্রয়োজন

-শিরিন সুলতানা

পত্রিকার পাতা উলটালেই সব নেতিবাচক সংবাদ। দেশজুড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে ধর্ষণ আর নারী নির্যাতন। প্রতিদিনই সামনে আসছে নারীর ওপর লোমহর্ষক সব অপরাধের খবর। বহু ঘটনা থেকে যাচ্ছে আড়ালেই। এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক নারী দিবসও পালিত হলো। যে দেশে নারীদের এতটুকু নিরাপত্তা নাই, সে দেশে নারী দিবস মানে আমাদের সঙ্গে তামাশা ছাড়া কিছুই না। আগে আমাদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। তারপর অন্য কিছু।

স্বর্ণজয়ী সাবেক কুস্তিগির

সরকার ও জনগণকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে

-তাসলিমা নীলু

ধর্ষণ অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ এবং এটি সমাজে গভীর প্রভাব ফেলে। এটি শুধু আক্রান্তদের জীবনকেই ধ্বংস করে না, বরং সমাজের মূল্যবোধ, নিরাপত্তা ও বিশ্বাসের প্রতি আস্থাও নষ্ট করে দেয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ধর্ষণ একটি বড় সমস্যা, তবে আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এটি উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এর পেছনে যে কারণগুলো থাকতে পারে, তার মধ্যে আছে পুরুষের মনে নারীদের প্রতি অসম্মান পুষে রাখা। পাশাপাশি শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং আমাদের পরিবার ও সমাজের দায়িত্বহীনতা দেশে ধর্ষণ বৃদ্ধিতে কাজ করছে। এ দুরবস্থা এখনই থামাতে হলে সরকার এবং জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। ছোটবেলা থেকেই লিঙ্গ সমতা, নারীদের প্রতি সম্মান এবং নারীদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা এবং এর সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে সবার মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। স্কুল, কলেজ ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মশালা এবং আলোচনা সভা আয়োজন করা যেতে পারে। পাশাপাশি শক্তিশালী আইন তৈরি করতে হবে এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। শাস্তি ত্বরিত ও কার্যকরী হওয়া দরকার, যাতে অপরাধীরা সহজে পার পেতে না পারে। শুধু শাস্তি নিশ্চিত করলেই হবে না, ধর্ষণের শিকার নারীদের সহায়তাও করতে হবে। ধর্ষণের শিকার হলে সঠিক ও দ্রুত সহায়তা পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ, হাসপাতাল এবং অন্য সহায়ক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে একটি নির্ভরযোগ্য ও দ্রুত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, পরিবারে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের সঠিক মূল্যবোধ শেখানো এবং তাদের মধ্যে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মনোভাব গড়ে তোলা না হলে ধর্ষণের মতো ঘটনা কমবে না।

নারী উদ্যোক্তা

সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগও অব্যাহত রাখা জরুরি

-জুয়েইরিয়াহ মউ

সাম্প্রতিককালে আমরা নারীর প্রতি সহিংসতার যে চিত্র দেখতে পাচ্ছি তার অন্যতম কারণ হলো ক্রমাগত একের পর এক ঘটনা ঘটার পরও উল্লেখযোগ্য কোনো আইনি পদক্ষেপ রাষ্ট্র কর্তৃক না নেওয়া এবং সেইসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য না দেওয়া বা অবস্থান স্পষ্ট না থাকা। নিকট অতীতে যখন পাঠ্যপুস্তকে 'ও তে ওড়না' যুক্ত হয় তখনই নারী শরীরকে কীভাবে শিশুদের মগজে চিত্রায়িত করা হচ্ছে, কোন এঙ্গেলে করা হচ্ছে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সচেতন নাগরিকদের একাংশ। এমনকি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশে পুলিশ কর্তৃক শিশুসহ মায়ের ওপর গরম পানি ছোড়ার দৃশ্যও আমরা দেখতে পেয়েছি এর মধ্যে। সাম্প্রতিককালে যখন ওড়না নিয়ে এক ইভটিজার একজন নারীকে হেনস্থা করে এবং একদল তাকে ফুল-পাগড়ি দিয়ে বরণ করে নেয় তখন আমাদের ভাবতেই হবে 'ধর্ম' কীভাবে রাজনৈতিক টুল হিসাবে ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশে। পরিবারে নারী এবং মেয়েশিশুরা কতটা অনিরাপদ তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল মাগুরার আট বছরের শিশু ধর্ষণের ঘটনা। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখন যে বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নারীদের অনুধাবন করতে হবে কোন রাজনৈতিক দল নারীর প্রতি সহিংসতার বিপক্ষে। নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রতিটা রাজনৈতিক দলের অবস্থান নারীসংক্রান্ত ঘটনাগুলোতে কেমন ছিল তা চিহ্নিত করা এবং সে সম্পর্কে কথা বলা, সচেতন থাকা জরুরি। সরকারের ওপর যার যার অবস্থান থেকে সব সংগঠন এবং গোষ্ঠী থেকে চাপ প্রয়োগও অব্যাহত রাখা জরুরি। যেন যৌন হয়রানি, হামলা এবং ধর্ষণের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।

লেখক ও নির্মাতা

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবনতি ঘটেছে

-নাজিয়া বেগম

বাংলা ভাষায় ধর্ষণের চেয়ে নির্মম ভয়ংকর কোনো শব্দ মনে হয় নেই। বিশ্বব্যাপী ধর্ষণ একটি সামাজিক সমস্যা। যৌন হয়রানি, নারীর ওপর বলপ্রয়োগ এসব এ সমাজে অতিপরিচিত। এর মাধ্যমে সংঘটিত হয় ধর্ষণের মতো ভয়াবহ অপরাধ। আমরা এমন একটি সমাজে বাস করি যেখানে ধর্ষণ নিয়ে কথা বলা কিংবা প্রতিবাদ করা অনেক সময় দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্ষণের বিচার সহজে হয় না। অপরাধীর প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে, কিংবা সামাজিকভাবে অসম্মানিত হওয়ার ভয়ে নির্যাতিতা বা তার পরিবার শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে পারে না। ধর্ষণের অনেক খবরই আসে না। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্ষণের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার হার দিন দিন বেড়েছে, সঙ্গে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবনতি ঘটেছে। এটা জাতির জন্য ভয়াবহ বিপর্যয়। আমরা তো রক্তে কেনা বাংলাদেশে এমন দৃশ্য দেখতে চাইনি।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

আবু সাঈদ খান

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে নানা অপতথ্যের সুযোগ নিয়েছে একাত্তরের পরাজিত শক্তি, যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পক্ষাবলম্বন করেছিল। খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট প্রভৃতি অপকর্মে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তাদের অন্যতম জামায়াতে ইসলামী রাজনীতিতে এখনও বহাল তবিয়তে। দলটি কখনও আওয়ামী লীগ, কখনও বিএনপির সঙ্গে মিলে শক্তি সঞ্চয় করেছে। বিভিন্ন সময়ে একাত্তরের অপকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি উঠলেও তারা অতীতে তা আমলে নেয়নি, এখনও নিচ্ছে না। জামায়াত শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল। সেই সুবাদে নিজেদের এখন দেশপ্রেমিক বলে পরিচয় দিচ্ছে এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ছড়াচ্ছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অপতথ্য-অপপ্রচারে তরুণ প্রজন্মের কোনো কোনো অংশ বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তির পেছনে শেখ হাসিনার বিগত ১৫ বছরের স্বৈরশাসন বড় ফ্যাক্টর। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে দলীয় ও পারিবারিকীকরণ করেছিলেন। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতারা তারস্বরে চিৎকার করে যা বলতেন, তার মর্মকথা এই–'স্বাধীনতা এনেছেন বঙ্গবন্ধু। আর দেশ চালাবেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।' নির্বাচন, গণতন্ত্র কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচনে, ২০১৮ সালে দিনের ভোট রাতে এবং ২০২৪ সালে ডামি প্রার্থী দিয়ে নির্বাচন করে সরকার গঠন করেছে। এসব অপকর্ম হয়েছে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের নামে। তাই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার ক্ষোভ উগরে পড়েছিল বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ও ম্যুরালের ওপর। মুক্তিযুদ্ধের কিছু স্মারক হয়েছিল বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার লক্ষ্যবস্তু। এসব ধ্বংসযজ্ঞের নেপথ্যে হয়তো স্বাধীনতাবিরোধীদের হাত ছিল; সেই সঙ্গে ছিল জন-আক্রোশ।

এটি দুঃখজনক যে, অন্তর্বর্তী সরকারও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভুল রাজনীতিতে পা দিয়েছে। গত ২২ মার্চ সমকালে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদসহ সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী চারশ রাজনীতিবিদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি থাকছে না। তাদের পরিচয় হতে যাচ্ছে 'মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী'। সমকালের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম গত ১০ মার্চ কার্যপত্রে (খসড়াসহ অন্যান্য বিষয়) স্বাক্ষর করেছেন। এখন এটি নাকি চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায়। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টার না জানার কথা নয়–মুক্তিযুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক যুদ্ধ। রাজনৈতিক নেতারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর অন্তর্বর্তী সরকারের বিবেচনায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানকারী নেতারা হবেন 'মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী'। কী হাস্যকর ব্যাপার!

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর 'স্বাধীনতা পেয়েছি' বলে বক্তব্য শুনেছি। তখন মনে হয়েছিল, বিষয়টি আবেগতাড়িত। পরে যখন দ্বিতীয় রিপাবলিকের বক্তব্য শুনলাম; দাবি উঠল দ্বিতীয় রিপাবলিকের কথা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, তখন এটি আবেগের ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রশ্ন জাগে, এর পেছনে অন্য কোনো রাজনীতি আছে কিনা!

মুক্তিযুদ্ধের ফসল ১৯৭২ সালের সংবিধান। এর মানে এই নয় যে, সংবিধানটি একশ ভাগ নির্ভুল। তা ছাড়া স্বাধীনতার ৫৩ বছরে সংবিধান অনেক সংশোধনীর কাঁচিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিছু অগণতান্ত্রিক বিধি-বিধান যুক্ত হয়েছে, যা গণতন্ত্রের পথে বাধা। তাই বিগত ১৫ বছর এবং তারও আগে থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে দাবি রয়েছে–সংবিধান সংশোধন করতে হবে; সংবিধানের গণতন্ত্রায়ন করতে হবে। বলা বাহুল্য, বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে দেশ পরিচালনার মূলনীতি বাতিলের দাবি করা হয়নি; কখনও কোনো রাজনীতিকের মনে দেশের সাংবিধানিক নাম পরিবর্তনের চিন্তাও উদয় হয়নি। অথচ সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে প্রজাতন্ত্রের নাম 'নাগরিকতন্ত্র' এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাম 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' করার কথা বলা হয়েছে। তবে ওই প্রস্তাব অনুসারে ইংরেজিতে 'পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' পরিবর্তন হবে না। রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতির (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) স্থলে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে প্রস্তাবিত 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রের' বিরোধ নেই। বরং সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত।

ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিলের সুপারিশ করা হলেও রাষ্ট্রধর্ম বহাল রাখা হয়েছে। প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ ৫.২-এ বলা হয়েছে–'বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু জাতি, বহু ধর্মী, বহু ভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশ; সেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।' প্রশ্ন হচ্ছে, একটি সম্প্রদায়ের ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদায় আসীন রেখে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়কে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া কি আদৌ সম্ভব?

বলা হচ্ছে, 'দেশ পরিচালনার এই চার মূলনীতি নাকি আওয়ামী লীগের নীতি। তাই আওয়ামী লীগ সরকারের উৎখাতের মধ্য দিয়ে চার মূলনীতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে।' এই চার মূলনীতির অন্যতম গণতন্ত্র নিয়ে কমিশনের আপত্তি নেই (কমিশন সংবিধানের মূলনীতিতে গণতন্ত্র সন্নিবেশিত রাখার সুপারিশ করেছে)। তাদের যত আপত্তি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে।

১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নকালে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র নিয়ে গণপরিষদের ভেতরের ও বাইরের কোনো দল প্রশ্ন তোলেনি। পাকিস্তানের ২৩ বছর ধরে গণতন্ত্রের সংগ্রাম ছিল। আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সব দলের ঘোষণায় ছিল শোষণমুক্তি ও সমাজতন্ত্র। তারই প্রতিফলন ষাটের দশকের সেই হৃদয়মথিত ধ্বনি–কেউ খাবে, কেউ খাবে না/ তা হবে না, তা হবে না; মুক্তির একই মন্ত্র/ সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র। শুরুতে আওয়ামী লীগ এ ধ্বনি তোলেনি। বামরা তুলেছিল; আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ কর্মীরা কণ্ঠ মিলিয়েছিল। এ দাবি বুকে ধারণ করেই একাত্তরের তরুণ-অরুণেরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল; জীবন উৎসর্গ করেছিল। সেই রক্তে-লেখা জাতীয় দাবি মুছে ফেলা কি এত সহজ!

বিগত শতাব্দীর চল্লিশ দশকজুড়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ছিল; রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছিল। ১৯৪৭-উত্তর পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামের কাফেলায় শরিক হয়েছিল। রাজপথে একযোগে আওয়াজ তুলেছিল–ধর্মের নামে শাসন করা চলবে না; ধর্মের নামে শোষণ করা চলবে না। এ ধ্বনির মর্মবাণী অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা। একাত্তরে মানুষের যেমন আরাধ্য ছিল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তেমনি আরাধ্য ছিল অসাম্প্রদায়িক-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র; ধর্মরাষ্ট্র নয়। আন্দোলনের ফসল হিসেবেই ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র সংবিধানে এসেছে, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

ভাষা থেকেই ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি, যা ছিল মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম চালিকাশক্তি। তবে তা বহু ধর্ম ও জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি করা উচিত কিনা–এ নিয়ে ১৯৭২ সালেই মতদ্বৈধতা ছিল। গণপরিষদ অধিবেশনে জাতীয় পরিচয় বাঙালি করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা বাঙালি নই। আমাদের বাপ-দাদা কখনও বলেন নাই যে, আমরা বাঙালি।' তিনি বাংলাদেশি পরিচয়ের কথা তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যুক্তিযুক্ত। সুদীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল সত্য, তবে একাত্তরে মুক্তিসংগ্রাম কেবল বাঙালির সংগ্রাম থাকেনি। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির পাশাপাশি গারো, সাঁওতাল, মুন্ডা, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, খাসিয়া, মণিপুরিসহ এই জনপদের সব জাতিগোষ্ঠী যোগ দিয়েছিল। তাই একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে 'বাংলাদেশ নেশন' ধারণাই বিকশিত হয়েছিল। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংগত দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়।

পরবর্তী সময়ে রাজনীতিকদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন ঘটেছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬.২-এ রয়েছে–'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন।' এ অনুচ্ছেদে নাগরিক পরিচয়ের সমাধান মিলেছে। সমস্যা হয়ে আছে জাতি হিসেবে বাঙালি–এই একক পরিচয়টি। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি ও আদিবাসী অথবা গারো, সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মণিপুরি, খাসিয়া প্রভৃতি জাতির নাম সংযুক্ত করা যেতে পারে। একই সঙ্গে অনুচ্ছেদ ৯-এ জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যায়ও বাঙালির পাশাপাশি আদিবাসীর কথা উল্লেখ করাও সংগত। আদিবাসী জনগোষ্ঠীও অনুরূপ দাবি করে আসছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬.২ ও ৯ সংশোধনের মধ্য দিয়ে এ সমস্যার সুরাহা সম্ভব।

আমি মনে করি, দেশের সাংবিধানিক ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে রাজনীতির আলোচিত ইস্যুর দিকেই নজর দেওয়া প্রয়োজন। সরকার ও সংসদের মেয়াদ চার বছর করা; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা; দুই টার্মের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকা; দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা করা; সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি; নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন; বিরোধী দল থেকে সংসদে ডেপুটি স্পিকার, সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান করা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সংগত। এসব বিধিবিধান সংযোজন জাতীয় সংসদই করতে পারে। এ জন্য গণপরিষদের প্রয়োজন নেই।

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের অগ্রসৈনিক তরুণদের একাংশ সংবিধান বাতিল, নতুন সংবিধান প্রণয়ন, গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি তুলেছে। তাদের দেশপ্রেম নিয়ে কারও প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই। তারা জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে দেশপ্রেমের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তা অনন্য। এই তরুণ তুর্কিদের নিয়ে আমরা গর্ব করি। তবে একাত্তর তারা দেখেনি; তারা একাত্তরের পরাজিত শক্তির বর্বরোচিত ভূমিকাও প্রত্যক্ষ করেনি। তাই একাত্তরের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসরদের ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সতর্ক নয়। এ অপশক্তি একাত্তরের বদলা নিতে; মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জন মুছে ফেলতে স্বাধীনতার পর থেকেই তৎপর। ১৯৭২ সালের সংবিধানসহ মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জন, সব স্মারক ধ্বংস করা তাদের এজেন্ডা। তাই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ও চব্বিশের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ী তরুণ বীরদের প্রতি আমার মিনতি–'তোমরা একাত্তরের ঘাতকদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ো না; একাত্তরের আলোতে পথ চলো। এই পথেই তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।'

যে জাতি তার ইতিহাস-ঐতিহ্য-গৌরব গাথা ধারণ করতে পারে না, সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। উজ্জ্বল আলোকিত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের বারবার একাত্তরের কাছে ফিরে যেতে হবে; মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা ধারণ করেই পথ চলতে হবে; এর কোনো বিকল্প নেই।

আবু সাঈদ খান: মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক; উপদেষ্টা সম্পাদক, সমকাল

কামরুজ্জামান পাভেল

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, সিপাহি মোস্তফা কামাল ও সিপাহি হামিদুর রহমান।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করে, যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় সামরিক আত্মসমর্পণ। সাধারণ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা, কৌশল এবং দৃঢ় মনোবল এই বিজয়ের অন্যতম মূল নিয়ামক।

লে. কর্নেল কামরুজ্জামান পাভেল, পিএসসি: সেনা কর্মকর্তা

সাদ আমির

কোনো রাতে এত বেশি দেখা যেত না। এ রাতে তিনি কুরআন তেলাওয়াত, জিকির, সালাত ও দোয়া করতে করতে সেহরি পর্যন্ত যেতেন এবং পরে সেহরি গ্রহণ করতেন। রমজানের শেষ দশকের গুরুত্বপূর্ণ আরও যে একটি আমল রয়েছে তা হলো সদকাতুল ফিতর। রাসূল (সা.)-এর যুগে সাহাবিরা ঈদের নামাজের আগেই সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'প্রত্যেক দাস, আজাদ পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের ওপর আল্লাহর রাসূল (সা.) সদকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর হোক বা যব হোক এক সা পরিমাণ আদায় করা ফরজ করছেন এবং লোকজনের ওপর ঈদের সালাতে বের হওয়ার আগেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৫০৩)।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) সদকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন; যাতে এটা রোজাদারের রোজার বিচ্যুতি তথা অনর্থক কথা, কাজ ও অশালীন আচরণের ক্ষতিপূরণ হয়। আর অসহা মানুষের খাবারের সুন্দর ব্যবস্থা হয়।' (আবু দাউদ, ১৬০৯)।

আমাদের সবার উচিত সদকাতুল ফিতরা যথাযথভাবে আদায় করা ও বেশি বেশি দান সদকা করা। রমজানের এই শেষ দশকে মহান আল্লাহ আমাদের ইবাদতগুলো কবুল করে নিক। আমরা যেন কদরের রাতগুলোতে মহান আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতে পারি সেই নেয়ামত আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুক, আমিন।

যতীন সরকার

আক্রান্ত হয়ে তিনি অন্ধ হয়ে যান। বড় দুঃখে তিনি গেয়েছেন–

'মাগো, আমারে আনিয়া ভবে
করলে আমার কী সর্বনাশ,
ভবের হাটে, এ সংকটে, দিলে পাঠাইয়ে,
করব বলে সুখের গৃহবাস।
তাতে অন্ধ হয়ে বন্ধ থাকায়
চিন্তা হইয়াছে
ধরায় সুহৃদ কে আছে, মা আমার গো,
কেবল নামে মাত্র হই তারা-চান,
দিবারাত্র রাখছ সমান,
তাতে দুই কাঠা দর লেখেছে ধান,
মাগো প্রাণ কেমনে বাঁচে?
দিবানিশি থাকি বসি, কর্ম জানি না,
নাই সুহৃদ একজন, বাঁচায় এ জীবন,

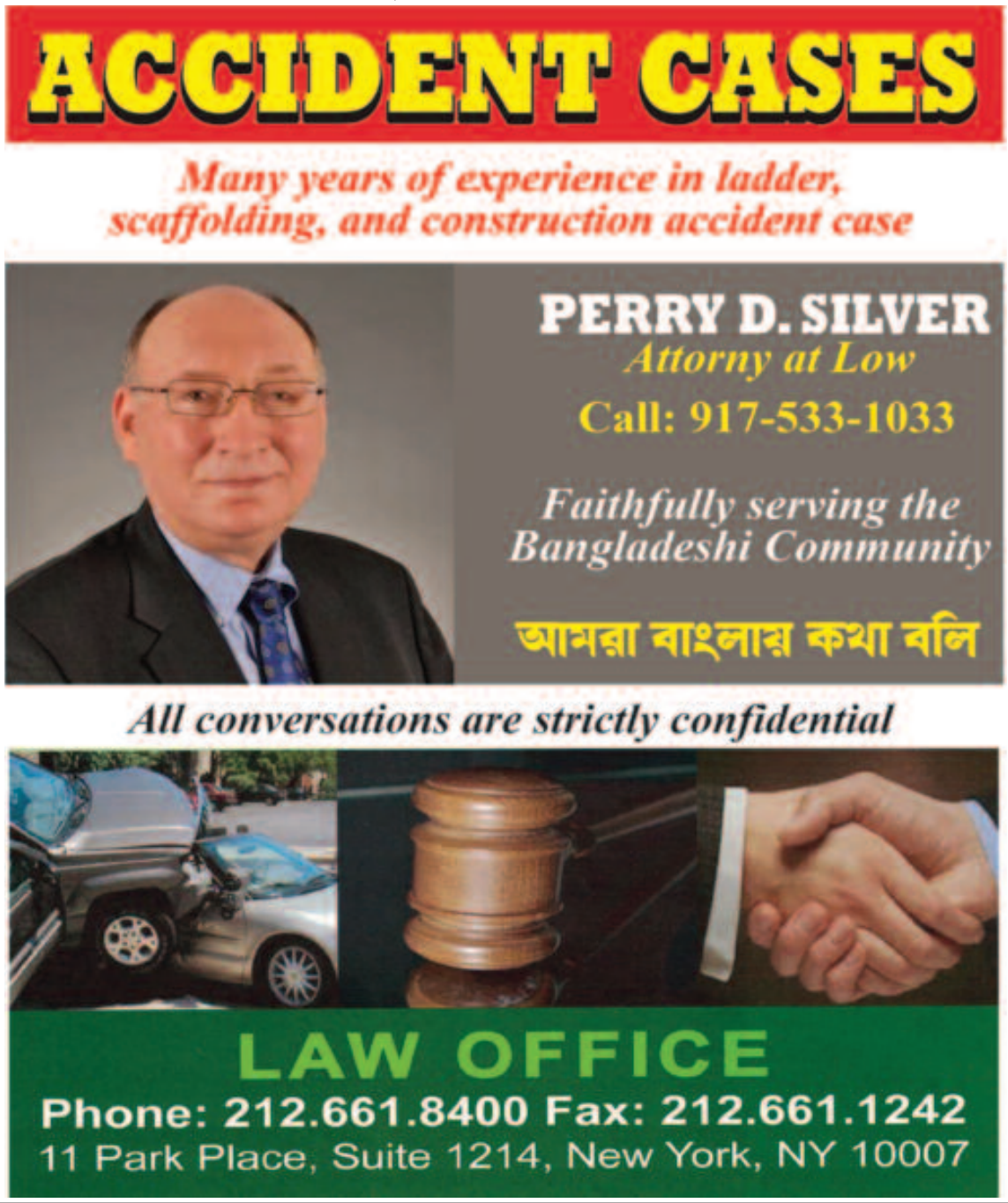

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জাহ্নবীকে নিয়ে চিন্তিত ক্যাটরিনা!

মুম্বাই ডেস্কঃ ক্যাটরিনা কাইফ এবং জাহ্নবী কাপুর, হিন্দি সিনেমা জগতের সবচেয়ে সুন্দরী দুই অভিনেত্রী। ক্যাটরিনা জাহ্নবীর সিনিয়র, এবং তাদের মধ্যে একটি আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। যদিও ক্যাটরিনা এবং জাহ্নবী এখনও একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাননি।

ক্যাটরিনা 'বুম' দিয়ে হিন্দি সিনেমায় অভিষেক করেছিলেন, যা সম্ভবত অনেকেই জানেন না। এতে অমিতাভ বচ্চন, জ্যাকি শ্রফ, গুলশান গ্রোভার এবং মধু সাপ্রে, জিনাত আমানদের মতো অভিনেতারা ছিলেন।

এদিকে জাহ্নবী তার এক দশকেরও বেশি সময় পরে 'ধড়ক' দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। পেশাদার জীবনের কথা বলতে গেলে জাহ্নবী অনেকটা ক্যাটরিনার মতো। ক্যাটের মতো, কাপুরও খুব পরিশ্রমী এবং ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন।

হিন্দি ভাষায় দক্ষতা না থাকার কারণে ক্যাটরিনা প্রথমে সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং আজ, ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন। তিনি সেই বিরল অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন যিনি তিন খান- শাহরুখ খান, সালমান খান এবং আমির খানের সঙ্গে কাজ করেছেন।

ক্যাটরিনা কাইফ একবার কালারস ইনফিনিটি শো-এর সেটে গিয়েছিলেন, যেখানে তাকে এমন একজন সেলিব্রিটির নাম বলতে বলা হয়েছিল যিনি তাদের জিম বা ওয়ার্কআউট লুক নিয়ে সর্বোচ্চ পারদর্শিতা দেখান। যারা ক্যাটরিনার ভক্ত তারা অভিনেত্রীর ফিটনেসের প্রতি নিষ্ঠা সম্পর্কে জানেন। বেশ কয়েকজন অভিনেত্রীও তাকে অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখেন। উপস্থাপক নেহা ধুপিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোন সেলেব্রিটি তার জিম এবং ওয়ার্কআউট লুকে ওটিটি-তে যায়?' উত্তরে ক্যাটরিনা উচ্চারণ করেন জাহ্নবী কাপুরের নাম। বলেন যে, তিনি তার জিম লুক নিয়ে চিন্তিত।

ক্যাটরিনা বলেন, 'ওটিটি নয়, কিন্তু জাহ্নবীর খুব ছোট শর্টস পড়া নিয়ে আমি চিন্তিত! সে আমার জিমেও আসে, তাই আমরা প্রায়শই জিমে একসঙ্গে থাকি। মাঝে মাঝে আমি শুধু তাকে নিয়ে চিন্তায় থাকি।'

ক্যাটরিনার এই মন্তব্যটি জাহ্নবীর ভক্তদের কাছে ভালো লাগেনি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটা বেশ বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে।

যদিও চলতি মাসে জাহ্নবী কাপুর 'রুহি'র তার গান 'নাদিয়োঁ পার'র চার বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি ক্যাটরিনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'হেয়ার, মেকআপ, ডান্স ওয়ার্ড্রোব, সবকিছুই ইন্সপো আইকনিক ছিল ক্যাটরিনা কাইফ, সবকিছু।'

এই পোষ্টের মধ্য দিয়েই জাহ্নবী বুঝিয়ে দিয়েছেন তার লুক এবং আরও অনেক কিছুর পিছনে ক্যাটরিনাই তার অনুপ্রেরণা।

এদিকে কাজের সূত্রে ক্যাটরিনা কাইফকে সর্বশেষ গত বছর পর্দায় দেখা গেছে 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' সিনেমায়। বর্তমানে তিনি বরুন দেওয়ানের সঙ্গে নতুন একটি সিনেমার শুটিং করছেন।

আনন্দমেলায় গাইলেন রুনা লায়লা

ঢাকা, ২৬ মার্চ : ঈদের জন্য নির্মিত বিটিভির নিজস্ব ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'আনন্দমেলা'য় গান গেয়েছেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। ২০ মার্চ লন্ডন থেকে দেশে ফেরেন এ সংগীতশিল্পী। এরপর ২৪ মার্চ বিটিভি ভবনের মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠানটির রেকর্ডিংয়ে অংশ নেন।

এবারের অনুষ্ঠানে তিনি 'শিল্পী আমি তোমাদেরই গান শুনাবো' গানটি গেয়েছেন। এটি লিখেছেন মাসুদ করিম এবং সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন সুবল দাস। চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'শিল্পী' সিনেমায় নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রুনা লায়লা। এই সিনেমায় 'শিল্পী' গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল।

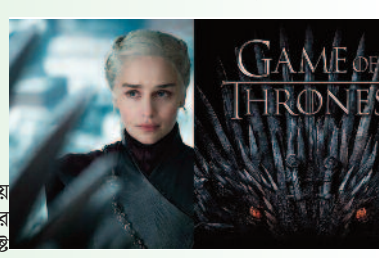

এ গান প্রসঙ্গে রুনা লায়লা বলেন, 'এটি আমার সংগীত জীবনের একটি সিগনেচার গান। এটি কিন্তু বিটিভিতে প্রচারের জন্যই করা হয়েছিল। বিটিভিতে প্রচারিত উপহার অনু ষ্ঠানে অনেক আগে আমার একেবারেই নতুন কয়েকটি মৌলিক গান প্রচার হয়েছিল। শিল্পী গানটি যেহেতু আমার কথা বলছে, সে কারণে এটি সেসময়ই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। গানের কথা ও সুর খুব সুন্দর। স্টেজ প্রোগ্রামে গেলে শ্রোতা দর্শকরা এখনও এ গানটিই শুনতে চান। একটি গান এতো বছর পরেও শ্রোতা দর্শকের মনে গেঁথে আছে, শিল্পী হিসেবে এটাও অনেক বড় প্রাপ্তি।'

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী ঈদে বিটিভিতে রাত দশটায় 'আনন্দমেলা' প্রচার হবে।

গেম অব থ্রোনস'র এমিলিয়া ক্লার্ক ভারতীয়!

মুম্বাই ডেস্কঃ এমিলিয়া ক্লার্ক, হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। অভিনয় জগতে গত দেড় দশক ধরে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করছেন, যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'গেম অফ থ্রোনস'-এ ডেনেরিস টারগারিয়েনের ভূমিকায় অভিনয়। চরিত্রটি তিনি নয় বছর ধরে দর্শকদের সামনে জীবন্ত করে রেখেছেন। কিন্তু জানেন কী, বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত এই ব্রিটিশ অভিনেত্রীর জন্ম বিট্রেনে হলেও তার শরীরের জিন কিন্তু অন্য কোনো দেশের, বিশ্বের অন্য প্রান্তের।

ব্রিটিশ সংস্কৃতির শিকড় আকঁড়ে থাকা এ অভিনেত্রীর বংশপরম্পার একটি গোপন রহস্য রয়েছে। নিজেকে শ্বেতাঙ্গ পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেও তার পূর্বপুরুষ কিন্তু ভারতের। ক্লার্কের প্রপিতামহীর সঙ্গে উপনিবেশিক আমলে এক ভারতীয়র সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। আর সেটি পরিণয় পর্যন্ত গড়ায়। তাই বংশসূত্রে তিনি শ্বেতাঙ্গ নন।

ইংল্যান্ডে ফিট হওয়ার জন্য, তার দাদীকে জৈবিক পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কালো রঙ লুকানোর জন্য সর্বদা হালকা মেকআপ ব্যবহার করতে হয়েছিল।

সম্প্রতি ক্লার্ক তার ব্যক্তিগত জীবনের এই অংশ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন।

ভ্যানিটি ফেয়ারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ক্লার্ক বলেছেন, 'তার (আমার দাদী) ত্বকের রঙ লুকিয়ে রাখতে এবং অন্য সবার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করাটা অবশ্যই অবিশ্বাস্যরকম কঠিন ছিল।'

অভিনেত্রীকে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, তার দাদী 'ইংল্যান্ডের চেয়ে ভারতকে বেশি ভালোবাসতেন,'-এখানেই আটকে গিয়েছিলেন ক্লার্ক।

তিনি বলেন, 'আমি আমার শরীরের সেই অংশটিকে ভালোবাসি, আমি আসলে এক-অষ্টমাংশ ভারতীয়।'

ঠিক এই কারণে এমিলিয়া ক্লার্ক নিজেকে ভারতীয় ভাবতেও ভালোবাসেন। তিনি তার পূর্ব শিকড়কে কখনোই ভুলে যেতে চান না। তাই পশ্চিমা সংস্কৃতি সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রন ঘটিয়ে চলার চেষ্টা করেন তিনি।

তার মতে, এই ধরনের সংযোগ পারিবারিক বন্ধন আরও গভীর করে তোলে। যখন তার দাদী মারা যান, তখন ষোল বছর বয়সী ক্লার্ক তার ছাই ছড়িয়ে দিতে ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন।

এদিকে কাজের সূত্রে এমিলিয়া ক্লার্ককে নেটফ্লিক্সের পারিবারিক কমেডি 'দ্য টুইটস'-এ দেখা যাবে। ১৩ জুন এটি মুক্তি পাবে।

দীর্ঘদিনের ঘুণে ধরা সমাজ পরিবর্তনে সময় দিতে হবে: হায়দার হোসেন

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মার্চ : জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী হায়দার হোসেন। গানে গানে দেশ, সমাজ ও মানুষের কথা বলেন। তার কণ্ঠের অনেক গান এখনো শ্রোতাদের মুখে মুখে ফেরে। বর্তমানে ব্যস্ততা ও নতুন গান নিয়ে যুগান্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।

প্রশ্ন : আপনার গাওয়া '৩০ বছর পরও আমি স্বাধীনতাটাকে খুঁজছি' শিরোনামে একটি বেশ জনপ্রিয়। গানটি কোন ভাবনা থেকে গেয়েছেন?

উত্তর : বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। ৭১-এ যে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হয়েছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল সবার জন্য সমান অধিকার, ধনী-গরিবের বৈষম্যহীন সমাজ, বাক-স্বাধীনতার অধিকার, নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার। আমরা কি এই দেশে সবার সমান অধিকার দেখেছি? ধনী-গরিবের বৈষম্য কমতে দেখেছি? আমরা কতটুকুই বা বাক-স্বাধীনতা পেয়েছি? এসবের উত্তর খুঁজতেই এ গান। ভালো করে লক্ষ করলে দেখবেন গানের প্রথম তিনটি লাইনেই পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছে। এবং প্রথম চারটি প্রশ্ন পঞ্চম প্রশ্নের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রথম চারটি প্রশ্নের উত্তর যদি সন্তোষজনক হতো তাহলে কখনো পঞ্চম প্রশ্নটি আসত না। অর্থাৎ যা দেখার কথা তা যদি দেখা যেত, যা শোনার কথা তা যদি শোনা যেত, যা ভাবার কথা তা যদি ভাবা হতো, যা বলার কথা তা যদি বলা হতো তাহলে কি গানটি লিখা হতো?

প্রশ্ন : আগে তো হতাশা ছিল। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এখন কী মনে হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা পেয়েছেন?

উত্তর : আসলে দীর্ঘ বছরের ঘুণে ধরা সমাজ একদিনেই পরিবর্তন হবে না। এর জন্য সময় দিতে হবে। এখন কতটা বাক-স্বাধীনতা পেয়েছি, এর উত্তর সরাসরি এভাবে দেওয়াও যাবে না। দেখুন, ক্ষমতার চেয়ারের হয়তো পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অনেক জায়গায় লোক তো সেই পুরোনোই রয়ে গেছে। তাই, সবকিছুর জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

প্রশ্ন : জুলাই-আগস্ট আন্দোলনপরবর্তী আপনার 'বিজয় উল্লাস' শিরোনামের একটি গান প্রকাশ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কিছু বলবেন?

উত্তর : অনেক জীবনের বিনিময়ে নতুন দেশ পেয়েছে ছাত্র-জনতা। শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ করে

বিজয় ছিনিয়ে এনে আজ আমরা উচ্ছ্বসিত। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে দেশ নিয়ে যে উল্লাস, আনন্দ চলছে এই আনন্দকে ধরে রাখতে হবে। এ আনন্দকে ধরে রাখতে আমাদের অনেক কাজ এখনো বাকি। 'বিজয় উল্লাস' গানটি সে কথাই বলছে।

প্রশ্ন : এখন আর আগের মতো নিয়মিত গান করছেন না। কারণ কী?

উত্তর : গান আমার প্যাশন, এর বাইরে কিছু নয়। শখেই গান গাই। তা ছাড়া একটি গান লেখা, সুর করা ও গাওয়ার পর যদি সেটি আমাকেই প্রমোট করতে হয়, সেটা আসলে মেনে নেওয়া যায় না। আমি মনে করি, নিজের গান নিজে প্রোমোট করা শিল্পীর কাজ নয়। এটা আমি পারি না। প্রমোট করবে মিডিয়া। আমার পক্ষে মিডিয়ার কাছে গিয়ে বসে থাকাও সম্ভব নয়। এ ছাড়া এখন গান করা আরও মুশকিল। গান করলেই নাকি এখন ভিডিও করতে হয়। এসব আমি করতে চাইনি, মনে হয়েছে গান নিয়ে এত ঝামেলা কে করবে, তাই নিজে থেকেই একটু নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া।

প্রশ্ন : ঈদে কী নতুন কোনো গান আসছে?

উত্তর : গান-বাজনা নিয়ে আমার কখনোই তেমন ব্যস্ততা ছিল না। তাই আয়োজন করে গান করা হয় না। তবে আর টিভি কিছু গান গাওয়ার কথা বলেছিল। তাদের জন্য সাতটি গান রেকর্ড করেছিলাম। শুনেছি এগুলোর মধ্যে ছয়টি এ ঈদে প্রচার করা হবে। কবে করবে সেটাও আমি জানি না। তাদের অনুরোধেই গানগুলো করা। নিজে থেকে এখন আর গান গাইতে ইচ্ছা করে না।

প্রশ্ন : গানগুলোতে কী ধরনের বার্তা দিয়েছেন?

উত্তর : এখনই সেগুলো নিয়ে আসলে কিছু বলতে চাই না। আর বড় কথা হচ্ছে সব আমার মনেও থাকে না, অনেক আগেই রেকর্ড করেছি। তবে এটুকু বলতে পারি, বর্তমান প্রজন্মের জন্য কিছু মেসেজ রয়েছে গানগুলোতে। আশাকরি প্রচারে এলে সবাই শুনলেই বুঝতে পারবেন।

প্রশ্ন : বর্তমানে কীভাবে সময় কাটছে তাহলে?

উত্তর : গানের বাইরেও আমার অন্যান্য কাজ আছে, তা নিয়েই ব্যস্ত থাকি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাই।

সড়ক দুর্ঘটনায় 'অলৌকিকভাবে' বেঁচে গেলেন সৌনু সৌদের স্ত্রী

ঢাকা, বলিউডের মানবিক অভিনেতা সোনু সৌদের স্ত্রী সোনালী সৌদ গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। ভারতের মুম্বাই-নাগপুর হাইওয়েতে ঘটে এ দুর্ঘটনা।

অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। সেসময় সোনালীর সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন তার বোন এবং বোনের ছেলে। গাড়িটি একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জন্মদিনে ‘তামিমের জন্য দোয়া’ উপহার চেয়েছেন সাকিব

ঢাকা ডেস্ক,আটত্রিশে পা রাখার দিনটি ভালো যায়নি সাকিব আল হাসানের। জন্মদিনে যতটা শুভেচ্ছা পেয়েছেন, তারচেয়েও বেশি যেন শুনেছেন খারাপ খবর। তার সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে, দেশে সমালোচিত হচ্ছেন। এরমাঝে সাকিব জেনেছেন প্রিয় বন্ধু তামিম ইকবাল হার্ট অ্যাটাক করেছেন।

সোমবার ডিপিএল চলাকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তামিম। প্রথমে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা ভাবলেও পরে অবস্থার অবনতি হয়। জানা যায়, অল্প সময়ের মধ্যেই দুইবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়কের। পরে তাকে সাভারের কেপিজে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে সেখানে তার হার্টে রিং পরানো হয়। ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে আছেন তামিম।

সাকিব গতকাল রাতে ফেসবুকে এক পোস্টে তামিমের জন্য দোয়া চেয়েছেন। তামিমকে ভাই সম্মোধন করে ভক্তদের কাছে ‘দোয়া’ উপহার চেয়েছেন, ‘আজ আমার জন্য বিশেষ দিন, কিন্তু মনটা পুরোপুরি আনন্দে নেই। কারণ, আমার প্রিয় সতীর্থ ও বন্ধু তামিম ইকবাল অসুস্থ। মাঠে আমরা একসঙ্গে অনেক লড়াই করেছি, অনেক স্মৃতি রয়েছে। আর সব সময় চাইব আমাদের এই পথচলা আরও দীর্ঘ হোক।’

সাকিব আরও লেখেন, ‘তামিম, তুমি বাংলাদেশের ক্রিকেটের অন্যতম বড় শক্তি। তোমার দ্রুত সুস্থতা ও মাঠে ফিরে আসার জন্য দোয়া করছি। ইনশাআল্লাহ, তুমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবে। তামিমের জন্য আপনার দোয়াই হবে আমার জন্মদিনের সেরা উপহার। দোয়া করবেন–আমার ভাই তামিম যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে আবার মাঠে ফিরতে পারে।‘

গতকাল সকালেই অসুস্থবোধ করছিলেন তামিম। ডিপিএলে শাইনপুকুরের বিপক্ষে ম্যাচের মাঝেই খেয়ে নেন গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ। পরে হাসপাতালেও যান। এরপর আবারও অস্বস্তিতে ভোগেন।পরে জানা যায়, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তামিমের। হার্টে পরানো হয়েছে রিং। চিকিৎসক জানিয়েছেন, এখনো আশঙ্কামুক্ত হননি টাইগার ক্রিকেটার। তবে উন্নতি হয়েছে স্বাস্থ্যের।

সতীর্থদের উদ্দেশ্যে ইনজুরিতে থাকা মেসির বার্তা

ঢাকা, খেলার কথা ছিল তারও। বাগড়া দিয়ে বসেছে ইনজুরি। লিওনেল মেসি মাঠে ছিলেন না, দলের সঙ্গেই যেন ছিলেন। বুয়েন্স আইরেসে ব্রাজিলের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার তা᷄ব দেখেছেন। সেটি নিয়ে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছেন। ইন্সটাগ্রামে দুটি স্টোরিতে আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি দিয়েছেন বার্তাও।

আজ সকালে বসেছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ। হয়েছিল এমন এক লড়াই যেখানে আর্জেন্টিনার শক্তিমত্তা আরেকবার দেখেছে বিশ্ব। বুধবার লিওনেল স্কালোনির দল জিতেছে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে। তাতেই দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চল থেকে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপও নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা।

বড় হারে সমান ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে এখনো শঙ্কার দোলাচলে পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিন ব্রাজিল। ভোরে বিশ্বকাপে যাওয়ার সুখবর নিয়েই নেমেছিল আর্জেন্টিনা। পরে মাঠে দেখিয়েছে দাপট। একটি করে গোল করেছেন জুলিয়ান আলভারেস, এনজো ফার্নান্দেস, অ্যালেক্সি ম্যাক অ্যালিস্টার ও জুলিয়ান সিমিওনি। ব্রাজিলের হয়ে এক গোল ফেরান মাথিয়াস কুনিয়া। ২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে আজই প্রথম অন্তত ৪ গোল হজম করল ব্রাজিল। এমন দাপুটে জয়ের পর সতীর্থদের উদ্দেশ্যে যেন মেসি বললেন, ‘দারুণ খেলেছো। কিপ ইট আপ।’

ইনজুরির জন্য বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচটিতে না থাকা মেসি ইন্সটাগ্রামে দুটি স্টোরি দিয়েছেন। একটিতে দেখা যাচ্ছে, ম্যাচে দর্শকরা উল্লাস করছেন। অন্যটিতে বুয়েনস আইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়াম। ওই ছবিতে কয়েকটি ইমোজিও জুড়ে দিয়েছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার।

ব্রাজিলকে গুঁড়িয়ে বাংলাদেশকে টেনে যা বললেন এনজো

ঢাকা, ২৬ মার্চ : রাফিনিয়ার কথাই ফলে গেল। তবে ফল উল্টো। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে নামার আগে ব্রাজিলের তারকা হুংকার ছুঁড়েছিলেন, ‘বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ওদের (আর্জেন্টিনা) গুঁড়িয়ে দেব।’ তার সেই হুংকারের শব্দ বেজেছে ব্রাজিলের কানেই। দাপুটে এক জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। এরপরই বাংলাদেশের সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন এনজো ফার্নান্দেজ। ম্যাচ শেষে ফেসবুকে এক পোস্টে আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার লেখেন, ‘অবিশ্বাস্য সমর্থন এবং বার্তার জন্য ধন্যবাদ বাংলাদেশ, এই জয়টিও আপনারও।’ আরেক পোস্টে ব্রাজিল তারকা রাফিনিয়াকে খোঁচা মেরেছেন এনজো, ‘পরের বার থেকে বিনয়ী থেকো রাফিনিয়া।’

আর্জেন্টিনা নিয়ে বাংলাদেশি সমর্থকদের একটু বেশিই আবেগ। লাতিন কিংবা ইউরোপে মাঠের লড়াই হলে এ দেশে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল ভক্তরা আলাদা হয়ে যায়। কথার লড়াই চলে। ওসব আর্জেন্টাইনদের মনে ধরেছে। বাংলাদেশের বেশ কিছু ইস্যুতে এনজোকে প্রায়ই সরব দেখা যায়। ব্রাজিলকে গুঁড়িয়ে আবারও বার্তা দিয়েছেন। ফেসবুকের পোস্টে জুড়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের দুটি পতাকার ইমোজিও।

বুধবার বুয়েন্স আইরেসে লিওনেল স্কালোনির দল জিতেছে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে। এই জয়ে বাছাইপর্বে ১৪ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট হলো আর্জেন্টিনার। তাতেই দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চল থেকে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপও নিশ্চিত করেছে আলবিসেলেস্তেরা। বড় হারে সমান ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে এখনো শঙ্কার দোলাচলে পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিন ব্রাজিল। বিশ্বকাপে যাওয়ার সুখবর নিয়েই নেমেছিল আর্জেন্টিনা। পরে মাঠে দেখিয়েছে দাপট। একটি করে গোল করেছেন জুলিয়ান আলভারেস, এনজো ফার্নান্দেস, অ্যালেক্সি ম্যাক অ্যালিস্টার ও জুলিয়ান সিমিওনি। ব্রাজিলের হয়ে এক গোল ফেরান মাথিয়াস কুনিয়া। ২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে আজই প্রথম অন্তত ৪ গোল হজম করল ব্রাজিল। লাতিন কোনো দলের বিপক্ষে ৪ গোল হজম করল ১৯৮৭ কোপা আমেরিকার পর।

জামাই শাহিনকে খেলানোর বিরুদ্ধে আফ্রিদি

ঢাকা, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে আগেই হেরেছে পাকিস্তান। আজ সিরিজের পঞ্চম ও শেষ ম্যাচ নিয়মরক্ষার। এই ম্যাচে পাকিস্তানের একাদশে জামাই শাহিন আফ্রিদিকে দেখতে চান না তার শ্বশুর শহীদ আফ্রিদি।

Anupam Barua, EA, MST.
IRS Enrolled Agent
M.Sc. in Taxation, Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY
B.A. in Accounting, Queens College, CUNY
Certification in Tax Planning, London School of Business - - Administration, London, UK.
Ex Financial Analyst, Risk Management & Regulatory, a MNC
Services offered:
IRS
- Individual Income Tax
- Business Tax – Self Employed, S Corporation, Partnership, C Corporation
- Specialization in Dental and Medical Practices Taxation
- Tax Planning and Financial Consulting
- Accounting and Bookkeeping
- New Business Formation
Office:
Anupam Barua & Associates, LLC
73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone: (646) 372-3420, (347) 935-3045
Email: ABTax747@Gmail.com
Appointment only. No Walk-in.
* আপনার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার ।
* একজন IRS Enrolled Agent, অথবা CPA অথবা Tax Attorney এর মাধ্যমে আপনার Tax সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করুন ।

DMV EXPRESS
SIKDAR
BROOKLYN
ABC-2345
VEHICLE REGISTRATION & PLATE PICKUP
আমরা সকল ধরনের DMV সার্ভিস প্রদান করে থাকি
ALL KIND OF
DMV SERVICES
REGISTRATION • TITLE • TLC • PLATE RETURN
NO MORE WAITING ON THE LINE
আমাদের সেবাসমূহ: | OUR SERVICES
- টিএলসি রেজিস্ট্রেশন
- রেজিস্ট্রেশন রিনিউ
- প্লেট ট্রান্সফার
- টাইটেল ইস্যু, ডুপ্লিকেট টাইটেল
- ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন
- কাস্টমাইজড প্লেট , প্লেট সারেন্ডার
- TLC PLATE TRANSFER
- NEW PLATE, TITLE & REGISTRATION
- PLATE SURRENDER
- DUPLICATE REGISTRATION
- CUSTOMIZED PLATE
- TLC RENEWAL
6hr Defensive Driving Course | ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স Only $34.99
CALL: 718.709.6400
ADDRESS 1210 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
OUR SERVICES
NOTARY PUBLIC
AUTHORIZED e-file PROVIDER
- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public
TAX FILING

Subal C Debnath
OPEN 7 DAYS A WEEK
37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না

ঈদ রেসিপি: গোটা মুরগির রোস্ট

ঈদুল ফিতরের মাত্র কয়েকদিন বাকি। ঈদ মানেই নতুন জামাকাপড়ের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার। এ দিন বাড়িতে বাড়িতে মাংসের নানা পদ রান্না হয়। একটু ভিন্নতা আনতে উৎসবের এ দিনটিতে বাড়িতেই তৈরি করতে পারেন আস্ত মুরগির রোস্ট।

উপকরণ: মাঝারি আকারের মুরগি ১টি, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুনবাটা ২ চা চামচ, পেঁয়াজবাটা ১ চা চামচ, গোল মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ, লবঙ্গ ২/৩ টি, দারুচিনি ৪/৫ টি, মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ, আধা কাপ টমেটো সস, আধা কাপ পানি, লবণ পরিমাণ মতো, কাজু বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, টক দই আধা কাপ, কাঁচা মরিচ বাটা ১ চা চামচ, লেবুর রস ১ চামচ, বাটার / ঘি ১ টেবিল চামচ, সয়া সস ১ টেবিল চামচ,তেজপাতা ২ টি, বেরেস্তা ভাজা আধা কাপ, তেল পরিমাণ মতো

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে কাঁটা চামচ দিয়ে মুরগিটা অল্প করে কেচে নিন। এবার এতে টক দই, আধা চামচ আদা বাটা, আধা চামচ রসুন বাটা, সয়া সস এবং লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে এক ঘণ্টা মেরিনেট করুন। এক ঘণ্টা পর মুরগিটা তেলে হালকা করে ভেজে একটি পাত্রে তুলে রাখুন। এবার ওই গরম তেলে তেজপাতা, লবঙ্গ ২/৩ টি, দারুচিনি ৪/৫ , কিছুক্ষণ ভেজে তাতে পেয়াজবাটা, বাকী আদা বাটা এবং রসুন বাটা দিয়ে একটু কষিয়ে পানি দিয়ে ঢেকে দিন। এরপর মরিচ বাটা, টমেটোর সস. মরিচের গুঁড়ো, গোল মরিচের গুঁড়া, বাদাম বাটা মিশিয়ে পানি দিন। মসলাটা কিছুক্ষণ কষিয়ে এর মধ্যে ভাজা মুরগিটা ছেড়ে দিন। স্বাদ বাড়াতে লেবুর রস যোগ করুন। এবার ঘি দিয়ে দিন। মুরগির গায়ে ভালো করে মসলা মাখিয়ে বেরেস্তা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

ইফতারে ফ্রুট কাস্টার্ড

ইফতারে মিষ্টি খাবার অনেকেরই পছন্দের। সে ক্ষেত্রে তৈরি করতে পারেন মজাদার ফ্রুট কাস্টার্ড। ছোট-বড় সবাই এই খাবারটি পছন্দ করবে। মিষ্টি স্বাদের এই খাবারটি খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি স্বাস্থ্যকরও।

উপকরণ: দুধ ১ লিটার, চিনি ১ কাপ, কাস্টার্ড পাউডার ২ টেবিল চামচ, এলাচ গুঁড়া ১/৪ চা চামচ, জাফরান ১/৪ চা চামচ, আঙুর (২ টুকরো করে কাটা), ১ কাপ কলা (ছোট ছোট টুকরো করে কাটা), ১ কাপ আপেল (ছোট ছোট টুকরো করে কাটা), ১ কাপ ডালিম- ১ কাপ

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে, এক কাপ দুধ একপাশে রেখে বাকি দুধ একটি প্যানে গরম করার জন্য রাখুন। দুধ ফুটতে শুরু করলে, এতে চিনি দিন। এবার এলাচ গুঁড়ো এবং জাফরান যোগ করুন। ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর এক কাপ দুধে কাস্টার্ড পাউডার মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। তারপর এই পেস্টটি ধীরে ধীরে চুলায় থাকা দুধে ঢেলে দিন। চামচের সাহায্যে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। দুধ ঘন হতে শুরু করলে,চুলা থেকে নামিয়ে নিন। মনে রাখবেন, দুধ বেশি ফোটালে তা প্যানে লেগে যেতে পারে। চুলণা থেকে নামানোর পর ঠান্ডা হতে দিন। এজন্য একটি বড় পাত্রে দুধ ঢেলে ঠান্ডা করার জন্য একপাশে রেখে দিন। দুধ পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেলে, এতে কাটা ফল দিন। ফল যোগ করার পর, এটি ১ ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন। পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেলে ফ্রিজ থেকে বের করে পরিবেশন করুন।

ইফতারে ডিম আলুচপ

সারাদিন রোজা শেষে ইফতারে সবাই চায় একটু মুখরোচক খাবার। একই খাবার প্রতিদিন খেতে একঘেয়েও লাগে। স্বাদে ভিন্নতা আনতে ইফতারে বানাতে পারেন ডিম আলুচপ। এটি ছোট-বড় সবাই পছন্দ করবে।

উপকরণ :আলু ৫০০ গ্রাম, সিদ্ধ ডিম দুটি, ধনেপাতা কুচি দুই টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, কাঁচামরিচ কুচি এক টেবিল চামচ, পুদিনাপাতা কুচি এক চা-চামচ, জিরা গুঁড়া এক চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ (টেলে নেওয়া মরিচ), ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, বিস্কুটের গুঁড়া প্রয়োজনমতো, একটি ডিম ফেটানো এবং তেল ভাজার জন্য।

প্রস্তুত প্রণালি :প্রথমে আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে ভর্তা করে নিন। ডিমও একইভাবে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে ভর্তা করে নিন। তারপর ভর্তা করা ডিম ও আলুর সঙ্গে একে একে সব মসলা ও পেঁয়াজ কুচি ভালো করে মাখিয়ে হাত দিয়ে গোল গোল বা চ্যাপ্টা করে প্রথমে ফেটানো ডিমে মাখিয়ে তারপর বিস্কুটের গুঁড়ায় গড়িয়ে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিন। তারপর চপগুলো গরম গরম ডুবন্ত তেলে ভেজে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ইফতারে মজাদার ফ্রুট সালাদ

শরীরে পুষ্টি জোগাতে ফলের তুলনা নেই। সারাদিন রোজা রাখার পর তাই ইফতারে রাখতে রাখতে নানা স্বাদের ফল। কিছুটা ভিন্নতা আনতে ইফতারে তৈরি করতে পারেন ক্রিমি ফ্রুট সালাদ। এটি ইফতারে বাড়তি স্বাদ যোগ করবে।

উপকারণ: আপেল কাটা আধা কাপ, কলা কিউব করে কাটা আধা কাপ, চেরি আধা কাপ, আনার আধা কাপ ক্রিম ১ প্যাকেট, কনডেন্স মিল্ক, চিনি পরিমাণ মতো, চাট মসলা

পদ্ধতি: প্রথমে একটি পাত্রে ফ্রেশ ক্রিম নিন। এতে কনডেন্স মিল্ক ও চিনি দিয়ে ভালোভাবে বিট করুন। এবার সব ফল ও চাট মসলা দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে ফ্রিজে রাখুন। এক ঘণ্টা পর পরিবেশন করুন।

মাটন তাওয়া ফ্রাই

স্পেশাল অকেশনের মেন্যুতে বিফ বা মাটন না থাকলে কি চলে, বলুন তো? মাটন দিয়ে কত ধরনের আইটেমই তো ট্রাই করা হয়। আজ শেয়ার করবো স্পেশাল মাটন তাওয়া ফ্রাই এর রেসিপি, যেটা লুচি, পরোটা, পোলাও কিংবা ফ্রায়েড রাইস দিয়ে সার্ভ করতে পারেন। আগেই জানিয়ে রাখি, সেইম প্রসেস ফলো করে বিফ তাওয়া ফ্রাইও করতে পারবেন। চলুন দেরি না করে জেনে নেই কী কী উপকরণ লাগবে মজাদার এই ডিশটি তৈরি করতে।

মাটন তাওয়া ফ্রাই কীভাবে তৈরি করবেন?

যে যে উপকরণ লাগবে

মাটন- হাফ কেজি
পেঁয়াজ বাটা- ৩ চা চামচ
রসুন বাটা- ১ চা চামচ
আদা বাটা- ১ চা চামচ
টকদই- হাফ বাটি
মরিচের গুঁড়ো- ১ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো- ১ চা চামচ
ধনিয়া গুঁড়ো- হাফ চামচ
জিরা গুঁড়ো- ১ চামচ
লবণ- ২ চা চামচ
গরম মসলার গুঁড়ো- ১ চামচ
সরিষার তেল–৩ টেবিল চামচ

ফোঁড়নের জন্য

শুকনো মরিচ, এলাচ, দারুচিনি, গোটা গোলমরিচ- ২টি করে
রসুন ও পেঁয়াজ কুঁচি- ২ চা চামচ

মাটন তাওয়া ফ্রাই তৈরির নিয়ম

১) প্রথমে প্রেশার কুকারে তেল দিন এবং তেল গরম হলে এক এক করে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন।

২) এতে মাটন পিসগুলো দিয়ে বাকি মসলা ও টকদই দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিন।

৩) সামান্য গরম পানি দিয়ে দিন এবার এবং প্রেশার কুকারের ঢাকনা বন্ধ করে রান্না করুন ২০ মিনিট। ২/৩ সিটি দিলে চুলা বন্ধ করে দিন। মাটন সেদ্ধ হয়েছে কিনা চেক করে নিতে ভুলবেন না।

৪) এবার আলাদা একটি বড় তাওয়াতে তেল গরম করুন। এতে শুকনো মরিচ ও গোটা গরম মসলা ফোঁড়ন দিন।

৫) তারপর পেঁয়াজ ও রসুন কুঁচি দিয়ে ভালো করে ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে গ্রেভিসহ মাংস এতে দিয়ে দিন, বার বার নাড়তে থাকুন।

৬) এই ধাপে চুলার আঁচ কমিয়ে বার বার নাড়তে হবে। যত সময় নিয়ে ফ্রাই করবেন, তত এর স্বাদ ভালো হবে। লাস্টে সামান্য গরম মসলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন।

৭) নাড়তে নাড়তে যখন গ্রেভি একদম ড্রাই হয়ে যাবে ও মাংস ভাজা ভাজা হয়ে আসবে, তখন চুলা বন্ধ করে দিন। ধনিয়া পাতা বা পেঁয়াজ বেরেস্তা ছড়িয়ে দিয়ে সার্ভ করুন।

ব্যস, ঝাল ঝাল মাটন তাওয়া ফ্রাই রেডি! দেখলেন তো কত সহজে মাটনের এই ডিফারেন্ট ডিশটি প্রিপেয়ার করা যায়।

ঘণ্ট কিংবা ছেঁচকি নয়, স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবে নিরামিষ দুধ-লাউ, রইল রেসিপি

লাউ দিয়ে ডাল, বড়ি দিয়ে নিরামিষ ঘণ্ট তো প্রায়ই খেয়ে থাকেন। কিন্তু দুধ দিয়ে লাউয়ের তরকারি রাঁধেননি তো? কেমন ভাবে রাঁধতে হয় শিখে নিন।

লাউ দেখলেই চিংড়ি দিয়ে ঘণ্ট রাঁধতে ইচ্ছে করে। অনেকে আবার নিরামিষ লাউয়ের ছেঁচকি খেতেও পছন্দ করেন। ডালের মধ্যে ডুমো ডুমো করে কাটা লাউ দিলেও খেতে মন্দ লাগে না। গরমে শরীরও বেশ ঠান্ডা থাকে। কিন্তু লাউয়ের সেই একঘেয়ে পদ আর কাঁহাতক খাওয়া যায়? তার চেয়ে বরং জিভের স্বাদ বদল করতে রেঁধে ফেলুন দুধ-লাউ। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

১টি লাউ (ডুমো করে কাটা)
১ কাপ দুধ
১ টেবিল চামচ সর্ষের তেল
স্বাদ অনুযায়ী নুন
সামান্য চিনি
১টি শুকনো লঙ্কা
১ চা-চামচ জিরেবাটা
আধ চা-চামচ আদাবাটা
এক চিমটে হিং

প্রণালী:

কড়াইয়ে তেল গরম করে তার মধ্যে হিং এবং শুকনো লঙ্কার ফোড়ন দিন।

সামান্য নাড়াচাড়া করে কড়াইয়ে কেটে রাখা লাউ দিয়ে দিন। একটু ভেজে নিয়ে অল্প নুন, চিনি, আদাবাটা, জিরেবাটা দিয়ে দিন।

কড়াই ঢাকা দিয়ে লাউ নরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

এই সব্জিতে জলের পরিমাণ বেশি। রাঁধতে রাঁধতে নিজে থেকে জল বেরোতে শুরু করে। মূলত ওই জলেই লাউ সেদ্ধ হবে। আলাদা করে আর জল দিতে হবে না।

ফুটতে ফুটতে জল খানিকটা শুকিয়ে এলে দুধটা দিয়ে দিন। ঝোল ঘন হওয়া পর্যন্ত একটু নাড়াচাড়া করতে হবে। চাইলে ভেজে রাখা বড়িও দিতে পারেন এই সময়ে।

নামানোর আগে উপর থেকে সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিলেই কাজ শেষ। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন দুধ-লাউ।

ডিম দিয়ে রেঁধে ফেলুন দারুণ এক পদ

সর্ষের নাম শুনলে প্রথমেই হয়তো মাছের কথা মনে হবে। তবে স্বাদবদল করতে ডিমের সঙ্গেও সর্ষের নাম জুড়ে দেওয়া যায়, যদি রাঁধার কৌশল জানা থাকে।

এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। সকাল থেকে রাত, পারলে তাঁরা ডিমের ঝুড়ি নিয়েই বসে থাকেন। সেদ্ধ, ভাজা, ভুর্জি– যা দেবেন, যে ভাবে দেবেন, তাতেই তাঁরা বেজায় খুশি। তবে কাঁহাতক আর ডিম দিয়ে সেই এক ধরনের পদ খাওয়া যায় বলুন তো! তার চেয়ে বরং কম সময়ে চট করে বানিয়ে ফেলুন ডিম-সর্ষে। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

৪টি ডিম
১ কাপ টক দই
দেড় চা-চামচ কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো
স্বাদ অনুযায়ী নুন এবং চিনি
২ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি
২ টেবিল চামচ সর্ষেবাটা

প্রণালী:

প্রথমে ডিমগুলি সেদ্ধ করে, খোসা ছাড়িয়ে ফেলুন। তার পর ছুরি দিয়ে মাঝখান থেকে কেটে সমান দু'ভাগে করে নিন।

অন্য একটি পাত্রে টক দই, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, চিনি, নুন, সর্ষেবাটা ভাল করে মিশিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন, নুন এবং চিনি যেন ভাল ভাবে মিশে যায়।

এ বার অর্ধেক করে নেওয়া ডিমগুলো একটি পাত্রে সাজিয়ে রাখুন। মশলার ওই মিশ্রণটি ডিমের গায়ে ঢেলে দিন। নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। বরং উপর থেকে খানিকটা ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিতে পারেন।

ব্যস, এটুকু করলেই কাজ শেষ। রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন গরম গরম ডিম-সর্ষে।

মিষ্টি নয়, নোনতা স্বাদের এই পিঠে খাওয়া যায় চায়ের সঙ্গে

পিঠে বললেই গুড়ের পাকে তৈরি নারকেলের পুর ভরা মিষ্টি পদের কথা মনে হয়। তবে ও পার বাংলায় এমন এক পিঠে আছে, যা নোনতা। খাওয়া হয় চায়ের সঙ্গে। এক বার বানিয়ে দেখবেন? পিঠে বলতে সাধারণত মিষ্টি খাবার বোঝায়। যার সঙ্গে নারকেল, গুড়ের যোগ্য সঙ্গত থাকে। তবে নারকেল ছাড়া যে পিঠে হয় না, তা নয়। কিন্তু তা বলে লঙ্কা, পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি পিঠে? বাংলাদেশের সিলেটে জনপ্রিয় এমনই এক পদ। কেউ বলেন 'নুন পিঠে', কেউ আবার 'নুনিয়া'। তবে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, মুচমুচে ঝালঝাল পিঠেটি দিব্যি চায়ের সঙ্গে খাওয়া যায়। ঠান্ডা হলেও স্বাদ নষ্ট হয় না।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জয় হরিচাঁদ জয় হরিবোল জয় গুরুচাঁদ

পূর্ণব্রহ্ম শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১৪ তম আবির্ভাব মহোৎসব এবং মহাবারুণী ২০২৫ ইং

তারিখঃ ২৯ মার্চ শনিবার, ২০২৫ ইং।

অধিবাসঃ ২৬ মার্চ বুধবার, ২০২৫ ইং।

:পূজা মণ্ডপ : শ্রী শ্রী হরি মন্দির

৯৭-১৯ ১২৭ স্ট্রীট, সাউথ রিচমণ্ড হিল , নিউইয়র্ক ১১৪১৯

সুধী,

আগামী ২৯ মার্চ শনিবার ২০২৫ ইং হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক প্রতিবারের ন্যায় এবারও পূর্ণব্রহ্ম শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১৪ তম আবির্ভাব মহোৎসব এবং মহাবারুণী ২০২৫ইং উদযাপন করতে যাচ্ছে। এ মহতী অনুষ্ঠানে আপনার সপরিবারে সবান্ধব অংশগ্রহণ কামনা করছি।

বিনীত নিবেদক

শ্রীমতী কানন বিশ্বাস ফোনঃ ৩৪৭-৭২৪-২৬৪১
শ্রীমতী শোভা ঘরামী ফোনঃ ৩৪৭-৯৩৮-২৬৫৪
শ্রীমতী শিবানী হীরা ফোনঃ ৬৪৬-৪৩৬-৮০৬৪
শিখা রানী ঠাকুর ফোনঃ ৯১৭৯৩২-৭০৪৪
শ্রী আশুতোষ দত্ত ফোনঃ ৬৪৬-২৬৭-০৩০৪

দায়িত্ব প্রাপ্ত সেবক এবং সেবিকাবৃন্দ

অনুষ্ঠান সূচীঃ

২৬ মার্চ বুধবার, ২০২৫ ইংঃ

- মঙ্গল ঘট স্থাপন এবং অধিবাসঃ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা।
- শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের পূজা, বন্দনা এবং হরিসঙ্গীত এবং মাতাম বিকাল ৫.৩০ ঘটিকা।
- শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত সম্পূর্ণ পঠন বিকাল ৬.৩০ ঘটিকা।
- মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীর মহাস্নানের যোগে কামনা সাগরের জল গ্রহন রাত ৯.৫৬ ঘটিকা।

২৯ মার্চ শনিবার, ২০২৫ ইংঃ

- বাল্য ভোগঃ সকাল ৮ ঘটিকা।
- শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের পূজা, বন্দনা, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত পাঠ এবং হরিসঙ্গীত সকাল ৮ .৩০ ঘটিকা।
- শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মহাভোগ ও ভোগারতি দুপুর ১২.০০ ঘটিক।
- মহা প্রসাদ বিতরণ দুপুর ২.০০ ঘটিকা।
- হরিব্যাংক সংগ্রহ এবং নতুন ব্যাংক বিতরণ বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
- মহাবারুনী প্যারেড বিকাল ৫.০০-৬.৩০ ঘটিকা।
- শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের সন্ধ্যা পূজা, বন্দনা, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত পাঠ, হরিসঙ্গীত এবং মাতাম সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকা।
- শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতা এবং বর্তমান সমাজে তার প্রয়োগ রাত ৮.০০ ঘটিকা।
- প্রার্থনা এবং শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা পাঠ রাত ৯.৩০ ঘটিকা।

ভক্তদের মনস্কামনা পূরণের জন্য কামনা সাগরের জল বিতরণ।

মহাবারুনী প্যারেড বিকাল ৫.০০-৬.৩০ ঘটিকা।

হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

এটিভি ইউএসএ কোরআন তিলাওয়াতে ৬ বছর বয়সী তাসবিহ সেরা

প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে। এসময় উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কের আলেম-ওলামা, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ। কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছে সারাবন তহুরা এবং তৃতীয় মোহাম্মদ সুরাইম সালেহ। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থ ও সার্টিফিকেট তুলে দেন সম্মানিত অতিথিরা। সেরা দশ প্রতিযোগীকে দেওয়া হয় আকর্ষণীয় পুরস্কার। এছাড়া অংশগ্রহণকারী সবাইকেই দেয়া হয়েছে সার্টিফিকেট।

নিউ ইয়র্কের পাঁচটি বরো থেকে উঠে আসা ১৬ জন প্রতিযোগী অংশ নেন গ্র্যান্ড ফিনালে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে তাজবীহ তালহাহ ভুইয়া পেয়েছে দেড় হাজার ডলার পুরস্কার। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সারাবন তহুরার হাতে তুলে দেয়া হয় এক হাজার ডলার এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করা মোহাম্মদ সুরাইম সালেহ পায় ৫০০ ডলার অর্থ পুরস্কার। কোরআন আল্লাহর বাণী, যা হৃদয়কে প্রশান্ত করে, জীবনকে আলোকিত করে। কোরআনের প্রতিটি আয়াতে লুকিয়ে আছে অমীয় জ্ঞান, শান্তি আর সঠিক পথের নির্দেশনা। এই মহান গ্রন্থের সুমধুর তিলাওয়াতেই মুখর হয়ে উঠে এটিভি ইউএসএ'র কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর গ্র্যান্ড ফিনালে।

আশা পার্টি হলে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয়া প্রতিযোগীদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় কোরআনের সুমধুর আয়াত। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিযোগীই ছিলো অসাধারণ। তাদের কণ্ঠে উঠে আসা কোরআন তিলাওয়াতের অনুভূতি ছিলো হৃদয়গ্রাহী। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ ও মাওলানা শাহ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। কোরআন তিলাওয়াত শেষে প্রতিটি প্রতিযোগীকে প্রশ্ন করেন বিচারকেরা। দক্ষতার সাথে উত্তর দেন প্রতিযোগীরা। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে ঘোষণা করা হয় বিজয়ীদের নাম।

কোরআন নাজিলের মাস পবিত্র রমজানে আমেরিকার মাটিতে কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় এটিভি ইউএসএকে কৃতজ্ঞতা জানান নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল-এর কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা। ভবিষ্যতে এটিভি ইউএসএ'র এমন যেকোনো ভালো উদ্যোগের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। পবিত্র কুরআনের বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে এটিভি ইউএসএ বদ্ধপরিকর উল্লেখ করে প্রতিযোগিতায় সহযোগিতা করায় সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান এটিভি ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট এবং সিইও আকাশ রহমান। বলেন, প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর স্বল্প সময়ে এতো বড় আয়োজন করা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করলেও সফলভাবে আয়োজন সম্পন্ন করতে পেরেছে এটিভি ইউএসএ।

এটিভি ইউএসএ'র চেয়ারপারসন এশা রহমান কোমলমতি শিশুদের কোরআন তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। তিনি শিশুদের অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। বলেন, মোবাইল ফোন বা ট্যাবে গেমস খেলায় আসক্ত না হয়ে শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করছে যা অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। এটিভি ইউএসএ-ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড আয়োজিত কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর সিজন এক পাওয়ার্ড বাই উৎসব ডট কম-এ বিভিন্ন স্তরে স্পন্সর হিসেবে সহযোগিতা করেছে প্লাটিনাম পার্টনার খলিল বিরিয়ানী হাউজ, গোল্ড পার্টনার বাংলা ট্রাভেলস। এ ছাড়া সঙ্গে ছিলেন কীম্যাক রিয়েলটি, সাপ্তাহিক নবযুগ, মর্টগেজ ব্রোকার শ্যামনুন শিবলী এবং রিয়েলটর বদরুল চৌধুরীসহ অনেকে। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল সাপ্তাহিক সাদাকালো। অনুষ্ঠানে সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও দেয়া হয় সম্মাননা পুরস্কার।

নিউইয়র্কে চতুর্থ রেমিট্যান্স ফেয়ার ১৯-২০ এপ্রিল

ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে ১৯ ও ২০ এপ্রিল। দুই দিনব্যাপী এ মেলা উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিইউসিসিআই) এবং ইউএসএ-বাংলা বিজনিস লিংকের যৌথ উদ্যোগে এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্তোরাঁ ও পার্টি হলে। সহযোগী সংগঠন হিসেবে থাকছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)।

এবারের রেমিট্যান্স ফেয়ারের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– "বৈধ রেমিট্যান্স, উন্নত বাংলাদেশ।" মেলায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস কোম্পানি, মানি ট্রান্সফার অপারেটর ও রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনাররা অংশ নেবেন। তারা তাদের পণ্য ও সেবা তুলে ধরবেন, পাশাপাশি রেমিট্যান্স খাতের উন্নয়নের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং নেটওয়ার্কিং ডিনারের আয়োজন করা হবে। মেলার অংশ হিসেবে একটি বিশেষ প্রকাশনা প্রকাশ করা হবে, যেখানে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার এবং বিশেষজ্ঞরা রেমিট্যান্স ও অফশোর ব্যাংকিং নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী লেখা প্রকাশ করবেন।

মেলায় অংশগ্রহণকারী বিশেষ অতিথিদের মধ্যে থাকবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মো. হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক মনোয়ার উদ্দীন আহমেদ, এফবিসিসিআই-এর প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান, সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ, ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু, ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদসহ বাংলাদেশ এবং আমেরিকার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা।

এবারের মেলায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে নিউ ইয়র্ক ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এবং শীর্ষস্থানীয় মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন, যারা রেমিট্যান্স পাঠানোর আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং উদ্ভাবনসমূহ তুলে ধরবেন।

এ বছরও রেমিট্যান্স প্রেরণকারী এবং সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে থাকবেন সেরা ১০ বাংলাদেশি-আমেরিকান রেমিট্যান্স প্রেরক, বাংলাদেশের শীর্ষ তিন রেমিট্যান্স গ্রহণকারী ব্যাংক এবং শীর্ষ তিন মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি বা রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনার।

মেলার মিডিয়া পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে দৈনিক বণিক বার্তা, অর্থনীতি বিষয়ক ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, সাপ্তাহিক ঠিকানা, একাত্তর টিভি ও নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল টিবিএন২৪। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে মেলা, যেখানে দর্শনার্থীরা বিনামূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন।

এ আয়োজনের মাধ্যমে বৈধ রেমিট্যান্স ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার ঘটবে বলে আয়োজকরা আশাবাদী। প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে এবারের রেমিট্যান্স ফেয়ার আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা।

নিউ মেক্সিকোতে বন্দুক হামলায় নিহত ৩, আহত

চালানোর ঘটনায় তিনজন নিহত এবং আরো ১৫ জন আহত হয়েছেন।

লাস ক্রুসেস শহরের ইয়ং পার্কে স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে বলে ফেসবুকে দেয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে লাস ক্রুসেস পুলিশ।

নিহতদের মধ্যে দুজন ১৯ বছর বয়সী পুরুষ এবং একজন ১৬ বছর বয়সী কিশোর। অন্যদিকে আহতদের বয়স ১৬ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে। কর্তৃপক্ষ নিহত বা আহতদের নাম প্রকাশ করেনি।

বিবৃতি অনুসারে, এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, তবে তদন্তকারীরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। এফবিআই এবং নিউ মেক্সিকো স্টেট পুলিশসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা লাস ক্রুসেস পুলিশকে তদন্তে সহায়তা করছে বলেও জানানো হয়েছে।

ভার্জিনিয়ায় গুলিতে ভারতীয় বাবা-মেয়ে নিহত

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভার্জিনিয়ায় এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ক্রেতার গুলিতে ২৪ বছর বয়সী এক ভারতীয় তরুণী ও তার ৫৬ বছর বয়সী বাবা নিহত হয়েছেন। নিহতরা দোকানটিতে কাজ করতেন।

গত ২০ মার্চ সকালে অ্যাকোম্যাক কাউন্টিতে দোকানটি খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাটি ঘটে। এই জোড়া খুনের জন্য পুলিশ জর্জ ফ্রেজিয়ার ডেভন ওয়ার্টন (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, ওয়ার্টন গত ২০ মার্চ সকালে দোকানটিতে মদ কিনতে যান, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন রাতে দোকানটি কেন বন্ধ ছিল। তারপরই তিনি বাবা ও মেয়েকে লক্ষ্য করে গুলি করেন।

গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলের ইফতার

মাহফিল গত ১৯ মার্চ বুধবার জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট সামসুদ্দিন বশির। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন আব্দুর রহমান খান।

গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী এবং কমিউনিটির গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মিডিয়া কর্মীসহ সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের ব্যক্তিরা এতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

উপস্থিত সবাইকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন গ্লোবাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেল্স'র স্বত্ত্বাধিকারী আলহাজ মো. শামসউদ্দিন বশির। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও রোজার তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুর রহমান খান। ইফতারের পূর্বে মোনাজাত পরিচালনা করেন শর্শীনার পীর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস'র পরিচালক আলহাজ মো. নাসির উদ্দিন, এমিরাটস এয়ারলাইন্সের কর্মার্শিয়াল ম্যানেজার মোহাম্মদ নোমান, কুয়েত এয়ারওয়েজের সিনিয়র সেলস রিপ্রেজেন্টিটিভ রাজেস ডিভি এবং এক্টিং কান্ট্রি ম্যানেজার সেভিউ ডিয়াস, এয়ার ইন্ডিয়া'র কমার্শিয়াল ম্যানেজার এ্যানি খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বারী হোম কেয়ারের সিইও আসেফ বারী টুটুল, ইমিগ্রান্ট এন্ডার হোম কেয়ারের সিইও ও জেবিবিএ'র প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, বারী হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান মুনমুন হাসিনা বারী, আশা হোম কেয়ার'র সিইও আকাশ রহমান, অ্যাটাবের উপদেষ্টা ও মেঘনা ট্রাভেলস'র কর্ণধার এম ফরিদ রহমান, অ্যাটাবের প্রেসিডেন্ট ও কর্ণফুলি ট্রাভেলসের কর্ণধার সেলিম হারুণ, ডিজিটাল বাংলা ট্রাভেলসের কর্ণধার বেলায়েত হোসেন, কর্ণফুলি ট্যাঙর কর্ণধার এমএ হাসেম, বাংলাদেশ ট্রাভেলস-এর মো. জাফর, সাবেক ডিস্ট্রিক্ট জজ নূর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সরকার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, নওশেদ হোসেন সিদ্দিক, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন, অ্যাটাবের সেক্রেটারি ও স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলসের প্রেসিডেন্ট মাসুদ মোর্শেদ, জমজম ট্রাভেলসের কর্ণধার তৌহিদ মাহবুব মুন্না প্রমুখ।

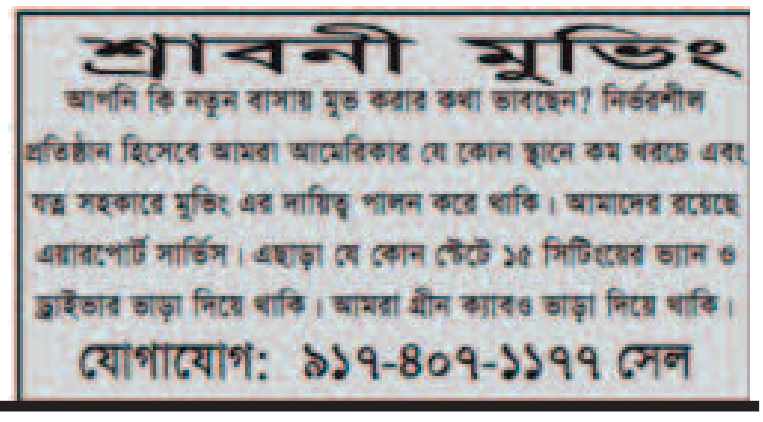

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ওম শক্তি মন্দির

৪০-২৩, ৭২ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক -১১৩৭৭

শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা ২০২৫

পূজা নির্ঘণ্ট

- ষষ্ঠী : ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার - বিকাল ৫:৪৫
- সপ্তমী : ৪ এপ্রিল শুক্রবার - দুপুর ১২টা
- অষ্টমী : ৫ এপ্রিল শনিবার - দুপুর ১২টা
- নবমী : ৬ এপ্রিল রবিবার - দুপুর ১২টা
- দশমী : ৭ এপ্রিল সোমবার - দুপুর ১২টা

পুষ্পাঞ্জলি : প্রতিদিন দুপুর ২টা
সন্ধ্যারতী : সন্ধ্যা ৭:৩০ মি.

সুধী ভক্তবৃন্দ, নমস্কার।

জ্যাকসন হাইটস্থ ওম শক্তি মন্দিরে প্রতিবারের মত এবারও আগামী ৩রা এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে ৭ই এপ্রিল সোমবার পর্যন্ত তিথী ও বিধি অনুযায়ী শ্রীশ্রী বাসন্তী দূর্গা পূজা এবং ৬ই এপ্রিল রামনবমী, ১৫ এপ্রিল মঙ্গলবার বাংলা বর্ষবরণ উদ্‌যাপন এবং নারায়ন পূজা ও গনেশ পূজা আয়োজনে ব্রতী হয়েছে।

উক্ত আয়োজনে আপনারা স্বপরিবারে ও স্ববান্ধবে আমন্ত্রিত।

বিনীত নিবেদক -

শ্রী গৌরাঙ্গ রায়
সভাপতি, ৭১৮-৪১৫-২০৩৫

শ্রী স্বরূপ সাহা
সাঃ সম্পাদক, ৩৪৭-৪৫৯-২১৯৩

বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা পরিবেশনায় বাংলাদেশ ও নিউইয়ার্কের শিল্পীবৃন্দ

প্রতিদিন প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে

৬ই এপ্রিল রামনবমী

১৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার

বাংলা বর্ষবরণ উদ্‌যাপন

নারায়ন পূজা ও গনেশ পূজা

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জ্যাকসন হাইটস মুনা সেন্টারে ব্যবসায়ীদের সম্মানে ইফতার

উপস্থিত ছিলেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেডিডেন্ট হারুন অর রশিদ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাওলানা এমকে রহমান মাহমুদ, মসজিদের ইমাম মাওলানা ওলিউর রহমান সিরাজী। বক্তব্য রাখেন মুনা এলমহাস্ট চ্যাপ্টারের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ, জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টার সভাপতি ফখরুল ইসলাম মাছুম। ব্যবসায়ীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ কাসেম, মোহাম্মদ ইসহাক, আনোয়ারুল ইসলাম, মিজানুর রহমান ভূইয়াঁ প্রমুখ।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নীল দরিয়া ডিষ্ট্রিভিউশনের শাহ আলম, কোর মাল্টি সার্ভিস ইনকের মোহাম্মদ কাসেম, পাপা জোনের রফিক আহমেদ, ইউনাইটেড অটোর মোহাম্মদ ইসহাক, এটিএম অটোর সাইফুল ইসলাম, ভূইয়া মাল্টি সার্ভিসের মিজানুর রহমান ভূইয়া, বিডি ওয়ারলেসের আনোয়ারুল ইসলাম, হাসান ট্যাক্স সার্ভিসের মোহাম্মদ হাসান, ওয়াকিয়া টাভেল এজেন্সি এর এনাম আহমেদ, নওশের মাল্টি সার্ভিস ইনকের নরশের চৌধুরী, নবান্ন রেষ্টুরেন্টের মোহাম্মদ আরিফ শাহরিয়ার ও সিমুলসহ আরো অনেকে।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার মাহ-

শাহনেওয়াজ। এতে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক ও নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জেবিএ'র সভাপতি শাহ নেওয়াজের ভুয়সী প্রসংশা করেন। তিনি বলেন, শাহ নেওয়াজের মতো সবাইকে কমিউনিটির সেবায় এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য সিটি ও স্টেট গর্বিত।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহ-সভাপতি আহসান হাবিব ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রাব্বি।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট নাসির আলী খান পল, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মেদ সাদেক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, রিয়েলটর নূরুল আজিম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মো. ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, রানো নেওয়াজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আহসান হাবিব, হাবিবুর রহমান, আব্দুর রশীদ বাবু, আকতার বাবুল, বিল্লাল হোসেন, এমএন হায়দার মুকুট, রেজা রশীদ, বেলাল আহমেদ, জে. মোল্লা সানি, কামরুল ইসলাম সনি ও কাজী তোফায়েল ইসলাম প্রমুখ।

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার ইফতার ও দোয়া মাহফিল।

নিউইয়র্কঃ বিপুল সংখ্যক যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টি ও অংগ সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের উপস্হিতিতে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুলের পরিচালনায় ২০ মার্চ ২০২৫ বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইট নবান্ন রেষ্টুরেন্টে জাতীয় পার্টির ইফতার ও দোয়া মাহফিল এবং কেক কেটে প্রয়াত রাষ্টপতি পল্লী বন্ধু এইচএম এরশাদের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

ইফতারের পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্টিত সভায় বক্তব্য রাখেন ,প্রধান অতিথি জনাব সহিদুর রহমান প্রাক্তন সংসদ,সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ,অতিথি এমডি গোলাম কাদের কেন্দ্রীয় সদস্য ও যুগ্ম সম্পাদক জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পার্টি , সহ সভাপতি নূর ইসলাম বর্ষন , সহ সাধারন সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ,প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজু , সভাপতি জাতীয় যুব সংহতি ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক আব্দুল কাদির লিপু ,দপ্তর সম্পাদক শক্তি ডি গুপ্তা, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এ এস এন রুবেল , শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আওয়াল কাজী, রবিউল হক, লায়ন্স সাইফুল ইসলাম। সভায় বক্তারা বাংলাদেশের রাজনীতি , ছাত্র রাজনীতি , প্রসাশনিক অবকাঠামো যোগপযোগী করে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলার লক্ষ্যে প্রয়াত রাষ্টপতি পল্লীবন্ধু এইচ এম এরশাদ জাতীয় পার্টি করেন এবং প্রসাশনিক বিকেন্দ্রীকরন , ঔষধনীতি , যোগাযেগ ব্যবস্হার বৈপ্লবিক উন্নয়ন তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।.বক্তারা আরো বলেন যে, বাংলাদেশে জাতীয় পার্টি কর্তৃক আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে বৈষম্য বিরোধীর নামে কতিপয় দুষ্কৃতীকারির হামলার তীব্র নিন্দা ও জোর প্রতিবাদ জানান।সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের এমপি হাতকে আরো শক্তিশালী করার আহবান জানান।

সভায় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্টপতি এইচ এম এরশাদ সহ ও বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আজ পর্যন্ত যাহারা দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন , তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং জাতীয় পার্টির মাননীয় চেয়ারম্যান জি এম কাদের এম পি দীর্ঘায়ু কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন জনাব আনোয়ার হোসেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সদস্য ও জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া।

সৌদিতে সড়কের পাশে বাংলাদেশি ইমামের মরদেহ

রাত সাড়ে ৮টার দিকে সড়কের পাশে তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরে সৌদি আরবে অবস্থানরত তার ভগ্নিপতি নাজমুল ইসলাম আল আমিনের পরিচয় শনাক্ত করেন। তিনি বিষয়টি বাংলাদেশে পরিবারকে জানান।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, হাফেজ আল আমিন জিজানের একটি মসজিদে ইমামতির পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি খাবার সরবরাহের কাজ করতেন। ঘটনার দিন তারাবির নামাজ শেষ করে ডেলিভারির জন্য বের হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রাতেই তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতের শরীরে একাধিক গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে, বিশেষ করে চোখ ও বুকের অংশে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় সৌদি পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে এখনো হত্যার কারণ কিংবা কারা জড়িত– তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। নিহত হাফেজ আল আমিনের পরিবার তার মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছেন। সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশি দূতাবাসও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

নিউইয়র্কে ২৫ মার্চ জেনোসাইড দিবস পালিত

হাকিকুল ইসলাম খোকন, বাপসনিউজঃ উনিশো একাত্তরের ২৫শে মার্চের গনহত্যা দিবস স্মরণে পঁচিশে মার্চের প্রথম প্রহরে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইট্সের ডাইভার সিটিতে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মমবাতি প্রজ্বলন করে একাত্তরের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। এই স্মরণ সভায় বক্তারা উল্লেখ করেন যে একাত্তরে পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে সাধারণত মানুষের উপর যে গণহত্যা এবং এবং মানবতা বিরোধী ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ছিলো এটা ইতিহাসে নজিরবিহীন। বাংলাদেশে কারো জীবন এখন নিরাপদ নয় মবজাস্টিসের নামে ইউনুসের দোসররা জঙ্গি কায়দায় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীএবংভিন্ন ধর্মালম্বীদের হত্যা করতেছে , বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে।রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, নদ নদী, বন জঙ্গল এমনকি ধর্মীয় উপাসনালয় সহ সর্বত্র এখন লাশের মিছিল। এক কথায় দেশ আজ মৃত্যুউপত্যকা।

বক্তারা বাংলাদেশকে রক্ষা করতে অনতিবিলম্বে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বসম্মানে দেশে ফিরিয়ে আনতে ঐক্যবদ্ধভাবে চলমান আন্দোলন সংগ্রামকে দুর্বার গতিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।এছাড়াও ডেভিল ইউনুস ও তার সহযোগী জঙ্গিদের সকল অপকর্ম নির্যাতন, হত্যাযক্ষ যথাযথভাবে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা পালনে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

জেনোসাইড ফান্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিতএই স্মরন সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সাবেক ছাত্র নেতা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডঃ প্রদীপ রন্জন কর। আওয়ামী লীগ নেতা আখতার হোসেনের পরিচালনায় এই সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রমেশ চন্দ্য নাথ,যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাছিব মামুন, দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ বখতিয়ার, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এম এ করিম জাহাঙ্গীর, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হুসাইন, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, সহ সভাপতি আবুল কাশেম ভূঁইয়া,আওয়ামী লীগ নেতা টি মোল্লা,আওয়ামী লীগ নেত্রী জেছমিন আক্তার কোহিনুর, শহিদুল ইসলাম,দিলওয়ার হুসেন মোল্লা,আবু বকর সিদ্দিকী, আইয়ুব আলী, একে চৌধুরী প্রমুখ।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC

সাধারণ সভা

তারিখ : ০৬ এপ্রিল, ২০২৫ রবিবার সময় : বিকাল ৭টা

স্থান : Shanai Restaurant & Party Hall

37-43 74th Street, Jackson Heights, NY 11372

সম্মানিত জালালাবাদবাসী,

আগামী ০৬ এপ্রিল, রবিবার জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সাধারণ সভায় জালালাবাদবাসীর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আমন্ত্রণক্রমে

বদরুল খান
সভাপতি
৬৪৬-৮২৪-৪৮১৪

রোকন হাকিম
ভারপ্রাপ্ত-সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৩৬২-২৪৪২

মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু), *সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা)* • **শামীম আহমেদ**, *সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ জেলা)* • **মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার**, *সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)* • **মোঃ জাবেদ উদ্দীন**, *সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)* • **মোহাম্মদ আলিম**, *কোষাধ্যক্ষ* • **মোঃ জিল্লুর রহমান খান**, *সাংগঠনিক সম্পাদক* • **ফয়ছল আলম**, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক* • **হোসেন আহমদ**, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক* • **মান্না মুনতাসির**, *ক্রীড়া সম্পাদক* • **বুরহান উদ্দিন**, *আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক* • **জাহিদ আহমেদ খান**, *সমাজ কল্যাণ সম্পাদক* • **সারা উদ্দিন**, *মহিলা বিষয়ক সম্পাদক* • **আব্দুল আজিজ**, *কার্যকরী সদস্য (সিলেট জেলা)* • **হুমায়ুন কবির সোহেল**, *কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ জেলা)* • **দেলোয়ার হোসেন মানিক**, *কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ জেলা)* • **মোঃ ফজল খাঁন**, *কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার জেলা)*

বোর্ড অব ট্রাষ্টি: **কাওছারুজ্জামান কয়েছ • বদরুন নাহার খান মিতা • ছয়দুন নূর • নাজমুল হাসান কুবাদ**

প্রচারে: **ফয়ছল আলম**, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক*

New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP
Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital

Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

**(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে **CDPAP** থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট **833-247-5346** নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য **COMMITTED HOME CARE** নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
Vol 25 No.02 Thursday 27 March 2025 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

জসি চৌধুরী আর নেই

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত মুখ ও সংগঠক জসি চৌধুরী (৬০) আর নেই। গত ২৪ -বাকী অংশ ১৮ পাতায়

নিউইয়র্কে ভুলে গ্রেফতার ব্যক্তিরা পাবেন ১০ হাজার ডলার

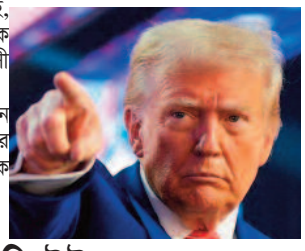

নিউইয়র্কঃ সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) অভিযানের অংশ হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছে দশ হাজারের বেশি অভিবাসীকে। -বাকী অংশ ৩১ পাতায়

গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলের ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্কঃ গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলের ইফতার এবং দোয়া -বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

নিউ মেক্সিকোতে বন্দুক হামলায় নিহত ৩, আহত আরো ১৫

নিউইয়র্কঃ নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো ১৫ জন। গত ২১ মার্চ রাত ১০টায় একটি পার্কে এই হামলা ও হতাহতের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, গত ২১ মার্চ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মার্কিন অঙ্গরাজ্য নিউ মেক্সিকোর একটি পার্কে গুলি -বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

জ্যাকসন হাইটস মুনা সেন্টারে ব্যবসায়ীদের সম্মানে ইফতার

নিউইয়র্কঃ মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসে (মসজিদ নামিরাহ) গত ১৯ মার্চ বুধবার ব্যবসায়ীদের সম্মানে ইফতারের আয়োজন করা হয়। সেন্টারের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদারের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে-বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

৫ লাখ ৩০ হাজার লাতিনের 'অস্থায়ী অভিবাসী মর্যাদা' তুলে নিচ্ছেন ট্রাম্প

নিউইয়র্কঃ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন জানিয়েছে, তারা কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া ও ভেনিজুয়েলা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা ৫ লাখের বেশি মানুষের 'অস্থায়ী অভিবাসী মর্যাদা' তুলে নেবে।

আগামী ২৪ এপ্রিল বৈধভাবে থাকার অনুমতি ও প্রত্যাবাসন এড়াতে দেয়া সুরক্ষা প্রত্যাহার করে নেয়ার আগেই তাদের যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে বলা হচ্ছে, ফেডারেল সরকারের দেয়া এক নোটিসে এমনটাই বলা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিসি।

এ ৫ লাখ ৩০ হাজার লাতিন-বাকী অংশ ১৮ পাতায়

জ্যামাইকা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কঃ জ্যামাইকা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার ও মিলাদ মাহফিল গত ২২ মার্চ শনিবার কুইন্সের আগ্রা প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক -বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

এটিভি ইউএসএ কোরআন তিলাওয়াতে ৬ বছর বয়সী তাসবিহ সেরা

নিউইয়র্কঃ এটিভি ইউএসএ-ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা ২০২৫-এ প্রথম স্থান অর্জন করেছে ৬ বছরের শিশু তাসবিহ তালহা ভুইয়া। গত রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকার আশা পার্টি হলে সম্পন্ন হলো -বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও সিবিএন টিভি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নিউইয়র্কঃ কুইন্সের আগ্রা পার্টি হলে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও সিবিএন টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী -বাকী অংশ ১৯ পাতায়

এম্পায়ার কেয়ারের বর্ণাঢ্য ইফতার

নিউইয়র্কঃ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর পরিবেশে নিউইয়র্কের উডসাইডে গুলশান টেরেসে গত ২৩ মার্চ রোববার এম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির অন্যতম কর্ণধার ও-বাকী অংশ ২৫ পাতায়

নিউইয়র্কে চতুর্থ রেমিট্যান্স ফেয়ার ১৯-২০ এপ্রিল

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য চতুর্থ রেমিট্যান্স -বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

বাংলা সিডিপ্যাপ-শেখর ও এলেমহার্স্ট হাসপাতালের ইন্টাপেইথ ইফতার

নিউইয়র্কঃ বাংলা সিডিপ্যাপ, কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান ও এলমার্স্ট হসপিটালের ইনক্লুসিভ ইফতার আয়োজন ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার মানবিকতায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান পবিত্র রমজানের অসামান্য শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধকে সব ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে দিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ ইনক্লুসিভ ইফতার ২০২৫।এই আন্ত:ধর্মীয় বা ইন্টার ফেইথ ইফতার আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন কুইন্স কাউন্টি কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশি কমিউনিটিতে-বাকী অংশ ১৮ পাতায়

কাজটা ঠিক হয় নাই

সাঈদ তারেকঃ যতই বাহবা সাবাসী দেওয়া হোক, কাজটা ঠিক হয় নাই। রাজনীতি করতে নেমেছে। রাজনীতি কূটনীতিতে কিছু ব্যাসিক নর্মস মেইনটেইন করতে হয়। অনেক কথা হয়, অনেক শলা পরামর্শ হয়, গোপনে প্রকাশ্যে নানা ধরনের বৈঠক হয়। এর মধ্যে কিছু থাকে একেবারেই কনফিডেন্সিয়াল। সমঝোতা হোক বা না হোক এ সবের বিষয়বস্তু গোপনই রাখতে হয়। এটা হচ্ছে শিস্টাচার। এই শিস্টাচার কোন লিখিত কিছু থাকে না, এটা এক ধরনের রীতি। এই শিষ্টাচার যখন কেউ ভঙ্গ করে তার ক্রেডেবিলিটি নষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বস্ততা উঠে যায়। অবিশ্বস্ত লোক কখনও আর কারও আস্থাভাজন হতে পারে না। সোস্যাল মিডিয়ায়-বাকী অংশ ০৯ পাতায়

সৌদিতে সড়কের পাশে বাংলাদেশি ইমামের মরদেহ

নিউইয়র্কঃ সৌদি আরবের ইয়েমেন সীমান্তবর্তী শহর জিজানে এক মসজিদের ইমাম হাফেজ আল আমিনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গত ২১ মার্চ স্থানীয়-বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

নিউইয়র্কে ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। -বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

দেশে গৃহযুদ্ধের আলামত! দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর ভূমিকা কী ?

রতন তালুকদার : হাসনাত আবদুল্লাহর একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দেশের ছবি বদলে দিতে পারে। সব মহলে তোলপাড়। তবে কি এই সরকারের ভিত্তি নড়বড়ে?

প্রায় আট মাসেও অন্তবর্তীকালীন সরকার চমক আনতে পারেনি। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের অর্জন অনেকাংশেই ম্লান। ড. ইউনূসের ইশারায় গঠিত ছাত্রদের দলেও গণ্ডগোল, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের মাঝে সমন্বয়ের অভাব। শুরু হয়েছে নিজেদের মাঝে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, অর্থের ভাগাভাগি আর ক্ষমতার লড়াই এবং সম্পর্কের দূরত্ব। -বাকী অংশ ০৯ পাতায়

www.jonmobhumi.com

Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com